প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট :

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) পঞ্চবার্ষিক ও মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এমডিজি) অর্জনে স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও কর্মসূচীর অংশ হিসেবে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' এমডিজি এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার স্থানীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন, রংপুর এবং উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্পের সহায়তায় এই তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের সকল স্টেক হোল্ডারদের অর্থাৎ স্থায়ী কমিটিসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ, উপজেলা হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য বিভাগ বা সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রনয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২ উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি :

❖ রংপুর সদর উপজেলার নামকরণ :

রংপুর বা রঙ্গঁপুর নামকরণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বহুসংখ্যক হলেও মোগল অধিকৃতের পূর্বে এই অঞ্চলের নামকরণে রংপুর বা রঙ্গঁপুর শব্দটি পাওয়া যায়। রংপুর বা রঙ্গঁপুর নামকরণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। রঙ্গঁ শব্দটি ফার্সী শব্দ। এর অর্থ প্রমোদ, রসিকতা, নাট্যকর্ম প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুর রাজাদের আমলে এ অঞ্চলে নট-নটি ও বারবনিতারা রঙ্গাঁলয়ের সাথে জড়িত ছিল। পরবর্তিতে মধ্যযুগ এবং ইংরেজ আমলেও বরেন্দ্র অঞ্চলের সামমত্ম রাজ-জমিদারদের প্রমোদখানা ও ভোগ বিলাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। বৃটিশ আমলে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল যা আজকের পাবলিক লাইব্রেরী ভবন তার উদাহরণ। এ ধরনের রঙ্গঁরসিকতার আধিক্য হেতু এতদঞ্চলের নাম রঙ্গঁপুর এবং ভাষান্তরে রংপুর হয়েছে।

'রঙ্গঁ' শব্দটির অন্য একটি অর্থ যুদ্ধ। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় মধ্যযুগের রংপুর অঞ্চলে অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘঠিত হয়েছে। তৎকালীন রাজধানী ঘোড়াঘাটকেন্দ্রিক যুদ্ধ ব্যতিত ১৬৮৭ সাল হতে ১৭১১ সাল পর্যন্ত এই ভূ-খন্ডে অসংখ্য যুদ্ধ ঘটে গেছে। এজন্যই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে জঙ্গঁপুর বা রঙ্গঁপুর।

'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. নীহার রঞ্জন রায় রঙ্গঁপুর নামকরণে লাল মাটি অধ্যুষিত বৌদ্ধ প্রভাবিত রংপুরের কথা বলেছেন। রংপুর অঞ্চলে লাল মাটি বা খিয়ারমাটির এলাকা অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং লাল-মাটির আধিক্য অধ্যুষিত রংপুরের সংগে এ অঞ্চলের সাযুজ্য অত্যন্ত সীমিত। রংপুর জেলার অধিকাংশ অঞ্চলে তিস্তা নদীর পুরাতন পলাবন ভূমি রয়েছে। এই তিস্তা নদীর মধ্যযুগে দিস্তাং নামে পরিচিত ছিল। দিস্তাং অঞ্চলে প্রায় দুই-তিন হাজার বছর আগে বিশেষ একটি ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা 'রং' ভাষা। অন্যদিকে তিস্তা বা দিস্তা নদীর আদি নাম রংপো বা রংপু। তাই রংপু বা তিস্তার অববাহিকায় অবস্থিত বলে এর নাম রংপুর হতে পারে।

William Hunter এর Statistical Accounts of Rangpur District হতে জানা যায় ১৬৬০-৬১ সালে মোগল অধিকৃতের পর রংপুর অঞ্চলের নামকরণ হয় 'ফকির কুন্ডি' অর্থাৎ মোগল অধিকৃতের পরে রংপুর নামকরণ হয়। সুতরাং রঙ্গঁপুর বা রংপুর নামকরণের ঐতিহাসিক উৎপত্তি মধ্যযুগ। আর রংপুরের মধ্যযুগের ইতিহাস নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে সমাচ্ছন্ন। অন্যদিকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলেই রঙ্গঁশালা, প্রমোদ উদ্যান ছিল। শুধু রংপুরেই রঙ্গঁরসের আধিক্য হেতু নামকরণের প্রভাব ফেলেছে এমন ভাবনা অনেকেই সমর্থন করেননি। তাই রঙ্গঁপুর নামকরণে মধ্যযুগীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী যৌক্তিক বলে মনে করা যেতে পারে।

❖ নব গঠিত রংপুর সদর উপজেলা :

রংপুর সদর উপজেলা ১১টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ছিল। গত ২৫ জুন'২০১২ ইং তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রংপুর সিটি কর্পোরেশন গঠিত হলে রংপুর সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন এবং পৌরসভা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ৩ মার্চ'২০১৪ ইং তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মমিনপুর, হরিদেবপুর, চন্দনপাট, সদ্যপুস্করণী এবং গংগাচড়া উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নের সমন্বয়ে রংপুর সদর উপজেলা গঠন করা হয়।

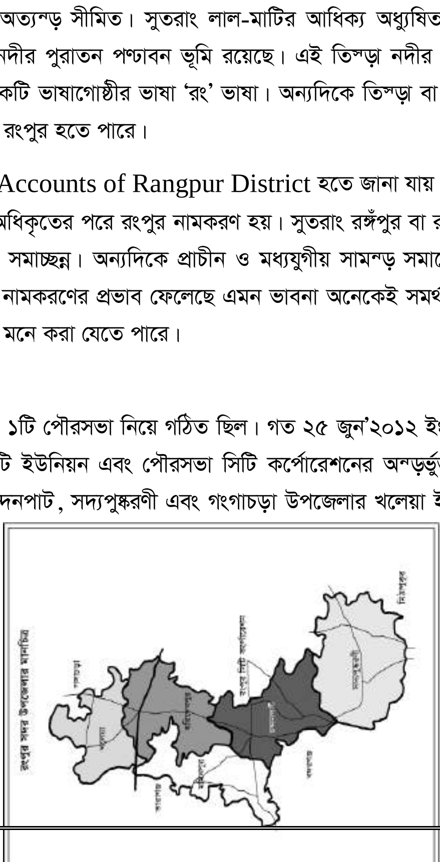

❖ রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম ও রংপুর :

রংপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ড় সমৃদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় রংপুর অঞ্চলেও সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। মোগল আমলের স্থিতিশীল সামন্ড়বাদী সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও বিপর্যস্ড় হয়ে পড়ে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড়ের পর। এ সময় ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বির্ুদ্ধে রংপুরে প্রথম প্রজা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মন্থনার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী, ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায়, ভবানী পাঠক, দিরাজী নারায়ন কৃপানাথ, ইসরাইল খাঁ, মুসা শাহ, নুর্ুল দীন ওরফে নুর্ুল উদ্দিন, দয়াল শাহ, কেনা সরকার। ইংরেজ ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারের বির্ুদ্ধে নুর্ুল উদ্দিন বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অনেকেই তাকে সাহায্য করেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে রংপুর শহরের ষ্টেশন রোড, সালেক পেট্রল পাম্পের পাশে শহীদ হন মোহাম্মদ ওয়ালীদাদ খান। তিনি মোগল সম্রাটদের বংশধর ছিলেন। সালেক পেট্রেল পাম্পের পাশে তার সমাধি আছে। রংপুরে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন অনুশীল সমিতির প্রধান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন সতীশ পাকরাশী। রংপুরে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দান করেন তাদের মধ্যে জীতেন চক্রবর্তী, মাওলানা এহসানুল হল আফেন্দী, কুড়িগ্রামের কাজী এমদাদুল হক, বদরগঞ্জের দারাজ উদ্দিন মন্ডল, মাহতাব উদ্দিন খান, হীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী, জমিদার বিজয় বাবু, দীনেশ লাহিড়ী, বিমল ভৌমিক, নুপেন ঘোষ, বেনী মাধব উকিল, দৌলতুন্নেছা, প্রতিভা সরকার প্রমুখ অন্যতম। ১৯৩৬-১৯৩৭ সাল হতে পরবর্তী সময় পর্যন্ড় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ইমাদ উদ্দিন, রফায়েত উলণ্যাহ সরকার, শাহ আব্দুল হামিদ, আহমদ হোসেন, খয়রাত হোসেন, এম.এ আউয়াল, দবির উদ্দিন আহমেদ, আবুল হোসেন, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, কাজী আব্দুল কাদের, কুড়িগ্রামের এম.এ হাফিজ প্রমুখ উলেণ্যখযোগ্য।

১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনে রংপুরের নেতৃত্বে ছিলেন পীরগঞ্জের মতিউর রহমান, অধ্যাপক নুর্ুল ইসলাম, আব্দুল গণি এডভোকেট, আব্দুস সোবহান, খন্দকার আজিজার রহমান, মোতাহার হোসেন সুফি, শাহ আব্দুল রাজ্জাক, মোঃ আফজাল, এডভোকেট সিদ্দিক হোসেন, শাহ তোফাজ্জল হোসেন, আবেদ আলী, মিলি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

পাকিস্ড়ান আমলের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে রংপুরের আপামর জনসাধারণের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে মনিকৃষ্ণ সেন, আমজাদ হোসেন, জীতেন দত্ত, মাহফুজ আলী জররেজ, পাখি মৈত্র, ভিকু চৌধুরী, এডভোকেট কাজী এহিয়া, এডভোকেট মোঃ আফজাল, গোলাম মোস্ড়ফা বাটুল, হারেছ উদ্দিন সরকার, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, মমতাজ জাকির আহমেদ সাবু, অলক সরকার, ইলিয়াস আহমেদ, আবুল মনসুর আহমেদ, শহীদ মুখতার এলাহী, মাহবুবুল বারী, নুর্ুল হাসান, মুকুল মোস্ড়ফিজুর রহমান প্রমূখ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে ৩রা মার্চ রংপুরে আলমনগর ষ্টেশন রোডে মিছিল চলাকালে অবাঙালী সরফরাজ খানের বাড়ী হতে গুলি বর্ষিত হলে কিশোর শংকু সমজদার নিহত হন। নিহত শংকু সমজদারের বাড়ি গুপ্ত পাড়ায় এবং তিনিই রংপুরের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহীদ। ২৩ শে মার্চ রফিকুল ইসলাম গোলাপের নেতৃত্বে রংপুরে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৮ শে মার্চ ১৯৭১ সালে রংপুরের আপামর জনতা তীর ধনুক নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে। সেদিনের ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও আন্দোলনে প্রায় ৫০০ এর অধিক লোক মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে যারা অংশগ্রহন করেন তাদের মধ্যে সিরাজ উদ্দিন, বলাই পাল, চায়না নিয়োগী, কবিতা দাস, কছিমুদ্দিন, ফজিলাতুনন্নেছা (বুলু আপা), অর্ুন মুখার্জী, মুকুল মোস্ড়াফিজুর রহমান, রামকৃষ্ণ সোমানী, শামসুন্নাহার রেনু, রনী রহমান (শহীদ), আহমেদ নুর টিপু, খাদিমুল ইসলাম বসুনিয়া প্রমুখ অন্যতম। রংপুরের বধ্যভুমিগুলোর মধ্যে দমদমা ব্রিজ বধ্যভুমি, নিসবেতগঞ্জ বধ্যভূমি, দখিগঞ্জ শ্মাশ্মান বধ্যভূমি, নব্দীগঞ্জ বধ্যভুমি, টাউন হলের গ্রীন র্ুম ও পার্শ্ববর্তী কুয়া জাফরগঞ্জ বধ্যভূমি অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধকালীন রংপুরে শহীদ হন এমন কয়েকজন হলেন-মাহফুজ আলী জররেজ, কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক কাঁলাচাদ রায়, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রায়, অধ্যাপক সুনীল বরন চক্রবর্তী, অধ্যাপক সোলায়মান আলী, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী, অধ্যাপক আব্দুর রহমান, পূর্ণচন্দ্র সরকার, মাজাহার হোসেন, ভিকু চৌধুরী, মিলি চৌধুরী, শংকর লাল বনিক, মোবারক হোসেন রনি রহমান, শহীদ মুখতার এলাহী, ওমর আলী, গোলাম গৌওছ, শিবেন মুখার্জী প্রমুখ।

❖ ভৌগলিক পরিচিতি :

উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান :

রংপুর সদর উপজেলার আয়তন ১২৭ বর্গ কিঃমিঃ (সংশোধিত)। উত্তরে গঙ্গাচড়া ও কাউনিয়া উপজেলা, দক্ষিণে মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও পীরগাছা উপজেলা, পশ্চিমে তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলা। উপজেলা শহর ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত। বৃষ্টিপাত সর্বোচ্চ জুন, ২০১০, ৬৪৮.২ মিলিমিটার (২৩ দিন) এবং সর্বনিম্ন ফেব্র্ুয়ারী, ২০১০ ট্রেস গড়-২১৯.৪৫ মিলিমিটার।

❖ নৃতাত্ত্বিক পরিচয় :

নদীবিধৌত পাললভূমি নিয়ে গঠিত বলে রংপুর অঞ্চল অন্যতম উর্বর সমভূমি। এ অঞ্চলে চাষ ও পশুপালনের সুবিধার্থে বহু বহিরাগত জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে এ অঞ্চলে বাস করত নিগ্রবুট জাতি যারা পশুপালন ও চাষাবাদ জানতো না। প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে আসামের উপত্যকা পার হয়ে অষ্ট্রিক জাতি এদেশে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে তারা কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। রংপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে রাজবংশী কোচ, মেচ, খেন প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব দেখা যায়।

❖ জনসংখ্যার উপাত্ত :

জনসংখ্যা	ঃ	২,০৪,৪৬৫ জন (জুলাই/১৪ মাসের জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী)।
পুর্ুষ	ঃ	১,০৪,২৬০ জন
মহিলা	ঃ	১,০০,২০৫ জন।

রংপর সদর উপজেলার দশনায় স্নানসমহ :

নদ-নদী ঃ

ঘাঘট ঃ তিস্তার একটি শাখা নদী। ঘাঘট পূর্বে খুব গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল এবং শহরটি এর তীরেই অবস্থিত। নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার কুজিপাড়া গ্রামে উৎপত্তি। আঁকাবাঁকা নদী। উৎপত্তি স্থল থেকে গংগাচড়া থানার পশ্চিম সীমানা দিয়ে রংপুর সদর থানা অতিক্রম করে পীরগাছা থানায় প্রবেশ করেছে। এরপর আলাইকুড়ি নদীকে সাথে নিয়ে গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর হয়ে যমুনা নদীতে মিলিত হয়েছে। গাইবান্ধা শহরের ৮ কিলোমিটার পূর্বে মানাস নদী ঘাঘটের সাথে যুক্ত হয়েছে। ঘাঘট ধীরগতির নদী হিসেবে পরিচিত। পূর্বে এ নদী তিস্তার উপনদী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে নদীর মোহনা ভরাট হওয়ায় তিস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে এটি এখন শহরের গুরুত্বপূর্ণ ড্রেনের মত হয়ে পড়েছে। ঘাঘটের প্রধান স্রোত দক্ষিন দিকে মানাসের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং দক্ষিন দিকে আলাই নদীর শাখা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর জন্য ক্যানেলটি পূর্বদিকে যমুনার সাথে মিলেছে। জুলাই-আগষ্ট মাসে পানির সর্বোচ্চ প্রবাহ । মার্চ-এপ্রিলে ক্ষীণধারায় বয়ে চলে এ নদীটি।

মমিনপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে অবস্থিত পাল পাড়া গ্রাম। ইহা ইউনিয়ন পরিষদ হতে ৪ কি.মি. দক্ষিণে এই প্রাচীনতম গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামে প্রায় ৫০০ পরিবার মাটির হাঁড়ি-পাতিল, টব তৈরীর কাজে জড়িত। বংশ পরম্পরায় তারা এই কাজ করে আসছে।

সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম :

এই দৃষ্টি প্রতিবন্দী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি চন্দনপাট ইউনিয়নে অবস্থিত। চন্দনপাট ইউনিয়ন থেকে মাত্র এক থেকে দেড় কি.মি. উত্তরে অবস্থিত এই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত। এটির নির্মাণ সাল ১৯৯৬। বর্তমানে এখানে ১০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রয়েছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২ জন শিক্ষক ও ১ জন নৈশ্য প্রহরী রয়েছে।

❖ কালি মন্দির ও পাগলাপীর কবরস্থান ঃ

হরিদেবপুর কালীমন্দির ও পাগলাপীর কবরস্থান

হরিদেবপুর ইউনিয়নের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অন্যতম এই কালী মন্দির ও পাগলাপীর কবরস্থান। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ব্যবহার্য্য তীর্থ স্থান। ৩.০৮ একর দেবত্তোর খাস সম্পত্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের মৃত্যুদেহ দাহকরণ ও সমাধিক্ষেত্র। বহু শতাব্দীও প্রাচীন এই মহাশ্মশান। হরিদেবপুর ইউনিয়নের মধ্যস্থলে ফকিরান মৌজায় অবস্থিত। পাগলাপীর হইতে শ্যামপুর গামী রাস্তার ৩ কি.মি. দক্ষিণে হাতের বামে ফকিরান কেরানীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্নিকটে উক্ত মন্দিরটি বিদ্যমান। অত্র শ্মশানে শ্রীশ্রী শিব ও কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পূজা-পার্বন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন করা হয়। বিশেষত চরক পূজা, কালী পূজা, শিব রাত্রি মহা ধুমধামে পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কের পাগলাপীর থেকে এবং রংপুর বদরগঞ্জ সড়কের লাহিড়ীর হাট থেকে টেম্পু, অটোরিক্সা, ভ্যান রিক্সা ও ব্যক্তিগত যানবাহনে অত্র মহাশ্মশানে যাতায়াত করা যায়।

জীবন-মরণ ঘাট ও চৌদ্দ ভূবন ঃ

সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নে অবস্থিত জীবন-মরণ ঘাট ও চৌদ্দ ভবন

সদ্যপুস্করনী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে 'চৌদ্দ ভূবন'। সদ্যপুস্করনী অতিক্রম করে বড়ভিটা হয়ে চৌদ্দ ভূবন যাওয়া যায়। এছাড়া ভেলু বালার হাট থেকে ভীমের গড় ধরে সোজা পশ্চিম দিকে গেলে পাওয়া যাবে ইতিহাসখ্যাত সেই চৌদ্দ ভূবন ও জীবন-মরণের ঘাট। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে আরেকটি হল 'চৌদ্দ ভূবন' আনুমানিক ৩শ' বছর পূর্বে কালপরিক্রমায় বেহুলা সুন্দরীকে নিয়ে তার স্বামী বালা লক্ষিন্দর নৌকা ভ্রমণে এসে এই এলাকার সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হন। কথিত আছে, সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর ১৪টি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। ১৪টি দ্বীপের মধ্যে ১টি মরণ দ্বীপ এবং একটি জীবিত দ্বীপ ছিল। এক দ্বীপ দিয়ে জীবিত মাছ গেলে মরে যেত। অপর একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে গেলে মরা মাছ জীবিত হয়ে যেত। এছাড়াও এখানে রয়েছে একটি বিশালাকার বট গাছ। শত ঝড়েও ডাল-পাতা ঝড়ে পড়তো না। দক্ষিন্দার দম্পতি সেখানে একটি ভবন নির্মাণ করেন। তদানুযায়ী ওই স্থান 'চৌদ্দ ভবন' নামে খ্যাত। 'চৌদ্দ ভূবনে' গিয়ে দেখা যায়-ভূবনের কোনো চিহ্ন না থাকলেও টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের সেই বট গাছটি। গাছটির বেশ কয়েকটি লতা ঝুলে মাটি ছুঁয়েছে। গাছের ছায়ায় নির্মল বাতাসে শিকড়গুলো স্পর্শ করে গা এলিয়ে বসে আছেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। এদের একজন মির্জাপুর বাতাসন গ্রামের আব্দুল ওহাব(৯০) পূর্ব পুরুষদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, 'লক্ষিন্দরকে বাসর ঘরে যখন সাপ কামড় দেয় তখন বেহুলা তাকে ভেলায় ভাসতে ভাসতে এখানে চলে আসেন। 'বেহুলা দেখতে পায় এক নারী ছেলেকে নিয়ে কাপড় কাচতে এসেছেন। কিন্তু ছেলে কান্নাকাটি করায় তাকে মরণ দ্বীপে শুয়ে রেখে কাপড় কাছে। কাপড় কাছা শেষে জীবিত দ্বীপে নিয়ে গেলে সে আবার জীবন ফিরে পায়। তখন বেহুলা লক্ষিন্দরকে সেই দ্বীপে নিয়ে গেলে জীবিত হয়ে ওঠে। সেই বট গাছটি এখনও রূপকথার সাক্ষী দিচ্ছে। গাছের নিচে ছেলে-বুড়ো সকলেই জানালেন, "শত ঝড়েও এর ডাল ভেঙ্গে পড়ে না" তবে গাছের নিচে পাতা পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

❖ মমিনপুর মসজিদ ঃ

মমিনপুর ইউনিয়নের ইঞ্জিনিয়ার পাড়া নামক গ্রামে অবস্থিত এই জামে মসজিদটি। ইহা ১৮৭০ সালে স্থাপিত হয়। মসজিদটির ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন আলহাজ্ব জমির উদ্দিন প্রামানিক। এই মসজিদটি প্রায় ১৫০ বছর পূর্বের মসজিদ। মসজিদটিতে এলাকার গুণীজন ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। মসজিদ অতি পুরনো বলে এখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শনার্থীরা মসজিদটি দেখতে আসেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা ও গাড়িতে যাওয়া যায়।

❖ প্রাচীন বটগাছ ঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নে অবস্থিত এই প্রাচীন বটগাছটি। চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় থেকে মাত্র ৫০০ গজ দক্ষিনে অবস্থিত এই কালের স্বাক্ষী প্রাচীন বটগাছটি প্রায় ২০০ বছর পুর্বের বলে প্রবীণ লোকজন মনে করেন। এই প্রাচীন বটগাছটি ৫ শতাংশ জমির উপর অবস্থান করিতেছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মোটর সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা ও অটো বাইক যোগে যেতে সময় লাগে মাত্র ৫-১০ মিনিট। এই বট গাছের পার্শ্বে বর্তমানে অসংখ্য দোকান-পাট ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। অনেক দূর-দূরন্ড় থেকে আগত দর্শনার্থী এই প্রাচীন বটগাছটি দেখতে আসে। অনেক পথিক ও স্থানীয় লোকজন এখানে বিশ্রাম নেয়।

❖ সদ্যপুষ্করণী দিঘী ঃ

রংপুর জেলায় সদর উপজেলার সদ্যপুষ্করণী ইউনিয়নের একটি পুকুরের নাম 'সদ্যপুষ্করণী দিঘী'। রংপুর মহানগরী থেকে ৮ কিলোমিটার দুরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে ৯ নম্বর সদ্যপুষ্করণী ইউনিয়ন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ২ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ কোনে সদ্যপুষ্করণী। কথিত আছে তড়িঘড়ি করে এক রাতে খোড়া হয়েছে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে 'সদ্যপুষ্করণী। বিশাল পুকুরের স্বচ্ছ জল এবং গাছগাছালি ঘেরা পুকুরপাড়ের শীতল বাতাস সহজেই শরীর জুড়িয়ে দেয়। এই পুকুরের নামে ইউনিয়ন পরিষদেরও নামকরণ করা হয়েছে সদ্যপুষ্করণী। রংপুরের বাসিন্দা যারা পেশাগত কারণে বাইরে থাকেন, ঈদের ছুটিতে বাড়িতে এসে তারা সহজেই ঘুরে আসতে পারেন ইতিহাসের সাক্ষী সদ্যপুষ্করণী থেকে। এছাড়া রংপুরে বাইরে থেকেও আসতে পারেন এ পুস্কুরিনীর পাড়ে। কাছেই দেখতে পাবেন চৌদ্দ ভবন এবং বড়ভিটার বিশালকৃতির বটগাছ। যা সহজেই আপন করে নেবে আপনাকে। এছাড়াও সদ্যপুস্করিনীর পাশেই রয়েছে বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনীর উপজীব্য 'চৌদ্দ ভূবন' ও 'জীবন-মরণ ঘাট'। রংপুর জেলা প্রশাসন (ডিসি) অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রায় ৬শ' বছর পূর্বে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী'র শাসনামলে সৈন্য বাহিনী এই এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পানির সমস্যা দেখা দেয়। এ সময় কয়েক লক্ষাধিক সেনাসদস্য এখানে তাবু খাটিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরে তারা পানির সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে একটি পুকুর খনন করেন। তখন থেকে ওই পুকুরের নাম সদ্যপুষ্করণী হিসাবে প্রসিদ্ধ। পুর্ব পুরুষদের বর্ণনা মতে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের পানির প্রয়োজন পড়লে পানি সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে সেনাপতি সিদ্ধান্ড় নেন একটি পুকুর খননের। যেই কথা-সেই কাজ সৈন্যরা লেগে পড়েন পড়েন পুকুর খননে। আর এভাবেই এই বিশাল পুকুরের সৃষ্টি। রংপুর বাস টার্মিনাল বা রেল ষ্টেশন থেকে রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সায় করে পাকা সড়ক ধরে দর্শনা-ফতেপুর ঘাঘট নদী পেরিয়ে পালিচড়া হাটে ইউনিয়ন পরিষদ এরপর মাত্র ২ কিলোমিটার দুরে কুন্ডি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পূর্ব পাশ দিয়ে সদ্যপুষ্করণী। এই পুকুরটি কখনও শুকিয়ে যায় না। ইজারার মাধ্যমে প্রতি বছর এখানে মাছ ছাড়া হয়। দেশের বিভিন্নি স্থান থেকে টিকিটের মাধ্যমে বড়শি দিয়ে মাছ শিকার করে উৎসাহীরা।

❖ নিরিবিলি পার্ক ঃ

সদ্যপুস্কুরনী ইউনিয়নের ফতেপুর মৌজায় ভুরারঘাটের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঘাঘট নদী। সেই নদীর কিনারা ঘেষে গড়ে উঠেছে নিরিবিলি পার্ক নামে একটি বিনোদন পার্ক। পার্কটিও রংপুরবাসীর বিনোদনের নতুন জায়গা। এছাড়াও এই ইউনিয়নের ফতেপুর মৌজায় ভুরারঘাটের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঘাঘট নদী। সেই নদীর কিনারা ঘেষে গড়ে উঠেছে নিরিবিলি পার্ক নামে একটি বিনোদন পার্ক। পার্কটিও রংপুরবাসীর বিনোদনের নতুন জায়গা। এছাড়াও এই ইউনিয়নের ফতেপুর মৌজায় ভুরারঘাটের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঘাঘট নদী। এই নদীর কিনারা ঘেষে গড়ে উঠেছে নিরিবিলি পার্ক নামে একটি বিনোদন পার্ক। পার্কটিও রংপুরবাসীর বিনোদনের নতুন জায়গা।

❖ কুর্শা বলরামপুর দিঘী ঃ

১নং মমিনপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কুর্শা বিল নামক স্থানে এই দিঘীটি অবস্থিত। এই দিঘীতে ব্র্যাক এর অর্থায়নে খনন করা হয়। দিঘীটি ২০০৭ সালে খনন করা হয়। এই দিঘীর মাছ খুব সুস্বাদু। এখানকার মাছ বিভিন্ন জেলায় বিক্রয় করা হয়। এখানে বিভিন্ন ইউনিয়নের মানুষ ও জেলেরা মাছ ক্রয় করার জন্য আসে এবং বিভিন্ন এলাকার দর্শনার্থীরা দেখতে আসেন। ইউনিয়ন পরিষদ হতে ৫ কি.মি. উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা ও গাড়িতে যাওয়া যায়।

মমিনপুর ইউনিয়নের কৃষি সেচ খাল ঃ

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ চাষাবাদের ক্ষেত্রে সেচের ভূমিকা অপরিসীম। আর বাংলাদেশে নদীভিত্তিক সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তিস্ড়া ব্যারেজ সেচ প্রকল্প একটি সফল মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের ২০০১ সালের তথ্যমতে, এই দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০৫ শতাংশের আবাসস্থল তিস্ড়া অববাহিকায় রয়েছে মোট আবাদি জমির শতকরা ১৪ ভাগ। এই অববাহিকার শতকরা ৬৩ ভাগ আবাদি জমি সেচের আওতাধীন, যেখানে দেশের গড় সেচ-আবাদি জমির শতকরা হার ৪২। সেচের পানির প্রাপ্যতা এই অঞ্চলে বছরে দুটি ফসল ঘরে তোলার সুযোগ করে। ইউনিয়ন পরিষদ হতে ১ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদ হতে পায়ে হেঁটে ও রিক্সা ভ্যান যোগে যাওয়া যায়।

❖ ঘাঘট নদী ঃ

সদ্যপুষ্করণী ইউনিয়ন থেকে শহরে যাওয়ার রাস্ড়ায় ভুড়ারঘাট নামক এলাকা গেলে পাওয়া যায় এই নদীর দেখা। রংপুরের মিঠাপুকুর ও সদর উপজেলার ২ সীমানার ওপর দিয়ে প্রবাহিত ঘাঘট নদী। আয়তনের দিক থেকে নদী তেমন প্রশস্ড় বা গভীর না হলেও ভাঙন উলেণ্ঢখযোগ্য হারে

বাড়ছে। স্রোতের গতিতে মনে হয় না যে এ নদীর ভাঙন এমনটা হবে। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে নদীর গতি পরিবর্তন হয়ে একদিকে কৃষকের হাজার বিঘা আবাদী জমি নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ছে ভাঙনে ঘরবাড়ি বিলিনের হার। সরেজমিনে দেখা যায়, সদরের ধর্মদাস লক্ষণপাড়া, মগলেবার, ইসলামপুর, খোর্দ্দমুরাদপুর, ভাংনী, কাগজি পাড়া, দরজি পাড়া, ঠাকুরবাড়ি, চানপুর, দলশিংপুর, বেনীপুর, ত্রিমহনীফতেপুরসহ বিভিন্ন স্থানে নদীর ভাঙনের ফলে ঘরবাড়ি বিলিন হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে গৃহহারা হয়ে পড়েছে অনেক পরিবার। রংপুরের মিঠাপুকুর ও সদর উপজেলার ২ সীমানার ওপর দিয়ে প্রবাহিত ঘাঘট নদী।

ভিন্ন জগতঃ

বে-সরকারিভাবে প্রায় ১শ' একর জমির উপর গড়ে উঠা এই বিনোদন কেন্দ্রটি সারাদিন নানা জাতের পাখির কোলাহলে মুখরিত থাকে। এছাড়াও গাছে গাছে দেখা যায় নানান প্রজাতির পাখি। সন্ধ্যা হলেই তারা তাদের নীড়ে ফিরে আসে। ভিন্নজগতে শোভা পাচ্ছে দেশি-বিদেশি হাজারও বৃক্ষ। এখানে দর্শনার্থীরা গাছের ছায়ায় সারাটা দিন ঘুরে বেড়াতে পারেন। এখানে রয়েছে আধুনিক বিশ্বের বিস্ময় এবং দেশের প্রথম প্লানেনেটোরিয়াম। রয়েছে রোবট থ্রিল জোন, স্পেস জার্নি, জল তরঙ্গ, সি প্যারাডাইস, আজব গুহা, নৌকা ভ্রমণ, শাপলা চত্বর বীরশ্রেষ্ঠ এবং ভাষা সৈনিকদের ভাস্কর্য ওয়াক ওয়ে, থ্রিডি মুভি, ফাই হেলিকপ্টার, মেরি গো রাউন্ড, লেক ড্রাইভ, সুইমিং পুল স্পিনিং হেড, মাছ ধরার ব্যবস্থা। একই সঙ্গে রয়েছে অন্তত ৫শ'টি পৃথক দলের পিকনিক করার ব্যবস্থা। শুধু ভেতরেই রয়েছে অন্তত ৮/৯শ' গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা। কটেজ রয়েছে ৭টি। রয়েছে থ্রি স্টার মডেলের ড্রিম প্যালেস। এখানকার জলাশয়ে রয়েছে নৌভ্রমণের সুবিধা। শিশুদের জন্য রয়েছে ক্যাঙ্গারু, হাতি, ঘোড়াসহ নানা জীবজন্তুর মূর্তি। ভিন্নজগতের জলাশয়ের চারিধার জুড়ে রয়েছে পরিকল্পিতভাবে রোপিত নানা জাতের শোভা বর্ধনকারী গাছ। ভিন্নজগতের প্রবেশ মূল্য ২০ টাকা। এছাড়া ভিতরের প্রতিটি রাইডের জন্য আলাদা করে ১০ ৫০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়।

❖ ব্যবসা বাণিজ্য ঃ

রংপুর সদর উপজেলায় বিভিন্নমুখী ব্যবসা-বাণিজ্য চলমান রয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্য, প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্য, সবজী জাতীয় পণ্য, মসলা জাতীয় পণ্য, বিভিন্ন ধরনের ফলমূল, প্রাণীজ পণ্য, মৎস্য জাতীয় দ্রব্য উলেণ্খযোগ্য।

কৃষি পণ্যের মধ্যে → ধান, গম, ভুট্টা, পাট, মুসুর, ছোলা, অ্যাঙ্কর, মাসকালাই ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় উলেণ্খ্যযোগ্য।

প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্য → চাউল ও আটার ব্যবসা উলেণ্খ্যযোগ্য।

সবজী জাতীয় কৃষি পণ্য → আলু, পটল, বেগুন, মূলা, শিম, লাউ, কুমড়া, পেঁয়াজ, রসুন, আঁদা ইত্যাদি উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় উলেণ্খযোগ্য।

মসলা জাতীয় দ্রব্য → মসলা জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে রসুন, আঁদা, ধনে, মরিচ, হলুদ, মেথী, কালজিরা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় উলেণ্খযোগ্য।

বিভিন্ন ধরনের ফলমূল → আম, কলা, পেঁয়ারা, কাঁঠাল, লেচু, জাম ইত্যাদি উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় উলেণ্খযোগ্য। রংপুরের বিশেষায়িত হাড়িভাঙ্গা আম সারাদেশে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

প্রাণীজ পণ্য → গর“, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী, কবুতর ইত্যাদি লালন-পালন ক্রয়-বিক্রয় হয়। হাঁস-মুরগির ডিম উলেণ্খযোগ্য পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

বিভিন্ন ধরনের মাছ → রংপুর সদর উপজেলায় র“ই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গণ্ডাস কার্প, সরপুঁটি ইত্যাদি মাছ প্রতিটি বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এছাড়াও কৈ মাছ ও তেলাপিয়া মাছ বর্তমানে ব্যাপক হারে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের কৃষি ও কৃষি জাতীয় পণ্য ছাড়াও বস্ত্র ও কুটির শিল্পের দ্রব্যাদি ব্যাপকভাবে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের আইসক্রিম, দুধ, বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র, মনিহারি দ্রব্যাদি, গৃহস্থলির দ্রব্যাদি, বাঁশ ও বেতের দ্রব্যাদি, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের পুস্তক উলেণ্খযোগ্য পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

❖ ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ

রংপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাহিত্যকর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি সুপ্রাচীন ও বিভাসিত। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন এই রংপুর। বলা যায় প্রকৃতির রহস্যময়তায় নান্দনিক সৌন্দর্যে প্রকৃতির আদরণীয় হিলেণ্দালে ও প্রাণময়তায় ভরপুর রংপুর। অর্থাৎ-

"রঙ্গঁরসে ভরপুর
এই রঙ্গঁপুর"।

এই রঙ্গঁরস শিক্ষা সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য বিশেষ করে লোকসংস্কৃতি মিলিয়ে অনবদ্য। রঙ্গঁপুরের পরিবর্তিত রূপ রংপুর। বাংলাদেশের প্রাচীনতম অংশের নাম বরেন্দ্র বা বারেন্দ্রী। রংপুর সমতল (রঙ্গঁপুর) বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত। পরবর্তী সময়ে যে অঞ্চল গৌড় অঞ্চল বলে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, রংপুর এর (রঙ্গঁপুর) ভূমি সম্প্রসারিত ছিল গৌহাটি কেন্দ্রিক রাজ্য প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গত। রংপুরের রঙ্গঁপুর নামটির নামকরণ এখনও চুড়ান্তভাবে বিতর্ক রহিত হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন মহাভারতের সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের রংমহল ছিল রংপুরের এবং সেই রংমহল হতে নাম হয়েছে রঙ্গঁপুর। কারো কারো মতে ভগদত্তের কন্যা পায়রাবতীর নামানুসারে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জন্মভূমি পায়রাবন্দের নামকরণ হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন রংপুরে বস্ত্ররজনী কারখানা (Dying Industry) ছিল। পাট নির্মিত বস্ত্রে বা চটে রং করা হতো বলে রংপুরকে রংরেজপুর বলা হতো এবং তার পরিবর্তনে হয়েছে রঙ্গঁপুর (রংপুর) তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন রংপুরের নামকরণের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর অবদান গ্রহণযোগ্য। রঙ্গঁপুর শব্দটি ফার্সী শব্দ আর তাই সঙ্গত কারণে বখতিয়ার শাসন আমলে রংপুরের নাম রঙ্গঁপুর হয়েছে।

রংপুর কালেক্টরেট ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রিঃ রংপুর কালেক্টরেট হতে বিচার বিভাগ আলাদা হলে একজন বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়।

❖ ভাষা ঃ

বাংলা ভাষার যেমন আছে পরিশীলিত রূপ তেমনি অঞ্চল ভিত্তিক গ্রামীণ জনপদে প্রচলিত রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা ভৌগোলিক কারণে হোক বা শারীরিক গঠনের জন্য হোক রংপুরের শিক্ষিতজনেরা বাংলাদেশের অনেক জেলার অপেক্ষা পরিশীলিত ভাষায় কথা বলতে পারেন। তাদের উচ্চারণে কোন বিকৃতি নেই, নেই অস্পষ্টতা। তারা অনায়াসে আঞ্চলিকতা সম্পন্ন ভাষা বা উচ্চারণ পরিহার করতে পারেন। ম্যাকসমূলার বলেছেন "The real and natural life of language is in its dialects " অর্থাৎ ভাষার প্রকৃত ও স্বাভাবিক জীবন তার উপভাষাগুলিতে। উলেণ্টখ্য বাংলা ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। রংপুরেও পরিশীলিত ও মার্জিত ভাষার সমান্ড়রাল রংপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। আঞ্চলিকভাষা, যখন এ গ্রামাঞ্চলের জনপদে উদ্ভব হয়েছে নিঃসন্দেহে সে সময় হতে গ্রামীণ জনপদ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে আসছে। এ ভাষার উচ্চারণগত সহজবোধ্যতা, সাবলীলতা ও শ্র"তিমাধুর্য অসামান্য। আর এ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছে সাহিত্য সঙ্গীত, প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, গীত ইত্যাদি যা মানুষের আনন্দের উপকরণ। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মের মাত্র কটির নাম করা হলো, ষোড়শ শতকের কবি মুহম্মদ কালার নেজাম পাগলার কেচ্ছা, অষ্টদশ শতকের কবি হেয়াত মামুদের রচনায় রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার অনেক শব্দ রয়েছে। বেগম রোকেয়ার রচনায় রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার শব্দাবলীও আছে। পরবর্তী সময়ে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতার, সৈয়দ শামসুল হক এর নুরলদীনের সারাজীবন, নুর"ল ইসলাম কাব্য বিনোদের হামার অমপুর, আবুল কাশেমের হামার দ্যাশ হারাগাছ, সিরাজুল ইসলাম সিরাজের মরা মানুষের মিছিল, আনিসুল হক এর নাল পিরান, মকসুদুল হক এর শঙ্খমারীর ঘাট, সাখাওয়াত হোসেনের বাহে নিধুয়া পাথার নাসিমুজ্জমান পান্নার নাকফুল এবং মতিউর রহমান বসনীয়া রংপুরের ভাষার অভিধান ও অনেক কবিতা লিখেছেন এ ভাষায়। এছাড়াও অনেকে রংপুরের ভাষা ব্যবহার করেছেন রচনায় এবং মুহম্মদ আলীম উদ্দিন তাঁর রংপুর সংবর্তিকা গ্রন্থে রংপুরের ভাষা শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

রংপুরের ভাষা উদীচ্য বা বরেন্দ্র উপভাষার গোত্রভূক্ত।

❖ ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

১। আনুনাসিক বর্ণ রক্ষিত

২। শ্বাসাঘতের নির্দিষ্ট স্থান নেই

৩। শব্দের আদিকে 'র' এর আগয় লোপ, যথা- রস ⟶ অস, রামবাবু ⟶ আমবাবু, রংপুর ⟶ অমপুর, রক্ত ⟶ অক্ত।

❖ কতিপয় শব্দ ঃ

অকে, অমপুর, অক্ত, আঙা, আন্দন, উদিনকা, আইগন্যা, ক্যাংকা, ফ্যাদলা, এইংকা, উন্দাও, বাইগন, বাহে, সুন্দরী, তাংকু, দলান, ঢ্যানা, বাড়ুন, গাবর", কাপাট, কইনা, এইকনা, ছাওয়া ইত্যাদি।

❖ রংপুরের সাহিত্যকর্ম ঃ

অনেক বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ঐতিহাসিক বলেছেনে যে বাংলা সাহিত্যের আদিনীড় রংপুর। রংপুরের ভাষার যেমন প্রাচীনত্ব আছে তেমনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনত্বের রংপুরের অংশীদারিত্ব আছে বাংলাভাষা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় রচিত ৫১ টি পদ অখন্ডিত ৪৭ পদই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন, রচয়িতা ২৪ জন কবি ডঃ মুহম্মদ শহীদুলণ্টাহর মতে যা রচিত হয়েছে ৭ম শতাব্দী হতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে আর এই পান্ডুলিপিটি ১৯০৭ সালে আবিস্কৃত হয়েছে নেপাল রাজদরবারের প্রন্থাগার হতে। আবিস্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অনেকে মনে করেন চর্যাপদের কবিদের অনেকের পদচারনা হয়তো ঘটেছিল রংপুরে। ফলে চর্যাপদের ভাষা অনেক রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার শব্দও বিশেষত দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- 'আবেসী নিতি নাই ভাত হাড়িত পরবেসী নাহি/ঘর মোর টলিত, এখানে তে বিভক্তির স্থলে ত বিভক্তির প্রয়োগ রংপুরের ভাষার বৈশিষ্ট্য। তেমনি নঞঃক অব্যয়ের ব্যবহার ক্রিয়াপদের আগে, যেমন- গাছের তেস্ড়ল কুম্ভীরেনক্ষত্র, রংপুরের উদাহরণ- না যাও, না খাও।

শব্দ মোর, তোর, সুতি, পোহাই, ঘিন, খাল, ইত্যাদি শব্দ রংপুরেও ব্যবহৃত হয়।

রংপুর হতে স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন আবিস্কার করেছেন নাথ গীতিকা, মধ্যযুগের অনেক বিশিষ্ট্য কবি কাব্য রচনা করেছেন রংপুরে। তাঁরা হলেন কমল লোচন, হরিশচন্দ্র বসু, হেয়াত মামুদ, শাকের খাদম, মুহম্মদ কালা, দ্বিজহরি, ধুরহানুলণ্টাহ, শরিয়তুলণ্টাহ।

আধুনিকযুগের অনেক কবি সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে উলেণ্টখযোগ্য অবদান রেখেছেন আর তারা হলেন, পন্ডিত যাদবেশ্বর, তর্করত্ন, জামাল উদ্দিন, রামনারায়ন তর্করত্ন যিনি বাংলা মৌলিক নাটক, কুলিনকুল সর্বস্ব রচনা করেন এবং কুন্ডির জমিদার প্রদত্ত ৫০/- করেন লাভ পুরস্কার টাকা। হরগোপাল রায়, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া, অতুল গুপ্ত, অতুল প্রসাদ সেন, শেখ ফজলুল করিম, খেরাজ আলী, রবীন্দ্র নাথ মৈত্র, তুলসী লাহিড়ী, নুর"ল ইসলাম কাব্য বিনোদ, সৈয়দ শামসুল হক, আশুতোষ দত্ত, মোতাহার হোসেন সুফী, মতিউর রহমান বসনীয়া, মহফিল হক, মোনাজাত উদ্দীন, মুহম্মদ আলীম, মঞ্জু সরকার, আনিসুল হক, আব্দুল হাই সিকদার, সৈকত আসগার সহ আরো অনেক সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে অবদান রেখেছেন এবং এখনও অনেকে সাহিত্যকর্মে সচল আছেন।

❖ লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ

লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতিতে রংপুরের অবদান অত্যন্ড় প্রশংসনীয়। আর এসব কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়েছে রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায়। আঞ্চলিকতার দিক দিয়ে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালীর বিপরীত প্রান্ড়ের লোকসঙ্গীত। ভাওয়াইয়া রংপুরের লোকসঙ্গীত ধারায় সর্বাপেক্ষা উজ্জল ও সমৃদ্ধ শাখা। ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দীন ১৯৫৪ সালে ভাওয়াইয়াকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপিত করেন। ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতের ধারায় এই অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের বিভিন্ন পেশার মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোবাসা, বিরহমুখে লোকের করে আশ্রয় বেদনাকে মুখে রচিত এবং বিপুল আবেদনময় সুরে বাঁশি ও দোতরার তো বাদ্যযন্ত্র যোগে গীত হয়ে আসছে।

আঞ্চলিক নামানুসারে ভাওয়াইয়া ৫টি ধারায় বিভক্ত, ভাব, ভাওয়া, বাওয়া, বাউদিয়া প্রভৃতি শব্দ হতে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি বলে গবেষকরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। উলেণ্টখ্যযোগ্য জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া ঃ

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কি ও কাজল ভোমরা
তোরসা নদীর ধারে ধারে
নাইওর ছাড়িয়া যেও মোর বন্ধু
নদী না যাই ওরে বৈদ
ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।

❖ রংপুরের মেয়েলী গীত/ গান ঃ

রংপুরের লোক সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের ধারায় মেয়েলী গীত উলেণ্টখযোগ্য একটি গীত বিয়ের-রংপুরের মেয়েলী গীত মেয়েলী আচার অনুষ্ঠানের অনেক বিষয় নিয়ে রচিত ও গীত। যেমন বিয়ে, সাধভক্ষণ, অন্ন প্রাসন, নবজাতকের ক্ষৌর কাজসহ বিয়ের বিভিন্ন পর্বকে ঘিরে এই গীতগুলো রচিত এবং নৃত্যযোগে আনন্দমুখরতার মধ্যদিয়ে গীত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। রংপুরের লোক সঙ্গীতের ধারায় আরো আছে হুদমার গান, জগেরগান, যোগীর গান, গোয়ালীর গান, ক্ষ্যাপাগান, জারীগান, মালশা গান, পালাগান বা কাহিনীগান। লোকসঙ্গীত রংপুরের উলেণ্টখযোগ্য সঙ্গীত ধারা। এ ধারায় রয়েছে অসংখ্য পালাগান। যেমন- ননিমনসুন্দরীর পালা, গুনাইবিবি, অমমূলা কন্যা, নেকোবিবি, কলিরাজা, চিনুবিনু, আরো অনেক। রংপুরের লোক সঙ্গীতের ধারায় আছে, রংপুরের ভাষায় ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা (শিল্কা) এই সঙ্গে আছে লোক বিশ্বাস রংপুরের কার˜ শিল্প অবস্থায় প্রশংসিত চার˜শিল্প ছিল, আর এগুলো হলো- শতরঞ্জি পাটশিল্প, রেশম, তাঁত, মৃতশিল্প, নকশীকাথা, বাঁশশিল্প, কাঠশিল্প, কাসা পিতল, লোহা শিল্প, ঢেঁকি শিল্প ইত্যাদি।

❖ রংপুরে মুক্তিযুদ্ধ ঃ

❖ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। ১৯৪৭ এর ভারত পাকিস্ড়ান বিভক্তের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্ড়ান তথা বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাক্রমে সংক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। এই সংক্ষুদ্ধ হওয়ার পর্যায়টি ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথম রূপ লাভ করে। কারণ উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ড়কে এদেশের মানুষ মেনে নেয়নি। ফলে শুর˜ হয় বিক্ষোভ আন্দোলন। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্র˜য়ারি সৃষ্টি হয় রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। রংপুরের জনগণও এই ভাষা আন্দোলনে মিছিল শোভাযাত্রায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে পাকিস্ড়ানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ বৈষম্য এসব কিছুর বির˜দ্ধে সারাদেশে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এক্ষেত্রে রংপুর পিছিয়ে থাকেনি। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের পর পাকিস্ড়ান সরকার ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র করেনি। ফলে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এরপর ২৫ মার্চ এর ভয়াল কাল রাত্রির পর শুর˜ হয় মুক্তিযুদ্ধ। রংপুরও এই মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠে।

স্বাধীনতাকামী রংপুরের মানুষ ৩ মার্চ প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ রংপুরের শংকু সমজদার। ৩ মার্চ রংপুরে ৩ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং এদের প্রাণদানের মাধ্যমে শুর˜ হয় রংপুরের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে রংপুরের সকল শ্রেণীর মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। ৩ মার্চ থেকে ৫ মার্চ রংপুরে কারফিউ চলে। এ অঞ্চলের মানুষ সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করে ২৪ মার্চ। ২৮ মার্চ রোববার রংপুরের মানুষ জেগে উঠেছিল এক নব চেতনায়। স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধমানুষ রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে লাঠিসোটা, তীর ধনুক বলণ্টম, দা, কুড়াল ইত্যাদি সহযোগে রংপুর ক্যান্টমেন্ট আক্রমণ করে বেলা ৩ টার দিকে। এতে ক্যান্টনমেন্টের পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা এ সমস্ড় বিক্ষুদ্ধ জনতার উপর ঝাপিয়ে পরে এবং অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। রংপুরের অগনিত মানুষ প্রাণ দিয়ে সৃষ্টি করে এক অবিস্বরণীয় ঘটনা। ৩ এপ্রিল মধ্যরাতে রংপুরের প্রথম গণহত্যা ঘটে দখিগঞ্জ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। এরপর ক্রমান্বয়ে বলারথাইল গণহত্যা, ঝড়ুদার বিল ও পদ্মপুকুরের গণহত্যা, জয়রাম আনোয়ার মৌজার গণহত্যা, সাহেবগঞ্জের গণহত্যা, লাহিড়ীরহাটের গণহত্যা, ঘাঘপাড়ের গণহত্যা, নিসবেতগঞ্জ গণহত্যা, দমদমা ব্রীজ গণহত্যা, জাফরগঞ্জ গণহত্যা প্রভৃতি নৃশংস হত্যাকান্ডে রংপুরবাসী তাদের প্রিয়জনকে হারায়। পাকিস্ড়ান হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবি হত্যার নীলনকসা অনুযায়ী ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ রংপুর কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থানরত অধ্যাপক চিত্ত রঞ্জন, অধ্যাপক রাম কৃষ্ণ অধিকারী ও অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তী কে রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে হত্যা করে দমদমা ব্রীজের পার্শ্বে এক বাঁশঝাড়ের গণকবর দেয়। এছাড়াও অধ্যাপক কালাচাঁদ রায় ও তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয় এবং এই ধারাবাহিকতায় হত্যা করা হয় অধ্যাপক আব্দুর রহমান ও অধ্যাপক সোলায়মানকে। এ সময় হানাদার বাহিনীর নির্যানের কেন্দ্রস্থল ছিল রংপুর টাউন হল।

সময়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রংপুরে। ১২ ডিসেম্বর রংপুর সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র রংপুর মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৩ ডিসেম্বর গংগাচড়া থানায় সর্বপ্রথম ২১২ রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। ১৫ ডিসেম্বর তিস্ড়ব্রীজে হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। ১৬ ডিসেম্বর রংপুর শহর ও শহরতলীতে লড়াই চলতে থাকে। ১৭ ডিসেম্বর পাকিস্ড়ানি হানাদার বাহিনী যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয় বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল। নয়মাস অবরুদ্ধ মানুষ খুঁজে পায় মুক্তির আস্বাদন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় দেশপ্রেম আর অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে রংপুরে উদিত হয় স্বাধীনতার রক্তিম লাল সূর্য।

❖ খেলাধুলা ও বিনোদন ঃ

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, ও জেলা প্রশাসক মহোদয়, রংপুর।

প্রাচীনকাল থেকে রংপুর সদর উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী ঘোড় দৌড়, লাঠি খেলা, হাডুডু, কানামাছি, বৌছি, ছিবুড়ি, কানামাছি, সার্কাস, মেলা, ফুটবল, ইত্যাদি খেলা বেশ প্রচলিত ছিল। এখনো কম বেশী এ খেলাগুলো প্রচলিত আছে। বর্তমানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। স্কুল ফুটবল, আন্ড়ঃইউনিয়ন ফুটবল এবং উপজেলা ক্রিকেট লীগ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ফুটবলে রংপুর সদর উপজেলার সাফল্য ২০১১

খেলাধুলা সুস্থ দেহ-মনের জন্য অপরিহার্য। বর্তমান সরকার শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার উপর বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুবান্ধব ও আনন্দমুখর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২য় বারের মতো বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট ২০১১ এবং ১ম বারের মতো বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট ২০১১ এর আয়োজনের ঘোষনা দিলে সাড়া দেশে ব্যপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে শুর" হয় বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ফুটবল টুর্ণামেন্ট। উক্ত ফুটবল টুর্ণামেন্ট দুইটিতে প্রায় ৬১০০ হাজার করে বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। রংপুর সদর উপজেলার দুটি দল ১নং পালিচড়া সরঃপ্রাঃবিঃ ও হরিদেবপুর সপ্রাবি ইউনিয়ন পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপজেলা পর্যায়ে খেলতে আসে। এতে দুই বিদ্যালয়ের এস,এম,সি ও শিক্ষকগণের অবদান অনস্বীকার্য। উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গমাতা টুর্ণামেন্ট চন্দনপাট ইউনিয়নের শাহাবাজপুর রেজিঃপ্রাঃ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক বি এম এনামুল হক। তিনি সদর উপজেলাকে জাতীয় পর্যায়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখান। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাইন বিলণ্ঢাহর নেতৃত্বে দুই দলের খেলোয়াড়দের জন্য শুর" হয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। দুই জন কোচ কে নিয়োগ দেয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের তদারকি করেন। প্রশিক্ষণ চলাকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রায় প্রতিদিনই দুই দলের প্রশিক্ষণ দেখেন তাদের উৎসাহ দেন, তাদের সমস্যাগুলো শোনেন এবং কীভাবে আরোও ভালো খেলা যায় তার পরামর্শ দেন। উপজেলার অন্যান্য কর্মকতারাও সুযোগ পেলে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গিয়ে শিশুদের উৎসাহ দিয়ে আসতেন। শুর" হলো জেলা পর্যায়ের খেলা এতে মেয়েদের দল কাউনিয়া উপজেলাকে ৫-০ গোলে, সেমিফাইনালে পীরগঞ্জ উপজেলাকে ট্রাইব্রেকারে ৪-২ গোলে এবং ফাইনালে পীরগাছা উপজেলাকে ২-০ গোলে পরাজিত করে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ছেলেদের খেলায় কাউনিয়া উপজেলাকে ১-০ গোলে, সেমিফাইনালে বদরগঞ্জ উপজেলাকে ২-০ গোলে এবং ফাইনালে গংগাচড়া উপজেলাকে ২-১ গোলে পরাজিত করে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হন। দুই দলের প্রতিটি খেলায় উপজেলা নির্বাহী অপিসার জনাব মোস্তাইন বিলণ্ঢাহ মাঠে উপস্থিত থেকে শিশুদের উৎসাহিত করেন। এবং খেলাশুর"র আগে এবং বিরতির সময় ভালখেলতে উৎসাহিত করেন। জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তাদের প্রশিক্ষনক্যাম্প বিদ্যালয় হতে উপজেলা পরিষদ নিয়ে আসা হয়। সেখানে শিশুদের নিবীর প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষনে উপজেলার সকল অফিসার মাঠে উপস্থিত থেকে শিশুদেরকে উৎসাহ ও ভালখেলার নানা পরামর্শদেন। বিভাগীয় পর্যায়ের খেলায় মেয়েদের দল কুড়িগ্রামকে ১-০ গোলে, সেমিফাইনালে পঞ্চগড়কে ২-০ গোলে এবং ফাইনালে গাইবান্ধা জেলাকে ২-১ গোলে পরাজিত করে বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। তেমনি ভাবে ছেলেদের দলও কুড়িগ্রামকে ১-০ গোলে, সেমিফাইনালে দিনাজপুরকে ২-১ গোলে এবং ফাইনালে নীলফামারীকে ২-১ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। একই উপজেলার দুই দল জাতীয় পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে এটি খুবেই বিরল ঘটনা। এতে এস,এম,সি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ সকলেই নিরলস ভাবে কাজ করে গেছে। শিশুদের যখন যেটা প্রয়োজন সেটা মিটিয়েছেন। বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হলে জেলা প্রশাসক মহোদয় দুই দলকেই তার অফিসে ডেকেনিয়ে মিষ্টিমুখ করান। জেলা প্রশাসক স্যারের কথায় উদ্বদ্ধ হয়ে ভালো খেলার প্রতিশ্র"তিদেন। জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে কেটস, ট্র্যাকসুট, জার্সী ইত্যাদি উপহার দেয়া হয়। শুর" হলো জাতীয় পর্যায়ের ক্যাম্পিং। ক্যাম্পিং চলাকলে খবর এল জাতীয় পর্যায়ের খেলা আগামী ২৬ জানুয়ারী ২০১২ হতে শুর"। রিপোর্ট করতে হবে ২৪ জানুয়ারী ২৪ জানুয়ারী সকাল ৮.০০ ঘটিকায় দুইদলকে বিদায় জানান বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় উপ পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা, উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা বৃন্দ। ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলার স্বপ্ন নিয়ে দু দল একই বাসে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় যাত্রা শুর" করল।

জাতীয় পর্যায়ের ১ম খেলায় ২৬ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। খেলা দেখতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোস্তাফিজার রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোস্তাইন বিলণ্ঢাহ, ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য, এস,এম, সি সভাপতি জনাব আবেদ আলী সহ সকল সদস্য মাঠে উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিতে থাকেন। মেয়েদের দল ২-১ গোলে স্বাগতিক ঢাকা বিভাগকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ওঠে। দলে র"খসানা ২টি গোল করেন এবং তার খেলা দেখে সাবই তাকে মেসী বলে ডাকতে থাকে। মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন মহোদয় ৩০০০/- টাকা মিষ্টি খেতে দেন।

ছেলেদের খেলায় রাজশাহী দলের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হলেও মাঠের সকল দর্শকের কাছে ভাল খেলার প্রশংসা পায়। যদিও টুর্নামেন্টটি ছিল অনুর্ধ ১২ বছরের কিন্তু শারীরিক গঠন দেখে মাঠে উপস্থিত নিরপেক্ষ কোন দর্শকেই রাজশাহী দলের খেলোয়াড়দের বয়স ১২ বছরের মধ্যে মনে করেন নাই। পরবর্তীতে রাজশাহী দল যখন পুরস্কার নিতে যান তখন তখন এটিএন বাংলার প্রতিনিধি বলেছিলেন আগামীতে বয়সের ব্যাপারটি যেন কর্তৃপক্ষ গুর"ত্ব সহকারে দেখেন।

বয়সের কাছে হারমেনে ছেলেদের যাত্রা থেমে গেলেও মেয়েদের যাত্রা চলতেই থাকে। ২৯ জানুয়ারী ২০১২ মেয়েদের স্বপ্ন পূরণের দিন। আজ তারা ঢাকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলবে। খেলার আগের দিন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রংপুর জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত উপপরিচালক ড. জয়নুল আবেদীন ছাড়াও আরও অনেকে দলের সাথে দেখা করে দলকে উৎসাহ দিতে থাকেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সার্বক্ষনিক দলের সাথে ছিলেন। সেমিফাইনালে তারা সিলেটে জেলা দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে প্রথম বারের মতো ফাইনালে ওঠে। খেলায় সিলেট জেলা দল রংপরের মেয়েদের কাছে পাত্তাই পায় নাই। খেলায় রোখসানা প্রতিপক্ষের ৫ জন খেলোয়াড় কে ডজ দিয়ে সুন্দর একটি গোল করেন। যা দেখে উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আ স স ম আরেফীন সিদ্দিক স্যার তাকে ম্যারাডোনার সাথে তুলনা করেন।

ফাইনাল খেলার আগের দিন সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্রীড়াপলণ্টীতে মেয়েদের সাথে দেখা করেন। তিনি মেয়েদেরকে মিষ্টি খাওয়ান। তাদের খোঁজ খবর নেন। তারা যেন ফাইনালে সুন্দর ফুটবল উপহার দেন এই প্রত্যাশা করেন। রংপুরের দলও তাকে ফাইনাল খেলা দেখার জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াসে অমন্ত্রণ জানায় এবং ভাল খেলার কথা বলে।

ফাইনাল খেলায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম পরিপূর্ণ। সুন্দর করে মাঠ সাজানো। ফাইনাল খেলা দেখার জন্য মাঠে উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. আফসারুল আমীন ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন। উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, জেলা প্রশাসক, রংপুর প্রমূখ। খেলাটি এটিএন বাংলা সরাসরি প্রচার করে। এতে বাংলাদেশ ও বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবল প্রেমী মানুষ খেলাটি উপভোগ করেন। মাঠে রংপুর খুব ভালো খেলা প্রদর্শণ করলেও গোলবার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনটি শট গোলবারে লেগে ফিরে আসে। একটি ন্যায্য গোল বাতিল হয়ে যায়। খেলায় যদিও রংপুরের মেয়েরা ২-০ গোলে পরাজিত বহু দেশ বিদেশের অনেকেই বিভিন্ন মাধ্যমে দলকে অভিনন্দনের বার্তা পাঠাতে থাকে সুন্দর ফুটবল খেলার জন্য। তারা বলে রংপুর দলই চ্যাম্পিয়ন কারণ রংপুর বিভাগই এক মাত্র দল যারা খেলোয়াড়দের বয়সের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ছিল।

রংপুরের রোখছানা বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার হিসেবে গোল্ডেন বুট পান সেই সাথে সে টুর্ণামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসাবেও পুরস্কার পান। হাতে ওঠেনি রোল অব অনারে নাম খোদাই করা থাকবে না কিন্তু এই প্রাপ্তি গুলোই বা কম কী, কোটি কোটি ফুটবল প্রেমীর মন জয় করতে পেরেছে যে দল তারা তো একদিকে বিজয়ীই। ফাইনালে হারলেও মানুষের হৃদয় তো ঠিকই জয় করতে পেরেছিলেন রংপুর এর ক্ষুদে ফুটবলাররা। রংপুর জেলার ফুটবল ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় ১৯৭৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হেরে রানার আপ হয়েছিল। এরপর জাতীয় পর্যায়ে রংপুর জেলার এ বছরের সাফল্য।

❖ রংপুর সদরের উল্লেখ্যযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ :

১। পাগলাপীর স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর সদর, রংপুর।
২। হরিদেবপুর স্কুল উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর।
৩। চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর।
৪। মমিনপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, রংপুর সদর, রংপুর।
৫। শাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর।
৬। জানপুর মুন্সিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর।
৭। পালিচড়া এম. এন উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর।
৮। তদমতলী দাখিল মাদরাসা, রংপুর সদর, রংপুর।
৯। উত্তর খলেয়া হাজিপাড়া দাখিল মাদরাসা, রংপুর সদর, রংপুর।
১০। ধনতলা আর ইউ স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর সদর, রংপুর।

১.৩ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য :

উপজেলা পরিষদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এই সীমাবদ্ধ সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক এবং সঠিক ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। কারণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্পদের দক্ষ ব্যবহার করা সম্ভব। উপজেলা পরিষদের এলাকায় বর্তমানে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত, অহস্থান্তরিত এবং অন্যান্য বিভাগ/সংস্থাসমূহ তাদের বিভাগীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় না হওয়ার কারণে কার্যক্রমের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা পরিকল্পিত হচ্ছে না। ফলে সম্পদের সুষ্ঠ ও অগ্রাধিকার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে না।

বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উপজেলা পরিষদের সকল স্টেকহোল্ডারদের অর্থাৎ হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত, অন্যান্য বিভাগ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ, কার্যক্রম এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সমন্বীত করে উপজেলা ভিত্তিক সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যে এই 'তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই' প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.৪ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের পদ্ধতি :

সম্ভাব্য সকল স্টেকহোল্ডাদেরকে সম্পৃক্ত করে তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতকগুলো ধাপ অনুসারে করা হয়েছে।

প্রথমতঃ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের জন্য রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগের প্রধানগণের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটিকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে খাতভিত্তিক সমস্যা বিশেণ্ডষণ ও অগ্রাধিকার নিরূপনের মাধ্যমে খাতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর পরিকল্পনা কমিটি স্থায়ী কমিটিসমূহের নিকট থেকে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনার আলোকে একটি সমন্বিত খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে।

তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদ সকল হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য বিভাগের প্রধানদের উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে তাদের বিভাগীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিটি উপরোক্ত বিভাগসমূহের বিভাগীয় তথ্য ও পরিকল্পনার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের খসড়া সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করেছে।

চতুর্থতঃ উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় পরিকল্পনা কমিটি খসড়া তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই উপস্থাপন করে। সভায় অংশগ্রহনকারীগণ খসড়া তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই নিয়ে আলোচনা এবং তাদের মতামত প্রদান করে। সবশেষে উপজেলা পরিষদ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বইটি চূড়ান্ড় অনুমোদন করেন।

১.৫ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা :

রংপুর সদর উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে এই পরিকল্পনা বই-এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই-এর উলেণ্ডখযোগ্য অংশ হল হস্ড়ান্ড়রিত, অহস্ড়ান্ড়রিত এবং অন্যান্য সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্ড়ারিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেই তথ্যের বিশেণ্ডষণ করা। কিন্তু বাস্ড়বতা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগের তথ্যের ঘাটতি এবং বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্ড়ারিত তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিভাগসমূহের আগ্রহ কম ছিল। এমতাবস্থায়, পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুযায়ী সকল বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যও সময়মত পাওয়া যায় নি।

উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ হস্ড়ান্ড়রিত, অহস্ড়ান্ড়রিত এবং বিভাগসমূহকে পরিকল্পনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করা একটি সময়-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া কিন্তু এই পরিকল্পনা বই তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়নি।

পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত অনেক প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাদের বর্তমান কার্যক্রম প্রদানের ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কথা উলেণ্ডখ করেছে। ফলে সঠিক সময়ে তাদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপজেলা পরিষদের তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের সাধারণ তথ্যাবলি :

১। **আয়তন ঃ**

মোট আয়তন	ঃ	১৪৭.০৪ বর্গ কিঃ মিঃ।
নামকরণ (সংক্ষেপে)	ঃ	রংপুরের নামকরণ নিয়ে প্রচলিত মতামত সম্পর্কে আজ পর্যন্ড় বহু ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রংপুর বা রঙ্গপুর শব্দটি ফারাসী অর্থে রঙ্গে পূর্ণ। এতে রঙ্গপুরের যে প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে তা অনস্বীকার্য। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী প্রায়গতোষিক অধিপতি রাজা ভগদত্তের উদ্যান যা রঙ্গ মহল অবস্থানের জায়গাটিই রঙ্গপুর নামে অভিহিত ছিল। উক্ত বিবরণ অনুযায়ী ঘাঘট নদীর তীরে রাজা ভগদত্তের রঙ্গমহলের নামানুসারে রঙ্গপুর বা রংপুর নামকরণ হয়েছে বলে সকলের অভিমত। ঐতিহাসিক রংপুরের সূচনা ধরতে গেলে মুসলিম বঙ্গ বিজয়ী বখতিয়ার খিলজীর কাল থেকে ধরা হয়।
২। **লোক সংখ্যা**	ঃ	২,০৪,৪৬৫ জন (জুলাই/১৪ মাসের জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী)।
প্রধান পেশা	ঃ	কৃষি নির্ভর। পাশাপাশি শিল্প ও বাণিজ্য রয়েছে।
মোট ভোটার সংখ্যা	ঃ	১০৯১১৪ জন
পুরুষ	ঃ	৫৪৫৩২ জন
মহিলা	ঃ	৫৪৫৭২ জন
নদ- নদী	ঃ	ঘাঘট নদী
দর্শনীয় স্থান	ঃ	১) ভিন্ন জগৎ ২) তিস্ড়া সেচ খাল
বৃষ্টিপাত (সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও গড়)	ঃ	সর্বোচ্চ জুন' ২০১০, ৬৪৮.২ মিলিমিটার (২৩দিন) সর্বনিম্ন ফেব্রুয়ারী' ২০১০, ট্রেস গড়- ২১৯.৪৫

২.২ হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য :

❖ **স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ঃ**

ক্র/ নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২টি
২	পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৫
৩	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৭ টি
৪	ইপিআই আউট রিচ সেন্টার	৯৬ টি
৫	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৩২টি

❖ **কৃষি বিষয়ক তথ্য ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	কৃষি বণ্টক	১৫টি
২	আবাদী জমি	১৪০৬২ হেক্টর
৩	সম্প্রসারণ কেন্দ্র	৫টি
৪	বিএস কোয়ার্টার	৩টি
৫	এক ফসলী জমি	৪১২ হেক্টর
৬	দুই ফসলী জমি	৭৫২০ হেক্টর
৭	তিন ফসলী জমি	৬৫৩০ হেক্টর
৮	চার ফসলী জমি	০ হেক্টর
৯	ফসলের নিবিড়তা	২৪৮%

১০	কৃষি পরিবার+অন্যান্য	২১১১২ টি

❖ **কৃষি পণ্য সংক্রান্ত ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	কীটনাশক ডিলার	১২৫ জন
২	রাসায়নিক সার ডিলার	৭ জন
৩	খুচরা সার বিক্রেতা	২৪ জন
৪	বীজ ডিলার	১৬ জন

❖ **সেচ সংক্রান্ত ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	গভীর নলকুপ	বিদ্যুৎ-২১, ডিজেল-০২টি
২	অগভীর নলকুপ	বিদ্যুৎ-১২৪, ডিজেল-৫৪৮০টি
৩	সেচকৃত জমি	১৪০৬২ হেক্টর
৪	নলকুপ সংখ্যা	-
৫	তারা পাম্প	-

❖ **প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের তথ্য ঃ**

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	ঈদগাহ সংখ্যা	৫৯টি
২	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)	৪২ টি
৩	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)	নাই
৪	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টিআর)	৫৯০টি
৫	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইজিপিপি	১১০ টি
৬	সেতু/কালভার্ট প্রকল্প	০৪ টি
৭	ভিজিএফ কর্মসূচী	১৫,৪৫৬ জন
৮	শীত বস্ত্র বিতরণ ও ঢেউটিন বিতরণ	১,১৬৭ পিছ কম্বল, ৬২বান্ডিল ঢেউটিন

❖ **মৎস্য বিভাগের তথ্য ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	খাস পুকুর	৭টি
২	ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর	১৪৭৮টি
৩	বিল	০৪টি
৪	নদী খন্ড	০১টি
৫	গড় মৎস্য উৎপাদন	৪৩৭.০০ মে.টন
৬	মৎস্য চাহিদা	২১৭২.০০ মে.টন
৭	মৎস্য সরবরাহ	৪৩৭.০০ মে.টন
৮	মৎস্য ঘাটতি	১৭৫৪.০০ মে.টন
৯	মৎস্য পোনা চাহিদা	১,২৫,০০০টি
১০	মৎস্য পোনা সরবরাহ	১,৪০,০০০টি
১১	মৎস্য পোনা ঘাটতি	০০
১২	বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারী	১টি
১৩	মৎস্য নার্সারী	১২টি
১৪	মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা	৭টি
১৫	মৎস্যজীবীর সংখ্যা	৬২৫জন

❖ **প্রাণি সম্পদ বিভাগরে তথ্যঃ**

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	পশু চিকিৎসালয়	০১টি
২	প্রজনন উপকেন্দ্র	০১টি
৩	গরু	১০২৬৫০টি
৪	মহিষ	৫২টি

৫	ছাগল	৬২৪২৫টি
৬	ভেড়া	২২৬৪০টি
৭	গাভীর খামার	২৯৮টি
৮	ছাগলের খামার	৩৯টি
৯	ভেড়ার খামার	১৭টি
১০	মুরগির খামার	১৬৫টি
১১	মুরগির সংখ্যা	৪,৯২,৬০০টি
১২	মুরগির হ্যাচারী	১৬৮টি
১৩	হাঁস মুরগির খামার (বেসরকারী)	১৭৪টি
১৪	এ. আই পয়েন্ট	১৩টি
১৫	প্রাণিসম্পদ কল্যাণ কেন্দ্র	০৪টি

❖ এলজিইডি বিষয়ক তথ্য ঃ

ক্র/নং	তথ্য	রাস্ড়ার সংখ্যা	রাস্ড়ার মোট দৈর্ঘ্য	পাকা কিঃমিঃ	এইচবিবি কিঃমিঃ	কাঁচা	কালভার্ট ব্রীজ
১	উপজেলা রাস্ড়া	২৭	২১৯.৪৬	১৩৮.২৮	১১.২০	৬৯.৯৮৩	৩৫৩
২	ইউনিয়ন রাস্ড়া	৩২	১৭৭.২৮	৩০.২৫	৩.৬০	১৪৩.৪৩	২৭২
৩	ভিলেজ রাস্ড়া টাইপ-এ টাইপ-বি	১৪৩ ৯৪	৪৬৭.৮৭ ১৬৯.৮২	২১.৯৪ ৬.৫২	২.৮১ ৬.০০	৪৪২.৮১ ১৫৭.৩০	৩০০ ১৪০
৪	অন্যান্য রাস্ড়া	–	–	–	–	–	–

❖ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তথ্য ঃ

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	প্রশিক্ষণ-১ অপ্রাতিষ্ঠানিক	০০
২	আত্মকর্মসংস্থান	৩৫৩২ জন
৩	ছাগল পালন প্রশিক্ষণ	২৪০ জন
৪	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	৪৩০ টি
৫	নেটওয়াকিং প্রজেক্ট	০০

❖ সমবায় বিভাগের তথ্য ঃ

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	কেন্দ্রীয় সমিতিরি সংখ্যা	০৪
২	প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতির সংখ্যা	৪৬
৩	প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমিতির সংখ্যা	১৪
৪	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির সংখ্যা	৭৩
৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা	০
৬	পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সংখ্যা	০১
৭	আশ্রায়ন সমবায় সমিতির সংখ্যা	০৪
৮	ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সংখ্যা	১১
৯	প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সংখ্যা	৬৭
১০	বণিক সমবায় সমিতি লিঃ এর সংখ্যা	০
১১	অন্যান্য সমিতির সংখ্যা	১৬৭

❖ উপজেলা শিক্ষা বিষয়ক তথ্য (মাধ্যমিক ও প্রাথমিক) ঃ

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৩
২	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২১
৩	উচ্চ বিদ্যালয়	১৪
৪	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩
৫	স্কুল এন্ড কলেজ	৮
৬	উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	৮
৭	বি এম কলেজ	০
৮	ডিগ্রী কলেজ	৩

৯	অনার্স কলেজ	০
১০	ফাজিল মাদ্রাসা	২
১১	আলিম মাদ্রাসা	০
১২	দাখিল মাদ্রাসা	১১

❖ **মহিলা বিষয়ক তথ্য ঃ**

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	মাতৃত্বকালীন ভাতা	২৫৪
২	ভিজিডি কর্মসুচি	২৬১৮
৩	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	০০
৪	যৌতুক বিরোধী উদ্বুদ্ধ করণ সভা	১৬
৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ	২৩
৬	বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন	৫৭০
৭	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	২৭৯

❖ **জনস্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ-১৬৩৫৪১, মহিল-১৫৬১৮৬
২	মোট খানা	৭১,৪৭৮ টি
৩	নিরাপদ পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা	৭১,৪৭৮টি
৪	মোট দরিদ্র খানা	২৪৩৪৩টি
৫	শুষ্ক মৌসুমে পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত	৯৪৮৫ টি
৬	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (খানা)	৩১৭৪০টি
৭	অস্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা(খানা)	২৯২০৪টি
৮	পাবলিক টয়লেট কয়টি	২৭টি
৯	মোট নলকুপের সংখ্যা (গভীর)	১২২৪টি
১০	মোট নলকুপের সংখ্যা (অগভীর)	৫১০৩১
১১	কতগুলো সক্রীয়	৫০৮২০
১২	নলকুপের গড় গভীরতা	২০০ফুট

❖ **সমাজসেবা তথ্য ঃ**

ক্র/নং	কর্মসুচির বিবরণ	উপকার ভোগীর সংখ্যা
১	বয়স্ক ভাতা	৭৬৮৭জন
২	বিধবা ভাতা	২৮১১জন
৩	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	৪১১জন
৪	প্রতিবন্ধী ভাতা	৭৫৮জন
৫	শিক্ষা প্রতিবন্ধী ভাতা ঃ প্রাথমিক স্তর মাধ্যমিক স্তর উচ্চ মাধ্যমিক স্তর উচ্চতর স্তর	 ৫০জন ১৪জন ৫জন ১
৬	আর ,এস ,এস	২০০০জন
৭	নিবন্ধনকৃত সেচ্ছাসেবী সংস্থা সক্রিয় সংস্থা নিক্রিয় সংস্থা	৬৩টি ৪০টি ২৩টি
৮	এতিমখানা	৭৩ জন
৯	প্রতিবন্ধী পূর্নবাসন	১৭০জন

২.৩ উপজেলা পরিষদের অহস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য :

❖ **আনছার ও ভিডিপি তথ্য ঃ**

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	ভিডিপি সদস্য/সদস্যা	১২৬৬৪জন

২	আনছার সদস্য/সদস্যা	৫৩৩জন

❖ **উপজেলা নির্বাচন অফিসের তথ্য ঃ**

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	ভোটার তালিকা, নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আইডি কার্ড প্রস্তুত	৪৭৩৭৩৬ টি
২	মোট ভোটার (পুরুষ-২৩৯৫৩০, মহিলা-২৩৪৭০১)	৪,৭৪,২৩১টি

❖ **উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্যঃ**

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১১ টি
২	মোট খাস জমির পরিমাণ	৮৪৪.৪০৫০ একর
৩	মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ	৭৩.৯৭ একর
৪	মোট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ	২২২.৫০ একর
৫	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ	৪৭৬.৬১৫০
৬	বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাস জমির পরিমাণ	৭১.১২ একর
৭	বন্দেবস্তকৃত অবশিষ্ট কৃষি খাস জমির পরিমাণ	৭৩.৯৭ একর
৮	বন্দোবস্তকৃত অবশিষ্ট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ	২২২.৫০ একর
৯	জলাশয়/জলমহাল উন্মুক্ত-১৯ টি,বদ্ধ-২৫টি	৪৫ টি
১০	মোট খাস পুকুরের সংখ্যা	২৫ টি
১১	আবাসনের সংখ্যা	৫টি
১২	মোট আদর্শ গ্রামের সংখ্যা	৫ টি

❖ **খাদ্য বিষয়ক তথ্য ঃ**

ক্র/ নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	খাদ্য চাহিদা	৪৩,০০০ মে.টন
২	খাদ্য উৎপাদন	৭০,০০০ মে.টন
৩	উদৃত্ত খাদ্য	২৯,০০০মে.টন
৪	সরকারি খাদ্য গুদান	১টি
৫	খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা	১৫০০মে.টন

২.৪ রংপুর সদর উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদসমূহের প্রাথমিক তথ্যাদি :

ক. মমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তথ্য :

ক্র/নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	মমিনপুর ইউনিয়ন
০২	আয়তন (বকিমি)	২৭.২১ বর্গ কিঃমিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	৮টি
০৪	খানার সংখ্যা	৮৭৩৪
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৮
০৬	জলমহালের সংখ্যা	২
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৩৮৩৯জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	–
০৯	স্বাক্ষরতার হার	–
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	৩৩৮৩৯
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	জনাব আঃ জমির উদ্দিন প্রামানিক
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এস .এস .সি
১৩	প্রথম সভার তারিখ	৮/০৮/১১
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৮ টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৭টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	১টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৫,০০,০০০

২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	০০
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৩৫৮০৩
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৩১১০৩
২৩	বার্ষিক বাজেট	৪৪,৮৪,৫৪৭

খ. চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তথ্যঃ

ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	চন্দনপাট ইউনিয়ন
০২	আয়তন (বকিমি)	১০.৫৫ বর্গ কিঃমিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	১০টি
০৪	খানার সংখ্যা	৮২৫৫
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৫টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	২টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৪,২০৪জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	২১৭৫৮জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	–
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	৪১৯৪৬জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এস, এস, সি
১৩	প্রথম সভার তারিখ	২৫/০৩/২০০৩
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৬টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	৫টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	৪৮০৯৯০
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	–
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	৩৫৮৩৪.৭০
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৩৪০৫০.৭০
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,২২,০৮,৩১০

গ. হরিদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্যঃ

ক্র/নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	হরিদেবপুর
০২	আয়তন (বকিমি)	৭২০৯ একর
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	১৩টি
০৪	খানার সংখ্যা	৮৮৭৪টি
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৩টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	৩টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৩৬২৩৯ জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	২৩৭৯০ জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৪৭.০৩ জন
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	৪৪০৫৮জন (৩০/০৪/১৪খ্রিঃ)
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ জাহিদ হোসেন লিখন
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বি.এ.স্নাতক
১৩	প্রথম সভার তারিখ	১৭/০৩/২০০৪ ইং
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৮টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	১টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	১,৯০,৫০০/- ১৩/১৪ সাল
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৪০৮৭০/- ১/০৭১৩-৩০/০৪/১৪ইং
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	১,৩৩,৫২৫/- ১/৭/১৩-৩০/৪/১৪ ইং

২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	১,৩০,৩৮০/- ১/৭/১৩-৩০/৪/১৪ইং
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,৪৮,০৬,৪৬২/- ২০১৩/২০১৪ ইং

ঘ. সদ্যপ্স্করিনী ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্যঃ

ক্র/নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	সদ্যপুষ্করণী ইউনিয়ন
০২	আয়তন (বকিমি)	৩৭.৬৭ বর্গ কিঃমিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	১৪টি
০৪	খানার সংখ্যা	১০০৯২
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৫টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	২টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	৪৭৬১৩জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	২৫১৯৬ জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৫০%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	৫১৯৬৮ জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অষ্টম শ্রেণী
১৩	প্রথম সভার তারিখ	০৮/০৪/২০০৩
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৯টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৯টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	২টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	১,৮০,০০০
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	১৬,১৫০
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	১,০৯,১১৮
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	৮৮,৩৭০
২৩	বার্ষিক বাজেট	১,৯১,৫০,০৭৫

ঙ. খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাধারন তথ্য :

ক্র/নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	ইউনিয়নের নাম	খলেয়া ইউনিয়ন
০২	আয়তন (বকিমি)	২৪.০৭ বর্গ কিঃমিঃ
০৩	গ্রামের/মৌজার সংখ্যা	৬টি
০৪	খানার সংখ্যা	৬৩২১
০৫	হাট বাজারের সংখ্যা	৩টি
০৬	জলমহালের সংখ্যা	১টি
০৭	মোট জনসংখ্যা	২৬৭৮৯জন
০৮	ভোটার সংখ্যা	১৮৬১১জন
০৯	স্বাক্ষরতার হার	৩১.১১%
১০	নিবন্ধনকৃত জন্ম সংখ্যা	৩২৪৫৮জন
১১	বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন খাঁন
১২	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এস, এস, সি
১৩	প্রথম সভার তারিখ	২৫/০৮/১১
১৪	ওয়ার্ড সংখ্যা	৯টি
১৫	সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০টি
১৬	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৮টি
১৭	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	৩টি
১৯	ট্যাক্স ধার্য (টাকা)	১,৮০,০০০/-
২০	ট্যাক্স আদায় (টাকা)	৭১,০০০/-
২১	নিজস্ব রাজস্ব আয়	১,৪৭,৬৪০/-
২২	নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়	১,৪৭,৬৪০/-
২৩	বার্ষিক বাজেট	৩৩,৫০,০০০/-

২.৫ অন্যান্য বিভাগসমূহের তথ্যাদি :

❖ **পল্লী দারিদ্র বিমোচন দপ্তরের তথ্য :**

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	সমিতি গঠন	১০ টি
২	পুরুষ সমিতি	০০
৩	মহিলা সমিতি	১০টি
৪	প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান	প্রতি অর্থ বছরে ৪টি
৫	নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন	০০
৬	গাভী পালন	৩৫জন
৭	ছাগল পালন	১০জন
৮	মৎস্য চাষ	১০জন
৯	হাঁস/মুরগি পালন	১৫জন
১০	প্যারাটেক	০০
১১	কর্মকর্তা/কর্মচারী ট্রেনিং	০৫জন
১২	অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠি পুঁজি গঠন	১৭৫ জন
১৩	ক্ষুদ্র সঞ্চয়	১৭৫জন
১৪	সোনালী সঞ্চয়	৪৬জন

❖ **বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (অত্র অফিসের আওতায় জমির ব্যবহার) ঃ**

ক্র/নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	মোট গভীর নলকূপ সংখ্যা	৯১ টি
২	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা	৫৭ কিঃ মিঃ
৩	খাবার পানি স্থাপনা নির্মাণ	১১ টি
৪	উৎপাদন উপযোগী ধান এর জমির পরিমাণ	১৬৭২ হেক্টর
৫	উৎপাদন উপযোগী আলুর জমির পরিমাণ	৪৭৫ হেক্টর
৬	উৎপাদন উপযোগী পাট এর জমির পরিমাণ	২০ হেক্টর
৭	উৎপাদন উপযোগী শরিষা জমির পরিমাণ	৫ হেক্টর
৮	উৎপাদন উপযোগী অন্যান্য জমির পরিমাণ	২০ হেক্টর
৯	ফলজ বাগান রাস্ড়ার পরিমাণ	৩০ কিঃমিঃ
১০	বনজ বাগান রাস্ড়ার পরিমাণ	১২ কিঃ মিঃ

তৃতীয় অধ্যায়

উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র

উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র

৩.১ উপজেলা পরিষদের বিগত ০২ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল :

ক্র:নং	বিভাগের নাম	২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪	
		রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন
১	উপজেলা পরিষদ	৫৬.৭৫	৯২.৮৪	২৩.৮৬	২৩৩.৪৪

৩.২ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বিগত ০৩ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি :

ক্র:নং	**বিভাগের নাম**	**২০১১-২০১২**		**২০১২-২০১৩**		**২০১৩-২০১৪**	
		রাজস্ব	**উন্নয়ন**	**রাজস্ব**	**উন্নয়ন**	**রাজস্ব**	**উন্নয়ন**
১	উপজেলা জন প্রশাসন	২০৪০০০০/-	০০	২০৩৪০০০/-	০০	২০৪০০০০/-	০০
২	উপজেলা যুব উন্নয়ন						
৩	উপজেলা মৎস্য বিভাগ	২৪৫৩৭৬৬/৯৯	০০	১৩১৮৬৮৬/৬৯	০০	১৩৬৬৫৫৭/-	০০
৪	উপজেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগ	২৫৫১১৯৯/-	০০	২৭৭৫৫৬০/-	০০	২৮৫০৫৮০/-	০০
৫	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	২৭৫৩৯৭৫৬/-	০০	২৮৫৫০৪৯০/-	০০	২৯০৮৩৫৬৮/-	০০
৬	উপজেলা মহিলা বিষয়ক বিভাগ	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৭	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	৩২২২৫৪৮/-	০০	৪৯৩০৩০০/-	০০	৬৬১৫০০০/-	০০
৮	উপজেলা প্রকৌশলী বিভাগ	৪৩৮২৮৩৬/-	০০	৪৮০০০০০/-	০০	৫৫০০০০০/-	০০
৯	উপজেলা কৃষি বিভাগ	১৮৮৭৭০০০/-	০০	১৮৭৫৩০০০/-	০০	১৯০০০০০/-	০০
১০	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ	৬৫৪৬৩৯/-	০০	৮০৬৩১২/-	০০	৮৩৫৪৪৮/-	০০
১১	উপজেলা সমাজসেবা বিভাগ	২৮৭১১১০/৯২	০০	২৯৪৪৪৮৬/-	০০	৩০৪৪৬৮৬/-	০০
১২	উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগ	২১৫১৮৩৭/-	০০	২২৬০০০০/-	০০	২৪৭০০০০/-	০০
১৩	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	৮৫৮০০০/-	০০	১০৯০০০০/-	০০	৩২২১৫৩০০/-	০০

ক্র:নং	বিভাগের নাম	২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪	
		রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন
১৪	উপজেলা স্বাস্থ্ ও পঃ পঃ বিভাগ	২৪০২৬১৩৭/-	০০	২৭০২০০০০/-	০০	৩,০০,০০০,০০/-	০০
১৫	উপজেল পলণ্টী উন্নয়ন বিভাগ	০০	০০	০০	০০	০০	০০
১৬	উপজেলা বন ও পরিবেশ বিভাগ	০০	০০	০০	০০	০০	০০
১৭	উপজেলা সমবায় বিভাগ	৯০৭৫৯১	০০	৯২৪৪৭৬/-	০০	৯২৫৫৮৪/-	০০

“উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়-এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	উপকার ভোগীর সংখ্যা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	২০১১-২০১২		উপকার ভোগীর সংখ্যা	২০১২-২০১৩		উপকার ভোগীর সংখ্যা	২০১৩-২০১৪	
					প্রাপ্তি	ব্যয়		প্রাপ্তি	ব্যয়		প্রাপ্তি	ব্যয়
১	২	৩	৪	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১	দরিদ্র মা'র মাতৃত্ব ভাতা	জিওবি	২৭৫	৩১৯	১৩,৩৯,৮০০/-	১৩,৩৯,৮০০/-	৩১৯	১৩,৩৯,৮০০/-	১৩,৩৯,৮০০/-	৩১৯	১৫৩৯৮০০	১৫৩৯৮০০
০২	ভিজিডি কর্মসূচি	জিওবি	১৫১০	২২৫১	৮১০ মেঃ টণ	৮১০ মেঃ টণ	২২৫১	৮১০ মেঃ টণ	৮১০ মেঃ টণ	২২৫১	৮১০	৮১০
০৩	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	জিওবি	৫০	২০০	২,২০,০০০/-	১,৮১,৮০০/-	২০০	২,৬৪,০০০/-	২,১৯,৫২০ /-	২০০	২৬৪০০০	২৬৪০০০
০৪	যৌতুক বিরোধী সচেতনতার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা	জিওবি	৫০০	৬০০	-	-	৬৫০	-	-	৬৫০	-	-
০৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম	জিওবি	৪০০	৫৫০	-	-	৬০০	-	-	৬০০	-	-
০৬	বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন	জিওবি	৪২০	৫৬০	৩,৪০,০০০/-	৩,৪০,০০০/-	৭৭০	৪,৬০,০০০/-	৪,৬০,০০০/-	৭৭০	৪৬০০০০	৪৬০০০০
০৭	ঋণ বিতরণ	জিওবি	৩১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-

উপজেলা প্রকল্প বাস্বায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়-এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১			২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩			২০১৩-২০১৪		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	গ্রামীণ অবকাঠামো	জিওবি	১১৯৭ জন	২৬৮.০০০ মেঃটন	২৬৮.০০০ মেঃটন	৪৩৮৬ জন	৯৮২.৪৮২ মেঃটন	৯৮২.৪৮২ মেঃটন	১৭৬০ জন	৩৯৪.০০০ মেঃটন	৩৯৪.০০০ মেঃটন	১৫০০ জন	২৪৯.৯৫৪ মেঃটন	২৪৯.৯৫৪ মেঃটন

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১			২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩			২০১৩-২০১৪		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
	সংস্কার (কাবিখা)													
২	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)	জিওবি	১৭৪৩ জন	৯৭.৬০ লক্ষ টাকা	৯৭.৬০ লক্ষ টাকা	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৩	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর)	জিওবি	৪৮০০ জন	৭৪০.৭৮৯ মেঃটন ও ১৩৪.২২ লক্ষ টাকা	৭৪০.৭৮৯ মেঃটন ও ১৩৪.২২ লক্ষ টাকা	৫০৫০ জন	১২৮১.৭৬৯ মেঃটন	১২৮১.৭৬৯ মেঃটন	৬০০০ জন	১১২৭.০০০ মেঃটন	১১২৭.০০০ মেঃটন	৫৮০০ জন	১১০৪.০০০ মেঃটন	১১০৪.০০০ মেঃটন
৪	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী (ইজিপিপি)	জিওবি	১২৫৩৪ টি	৮৩৭.৩৯৮ লক্ষ টাকা	৭৭৭.১০০ লক্ষ টাকা	১১৯৫৯ টি	৯৩২.৩৪৪ লক্ষ টাকা	৯২৫.৪৫৯ লক্ষ টাকা	৩০৮২ টি	২৪৪.৯৪৬ লক্ষ টাকা	২৪২.৯৬৯ লক্ষ টাকা	১৭৬৫ টি	১৫৮.২৭২ লক্ষ টাকা	১৫৭.৪৭২ লক্ষ টাকা
৫	সেতু/কালভার্ট প্রকল্প	জিওবি	১২,০০০ জন	১৭.২৭ লক্ষ টাকা	১৭.২৭ লক্ষ টাকা	১৫,০০০ জন	৪৩.৭৮ লক্ষ টাকা	৪৩.৭৮ লক্ষ টাকা	১৯,০০০ জন	৮৫.৬১৫ লক্ষ টাকা	৮৫.৬১৫ লক্ষ টাকা	২৫,০০০ জন	৬৯.১১ লক্ষ টাকা	–
৬	ভিজিএফ কর্মসুচী	জিওবি	৪১,৯৬৮ জন	৫৭৪.৬৮০ মেঃটন	৫৭৪.৬৮০ মেঃটন	৩৭,৪০০ জন	৩৭৪.০০০ মেঃটন	৩৭৪.০০০ মেঃটন	১৫,৪৫৬ জন	১৫৪.৫৬০ মেঃটন	১৫৪.৫৬০ মেঃটন	১৫,৪৫৬ জন	১৫৪.৫৬০ মেঃটন	১৫৪.৫৬০ মেঃটন
৭	শীত বস্ত্র বিতরণ	জিওবি	১০২০ জন	১০২০ পিচ	১০২০ পিচ	১৮০০ জন	১৮০০ পিচ	১৮০০ পিচ	১১৫৭ জন	১১৫৭ পিচ	১১৫৭ পিচ	১৫১৮ জন	১৫১৮ পিচ	১৫১৮ পিচ
৮	ঢেউটিন বিতরণ	জিওবি	৩২ পি পরিবার	৩৪ বান্ডিল	৩৪ বান্ডিল	৫৩ টি পরিবার	৫৮ বান্ডিল	৫৮ বান্ডিল	৪৪ টি পরিবার	৬২ বান্ডিল	৬২ বান্ডিল	৪০ টি পরিবার	৪০ বান্ডিল	৪০ বান্ডিল

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়

ক্র/নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
			২০১০-২০১১			২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩			২০১৩-২০১৪		
১.	ইপিআই লজিষ্টিক	জাতীয় পর্যায়	৭২১৬	জাতীয় পর্যায়	জাতীয় পর্যায়	৭০৭৪	জাতীয় পর্যায়	জাতীয় পর্যায়	৭৭৫২	জাতীয় পর্যায়		৭৯১২	জাতীয় পর্যায়	
২.	ইপিআই লজিষ্টিক	”	২৫৭০	ই,পি আই সদর দপ্তর ঢাকা হতে সরবরাহ		২৭৯৯	ই,পি আই সদর দপ্তর ঢাকা হতে সরবরাহ		৩৬৫০	ই,পি আই সদর দপ্তর ঢাকা হতে সরবরাহ		৩৮৭৭	ই,পি আই সদর দপ্তর ঢাকা হতে সরবরাহ	
৩.	ইপিআই ভ্যাকসিন	”	৭২১৬	ই,পি আই সদর দপ্তর ঢাকা হতে সরবরাহ		৭০৭৪	ই,পি আই সদর দপ্তর ঢাকা হতে সরবরাহ		৭৭৫২	ই,পি আই সদর দপ্তর ঢাকা হতে সরবরাহ		৭৯১২	ই,পি আই সদর দপ্তর ঢাকা হতে সরবরাহ	
৪.	ইপিআই ভ্যাকসিন	”	২৫৭০	”	”	২৭৯৯	”	”	৩৬৫০			৩৮৭৭	”	”
৫.	পলণ্টী/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেণ্ডক্স মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	রাজস্ব উন্নয়ন	৯১০০০	সিএম এম ইউ	সিএম এম ইউ		সিএম এম ইউ	সিএম এম ইউ	৯৮০০০	সিএম এম ইউ	সিএম এম ইউ	১২২০০০	সিএম এম ইউ	সিএম এম ইউ
৬.	জেনারেটর/নতুন এ্যাম্বুলেন্স	”	৫৯০	নাই			নাই		৬৬০	নাই		৭২৮	নাই	
৭.	ডাক্তার/কর্মচারী কোয়ার্টার মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণ	”	৭০	নাই			নাই		৮০	নাই		৮৫	নাই	
৮.	বর্হিবিভাগ রোগীর সংখ্যা	”	৭৬২৩০	নাই			নাই		৭৯৭৫০	নাই		৮১৪৭৩	নাই	
৯.	জর“রী বিভাগ	”	৪৯৯৮	নাই			নাই		৫৪২০	নাই		৫৭৮৮	নাই	

ক্র/নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
			২০১০-২০১১			২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩			২০১৩-২০১৪		
	রোগীর সংখ্যা													
১০.	আন্ড় বিভাগ রোগীর সংখ্যা	”	৪৫৭৯	নাই			নাই		৫০১৫	নাই		৫২৩৮	নাই	

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়-এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	প্রশিক্ষণ	সরকারী	২৭২ জন	–	–	১৯৩ জন	–	–	১৭৫ জন	–	–	২৭৫ জন	–	–
২	যুব ঋণ বিতরণ	সরকারী	২৬জন	–	১১৮৯০০০.০০ (ঘূনায়মান তহবিল হতে বিতরণ)	২২জন	–	১০৫০০০০.০০ (ঘূনায়মান তহবিল হতে বিতরণ)	২৪জন	–	১১৯৫০০০.০০ (ঘূনায়মান তহবিল হতে বিতরণ)	৩০জন	–	১৩৪৫০০০/- (ঘূনায়মান তহবিল হতে বিতরণ)
৩	আত্মকর্মীর সংখ্যা	সরকারী	২৪২ জন	–	–	১৯৩ জন	–	–	৫০ জন	–	–	৭০ জন	–	–
৪	যুব সংগঠনের তালিকা	সরকারী	১০টি	–	–	০৫টি	–	-	০৩ টি	–	–	০২ টি	–	–

উপজেলা সমবায় বিভাগ এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয় ঃ

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	সমবায় সমিতির নিবন্ধন	সমিতি	৬০৯	৬৩০০	৬৩০০	১১৭০	১৩৫০০	১৩৫০০	১৫৫০	১৫০০০	১৫০০০	১৬৫০	১৫৫০০	১৫৫০০
২	সমবায় সমিতির অডিট কার্যক্রম	–	২৩৯টি	–	–	২৭২টি	–	–	৩৩৮টি	–	–	৩৪২টি	–	–
৩	সমবায় সমিতির পরিদর্শন	–	৩৫	–	–	৬০টি	–	–	৬০	–	–	৬৫	–	–
৪	সমবায় সমিতির তদারকী	–	১৬	–	–	১১১	–	–	১১১	–	–	১১৫	–	–
৫	সমবায় সমিতির প্রশিক্ষণ	সমিতি	৩১৫	–	–	৪১০	–	–	৫২৬	–	–	৫৩৬	–	–

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়

১	প:প:: স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ/মহিলা)	উন্নয়ন/ জিওবি	২৮৭৭	১৬৮,৩৮২৫৫/-	১৬৭,৯২২৬৫/-	৩০৮১	১৮০১১১৬৯/-	১৭৯৬৫৫১৫/-	৩২০৮	১৬৫৯৩০৩০/-	১৬২৪১৯০৮/-
২	ইমপ্লান্ট প্রয়োগ দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি	,,	১৪০৭			১৫৪৪			১৬৩২		
৩	আই ইউ ডি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি	,,	৫৯৪			৬২৩			৬৭০		
৪	অস্থায়ী প্দ্ধতি খাবার বড়ি, কনডম. ইনজেকটেবলস	,,	৪০৭৬৪			৪৩২৮৪			৪৫০২৮		

উপজেলা কৃষি অফিস এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি আরএপি জিওবি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধ করণ, ভ্রমণ, কৃষি মেলা	এনএ টিপি	২২০০	১৩৯৪৫০০/-	১৩৯৪৫০০/-	২২০০	১১১৯৪০০/-	১১১৯৪০০/-	২২০০	৯৫৮৭০০/-	৯৫৮৭০০/-	২২০০	৮০০০০০/-	৮০০০০০/-
				৩৮১৬০/-	৩৮১৬০/-		-	-		-	-		-	-
২	প্রদর্শণী প্রশিক্ষণ	বৃহত্তর রংপুর কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০	২৪৬৭৫/-	২৪৬৭৫/-	৭০০	৩১৭২৫০/-	৩১৭২৫০/-	৩৫০	১০৫৩৪৫/-	১০৫৩৪৫/-	-	-	-
				৮৯৬৭৯/-	৮৯৬৭৯/-		৮৪৫০০/-	৮৪৫০০/-		-	-		-	-
৩	এলএফএস প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ, উদ্বুধ্ধকরণ, ভ্রমণ, কৃষি মেলা, সিড ভিলেজ	ই এ পি পি	-			৩৫০	৫৩৬৩০০/-	৫৩৬৩০০/-	১১২৫	২৮৮৯২৫৭/-	২৮৮৯২৫৭/-	১৮০০	৩৫৫০৫০০/-	৩৫৫০৫০০/-
৪	প্রদর্শণী প্রশিক্ষণ	চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	৩৫০	জিওবি ৫১৬৭৯০/-	জিওবি ৫১৬৭৯০/-	৫০০	৬১৯১৫০/-	৬১৯১৫০/-	-	-	-	-	-	-
৫	প্রদর্শণী প্রশিক্ষণ	চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল, পিয়াজ বীজ উৎপাদন সংক্ষণ ও বিতরণ	৩০০	জিওবি ১৯৭৬৪৫/-	জিওবি ১৯৭৬৪৫/-	২৫০	১৩১৩০০/-	১৩১৩০০/-	-	১৩২৯০/-	১৩২৯০/-	-	-	-
৬	প্রদর্শণী প্রশিক্ষণ	খামার যান্ত্রিকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করণ প্রকল্প	১৫০	জিওবি ৫৫০৫০০/	জিওবি ৫৫০৫০০/	২০০	২৯৪৫০০/-	২৯৪৫০০/-	-	-	-	-	-	-
৭	প্রদর্শণী প্রশিক্ষণ	মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহার কর্মসূচী	৩০০	জিওবি ৫০৫০০/	জিওবি ৫০৫০০/	৫০০	৫২৫০০/-	৫২৫০০/-	-	-	-	-	-	-
৮	কৃষক মাঠ স্কুল	এগ্রিকালচার এক্সটেনশন কম্পোনেন্ট	৪৫০	আরএপি ৪৫৭৫৪৮/-	আরএপি ৪৫৭৫৪৮/-	৩৫০	৩৫৫৬২৭/-	৩৫৫৬২৭/-	৩৫০	৩৬২৩৬৭/-	৩৬২৩৬৭/-	-	-	-
				জিওবি ৫০০০/-	জিওবি ৫০০০/-		৩০০০০/-	৩০০০০/-		-	-		-	-

উপজেলা মৎস্য অফিস এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয় ঃ

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম	রাজস্ব	৪২৬	০.৮০	০.৮০	৪২৬	১.০০	১.০০	৮৫৭	১.৮৫	১.৮৫	৭৯০	২.০০	২.০০
২	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	রাজস্ব	২০	০.০৯৭০	০.০৯৭০	৪০	০.২২	০.২২	৪০	০.২২	০.২২	৪০	.২২	.২২
৩	বিল নার্সারী কার্যক্রম	রাজস্ব	–	–	–	২১	০.৫০	০.৫০	২১	০.৫০	০.৫০	-	-	-
৪	জাল বিনিময় কার্যক্রম	অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগনের দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	–	–	–	২১০	২.০	২.০	–	–	–	১৫০	২.৪	২.৪
৫	বিকল্প আয় বর্ধক কার্যক্রম	ঐ	২৫	১.৫	১.৫	৫০	৩.০	৩.০	–	–	–	-	-	-
৬	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	এনএটিপি	৪০২	২.৩১৬৯২	২.৩১৬৯২	–	–	–	৩৬০	১.৪৪	১.৪৪	৪৭৫	৪.৩৭	৪.৩৭
৭	প্রদর্শনী স্থাপন	ঐ	১১	১.৮১৫	১.৮১৫	–	–	–	২৪	২.৪	২.৪	-	-	-
৮	ছোট মাছের নার্সারী স্থাপন	চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প	–	–	–	০১	০.৪০	০.৪০	–	–	–	–	–	–
৯	অভয়াশ্রম স্থাপন	আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১২৫	৩.০	৩.০

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয় ঃ

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	আবর্তক ঋণ কর্মসুচী	বিআরডিবি	–	–	–	১০৪জন	–	১০.৫৪	৮৭জন	–	৭.১৪	৪৯জন	–	৩.০০
২	নিজস্ব তহবিল (মউ)	ইউসিসিএ	২৫জন	৬.৫৮	২.৫৮	৬৫ জন	৭.০০	৬.৬৮	৪৭ জন	৭.৪০	৬.০১	৩৭জন	৮.০০	৩.৯০

৩	ব্যাংক ঋণ (মউ)	সোনালী ব্যাংক	–	২০.০০	–	৮০জন	২০.০০	৮.৬৭	–	–	–	১১৪ জন	৩০.০০	২০.০০
৪	সদাবিক কর্মসূচি	বিআরডিবি	–	–	৪.৫৪	২৯ জন	–	–	–	–	–	৩৭জন	–	৩.৭০
৫	পল-ী প্রগতি প্রকল্প	,,	৭৫জন	–	১০.৬৬	৩৮জন	–	৬.৭৭	১৩জন	–	২.৬৪	২৭ জন	–	১.৪৫
৬	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	১৫জন	–	২.৩৫
৭	গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প	,,	–	–	–	৪০জন	–	২.৬৬	৮৩জন	–	৫.৮১	২৩জন	–	২.০৯
৮	পদাবিক	,,	৪৫৪জন	–	৩৯.৩৪	৭২৩জন	–	৮৭.২৭	৫৪৭জন	–	৭৪.২৬	৭১৭জন	–	১০৬.৪৮
৯	উহদকনিক	,,	–	–	–	–	–	–	১৫জন	৩.০০	৩.০০	১৫০জন	১৫.০০	১৮.০০
	মোট=	–	৫৪৫	২৬.৫৮	৫৭.৪০	১০৭৯জন	২৭.০০	১২২.৫৯	৭৯২জন	১০.৪০	৯৮.৮৬	১১৬৯জন	৫৩.০০	১৬০.৯৭

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়

ক্র: নং	বিষয়	২০০৮ অর্থ বছর	২০০৯-১০ অর্থবছর	২০১০-১১ অর্থ বছর	২০১১-১২অর্থ বছর	২০১২-১৩ অর্থ বছর	২০১৩-১৪ অর্থ বছর	মোট (লক্ষ টাকা)
১	প্রকল্প ইউনিয়নের সংখ্যা	–	–	০৪ টি	–	–	০১ টি	০৫
২	প্রকল্পভূক্ত সমিতির সংখ্য	–	–	২০ টি	১৬ টি	–	০৯ টি	৪৫
৩	উপকারভোগী সদস্যের সংখ্যা	–	–	১২০০ জন	৯৬০ জন	–	–	–
৪	উপকারভোগী সদস্যের সঞ্চয় জমার পরিমান	–	–	–	৩৮.৭৯	৫১.৮৪	৬.৮৬	৯৭.৪৯
৫	জমাকৃত সঞ্চয়ের বিপরীতে উৎসাহ সঞ্চয় প্রদান	–	–	–	৩৮.৭৯	৫১.৮৪	–	৯০.৬৩
৬	ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান	–	–	৭.২৭	৪২.০০	৫৪.০০	–	১০৩.২৭
৭	অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং সম্পন্ন	–	–	–	–	–	সম্পন্ন	–
৮	প্রকল্পভূক্ত সমিতির মোট তহবিল	–	–	৭.২৭	১১৯.৫৮	১৮৭.৬৮	৬.৮৬	২৯১.৩৯
৯	মোট ঋণ বিতরন	–	–	–	১৩.০০	১২৪.৬৮	৬৬.৩৩	২০৪.০১

১০	মোট ঋণ প্রকল্পের সংখ্যা	–	–	–	১৩০টি	১৩৯৪ টি	৫২৫ টি	২০৪৯
১১	মোট ঋণ আদায়	–	–	–	–	১০.৫২	২৭.৮২	৩৮.৩৪

উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয় এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয় ঃ

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	বয়স্ক ভাতা	সরকারী	৬৯৮৮	২,৫১,৫৬,৮০০/-	২,৫১,৫৬,৮০০/-	৬৯৮৮	২,৫১,৫৬,৮০০/-	২,৫১,৫৬,৮০০/-	৬৯৮৮	২,৫১,৫৬,৮০০০/-	২,৫১,৫৬,৮০০০/-	৭৬৮৭	২৭৬৭৩২০০/-	২৭৬৭৩২০০/-
২	বিধবা ভাতা	সরকারী	২৫৫৭	৯২,০৫,২০০/-	৯২,০৫,২০০/-	২৫৫৭	৯২,০৫,২০০/-	৯২,০৫,২০০/-	২৫৫৭	৯২,০৫,২০০/-	৯২,০৫,২০০/-	২৬৪৯	৯৫৩৬৪০০/-	৯৫৩৬৪০০/-
৩	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	সরকারী	৩০৭	৭৩,৬৮,০০০/-	৭৩,৬৮,০০০/-	৩০৭	৭৩,৬৮,০০০/-	৭৩,৬৮,০০০/-	৩০৭	৭৩,৬৮,০০০/-	৭৩,৬৮,০০০/-	৪১১	২৪৬৬০০০০/-	২৪৬৬০০০০/-
৪	প্রতিবন্ধী ভাতা	সরকারী	৬৮৮	২৪,৭৬,৮০০/-	২৪,৭৬,৮০০/-	৬৮৮	২৪,৭৬,৮০০/-	২৪,৭৬,৮০০/-	৬৮৮	২৪,৭৬,৮০০/-	২৪,৭৬,৮০০/-	৭৫৮	৩১৮৩৬০০/-	৩১৮৩৬০০/-
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি	সরকারী	৬৩	২,৭৩,০০০/-	২,৭৩,০০০/-	৬৩	২,৭৩,০০০/-	২,৭৩,০০০/-	৬৩	২,৭৩,০০০/-	২,৭৩,০০০/-	৭০	৩০৩৬০০/-	৩০৩৬০০/-
৬	স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান	সরকারী	২০	৮৮,০০০/-	৮৮,০০০/-	১৩	৮৮,০০০/-	৮৮,০০০/-	৮	৮০,০০০/-	৮০,০০০/-	১১	১১০০০০/-	১১০০০০/-
৭	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	সরকারী	৬৮	৫.৫০,২০০/-	৫.৫০,২০০/-	৭০	৮,৪০,০০০/-	৮,৪০,০০০/-	৭৩	৮,৭৬,০০০/-	৮,৭৬,০০০/-	৭৩	৮৭৬০০০/-	৮৭৬০০০০/-
৮	আর,এস,এস ঋণ	সরকারী	৪৭৭২	–	–	৪৮৯৭	–	–	৫০৩০	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৫১৭৪	৮০০০০০/-	-
৯	প্রতিবন্ধী ঋণ	সরকারী	–	–	–	০১	৫০০০/-	৫০০০/-	০২	১৭,৭০০/-	১৭,৭০০/-	৩০৭	১৭৬০০/-	৮৮০০/-

ক্র:নং	বিভাগের নাম	২০১০-২০১১		২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪		মন্তব্য
		রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	
১	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর	২৪,৮৪,৩০০	–	২৭,৮০,৩২০	–	২৮,৬০,৩১০	–	৩১,১১,৬২৪	–	–

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয় ঃ

ক্র:নং	কাজের বিবরণ		অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
				উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	নারী শিক্ষার মান উন্নয়ন/ ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান	মাধ্যমিক	জিওবি	৬২২০	৯৯৯৮৫৬০/-	৯৮৯৮৫০০/-	৭২১৫	৯৮৫৩৪০০/-	৯৭৫৩৪২০/-	৭০৬০ জন	১০৮৪০০০০/-	১০৭৩২৩২০/-	১০৫২৩	১৭৯৭৯৮০/-	১৭৯৭৯৮০/-
		উচ্চ মাধ্যমিক	জিওবি	১২৭৮	৪৯০৭৮৫০/-	৪৭৭০১৭০/-	১৩৯৮	৩৮৯৭৩১০/-	৩৭৮৫৬৭০/-	১৩১৭ জন	৩৭০১৭৪০/-	৩৬১০৬৬০/-	২৬৬০	৭২৫৪১২০/-	৭২৫৪১২০/-
		স্নাতক	জিওবি	–	–	–	–	–	–	১৯৫৪জন	১১৩৬৭৩৬০/-	১০৯৮১৪৮০/-	২৭২১	নাই	নাই
২	বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্ড়ক বিতরণ (মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা)		–	৩৪৬৪৬ জন	৪৫০৩৯২ কপি	৪৪০৪৯২ কপি	৪১৭৬০জন	৫৪২৮৪০ কপি	৫৩২০০০ কপি	৫৬০০৬জন	৭২৮০৮৬ কপি	৭২৬০৮৬ কপি	৭০৬০৫	৯২৩৫৬৪ জন	৯২৩৫৬৪ জন
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারনেটের আওতায় আনা/মাল্টিমিডিয়া ক্লাশর―ম		–	–	–	–	–	–		– ১২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০,০০০		–	১২০টি ৪০০০	-	-

								জন						
৪	প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	–	১৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩,৪০০ জন	–	–			৫৪২০ জন	৬১২৮ জন	–	–	৫৪ টি ১০০০০	-	-

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	গবাদি পশুর চিকিৎসা	বিভাগীয়	৩,৩২১	–	–	৩,৩৯৬	–	–	৫,১৯৪	–	–	৭,২৯২	–	–
২	পোল্ট্রি চিকিৎসা	বিভাগীয়	৩১,৭৪১	–	–	৩৯,২২৪	–	–	৫৪,৫৪৬	–	–	৫৩,৭০৪	–	–
৩	গবাদি পশুর টিকা	বিভাগীয়	৪২,০৪২	–	–	৫১,৯৫৬	–	–	৪১,৯০৬	–	–	৪৮,৯৮৪	–	–
৪	পোল্ট্রি টিকা	বিভাগীয়	৩,৪২,৫০০	–	–	৩,৯০,৮০০	–	–	৬,৬৯,৫০০	–	–	৭,৭৪,৪০০	–	–
৫	কৃত্রিম প্রজনন	বিভাগীয়	৮,৬৬৬	–	–	১২,২৬৬	–	–	১৩,২৮৪	–	–	১৩,৮৬৪	–	–
৬	ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	বিভাগীয়	৪১	–	–	৪৫	–	–	৫২	–	–	৫৫	–	–
৭	প্রশিক্ষন	বিভাগীয়	১,৩৬৭	–	–	৮৭১	–	–	৩৪৮	–	–	১,৫৭৪	–	–
৮	প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি প্রদর্শনী	বিভাগীয়	৮	–	–	১০	–	–	১২	–	–	১৫	–	–

উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয় ঃ

ক্র:নং	কাজের বিবরণ	অর্থের উৎস	২০১০-২০১১ অর্থবছর			২০১১-২০১২ অর্থবছর			২০১২-২০১৩ অর্থবছর			২০১৩-২০১৪ অর্থবছর		
			উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রাপ্তি	ব্যয়
১	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ	এডিপি	২৭০০০	১৫.৩৮	১৪.৮৮	২৮০০০	১৫.৩১	১৫.৩১	২৫০০০	১৭.৪২	১৭.৪০	৩০০০০	১৬.৫৮	১৬.৫৭
২	যোগাযোগের উন্নয়ন সড়ক যোগাযোগ	এডিপি	২.১০	২৩.০৮	২২.৬০	২.১০	২২.৯৭	২২.৯৭	২.৫০	২৬.১৪	২৬.০১	৩.১০	২৪.৮৬	২৪.৮২
৩	গৃহ নিমার্ণ ও বস্তুগত অবকাঠামো	এডিপি	৪৮০০০	৭.৬৯	৭.৬০	৫২০০০	৭.৬৬	৭.৬৬	৮০,০০০	৮.৭১	৮.৬৮	৫০০০০	৮.২৯	৮.২৮
৪	শিক্ষা উন্নয়ন	এডিপি	১.৪৮	১৫.৩৮	১৫.৩০	১.৮০	১৫.৩১	১৫.৩১	২.১০	১৭.৪৩	১৭.৪১	২.৩০	১৬.৫৮	১৬.৫৭
৫	জন স্বাস্থ্য	এডিপি	১.২০	৭.৭	৭.৭০	১.২০	৭.৬৬	৭.৬৬	১.৫০	৮.৭১	৮.৭০	১.৮০	৮.২৭	৮.২৬
৬	ক্রীড়া উন্নয়ন	জিওবি	৫২০০০	৭.৬৯	৭.৬৪	৫২০০০	৭.৬৫	৭.৬৫	৬০০০০	৮.৭১	৮.৭০	৭০০০০	৮.৩০	৮.২৮
৭	মৎস্য প্রাণি সম্পদ	জিওবি	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
৮	উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ী মেরামত	জিওবি	–	–	–	৪৫০	১৮.০০	১৪.৫২	–	–	–	৫০০	২০.০০	১.২৯
৯	সার্ভার ষ্টেশন নির্মাণ	জিওবি	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২১০.৭৩	–
১০	স্কুল ভবন নির্মাণ	জিওবি	৪২০০	৫৫.০০	৫৫.০০	৬০০০	১৯৯.৫০	১৯৯.৪২	৮০০০	১৭৮.৩৯	২৭৮.৩৯	১০০০	–	২১০.৭৩
১১	পাকা রাস্ড়া রক্ষনা বেক্ষণ	জিওবি	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১২	ব্রীজ কার্লভার্ট মেরামত	জিওবি	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
১৩	এলসিএ /আর ই আর এম পি মহিলা উন্নয়ন	জিওবি	৩৯৪	১২৯৪২৯০০	১২৯৪২৯০০	৩৬৩	১১৯২৪৫৫০	১১৯২৪৫৫০	৩৬৩	১২২৮৫৯০০	১২২৮৫৯০০	৩৬৩	১২২৮৫৯০০	১২২৮৫৯০০
১৪	রাস্ড়া উন্নয়ন	জিওবি	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

৩.৩ উপজেলা পরিষদের অহস্তান্তরিত বিভাগসমূহের বিগত ২ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল :

ক্র/নং	বিভাগের নাম	২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪	
		রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন
১	উপজেলা ভূমি অফিস	৩২.১৬	০০	৩৯.৩৫	০০
২	উপজেলা নির্বাচন অফিস	৮.৭৩	০০	৮.২৩০	০০
৩	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	০০	০০	০০	০০
৪	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক রংপুর সদর, রংপুর	৪৬,৮১,২০৫.৩৫	–	৪৫,৫৭,৩৫৯.২৫	–
৫	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	০০	০০	০০	০০
৬	পাট অফিস	০০	০০	০০	৫.৯৬
৭	পলণ্টী দারিদ্র বিমোচন	০০	০০	০০	১১.৪১
৮	আনছার ভিডিপি অফিস	০০	০০	০০	০০
৯	উপজেলা বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএম ডিএ), রংপুর সদর, রংপুর	৪৬.৭৩	০.০০	৫৫.৯১	০.০০

৩.৪ ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বিগত ২০১২-১৩ সালের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি :

ক্র:নং	ইউনিয়নের নাম	২০১২-২০১৩	
		রাজস্ব	উন্নয়ন
১	মমিনপুর ইউনিয়ন	৩৫৮০৩	৩১১০৩
২	হরিদেবপুর ইউনিয়ন	১৩৩৫২৫	১৩০৩৮০
৩	চন্দনপাট ইউনিয়ন	৩৫৮৩৪.৭০	৩৪০৫০.৭০
৪	সদ্যপুষ্করণী ইউনিয়ন	১০৯১১৮	৮৮৩৭০
৫	খলেয়া ইউনিয়ন	১৪৭৬৪০	১৪৭৬৪০

চতুর্থ অধ্যায়

আগামী ০৫ (পাচ) বছরের উনয়ন রূপকল্প

৪.১ রূপকল্প (Vision) :

উপজেলা পরিষদের জনগণের জীবনযাত্রার মানের গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের সকল হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত বিভাগসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ, অনুদান, উন্নয়ন বরাদ্দ এবং অন্যান্য বিভাগ/সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৪.২ মিশন (Mission) :

- ❖ জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে রংপুর সদর উপজেলার জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা।
- ❖ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- ❖ উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারীত্ব সৃষ্টি করা।
- ❖ সুষ্ঠু সমন্বয় ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারীত্ব সৃষ্টি করা ।

৪.৩ খাত ভিত্তিক উনয়ন পরিকল্পনা :

রংপুর সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের রূপকল্প-২০১৫-২০১৯

রংপুর সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার বৃদ্ধি এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাসের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রূপকল্প-২০১৫-২০১৯ নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

- রংপুর সদর উপজেলার বর্তমান মোট প্রজনন হার (TFR) ২.১। ২০১৯ সালের মধ্যে মোট প্রজনন হার হবে ১.৯।
- উপজেলার মোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৭৮.২৮ যা ২০১৯ সালের মধ্যে ৮৪% এ উন্নীত করতে হবে।
- বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুর হার ১৭০ (প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মে) যা ২০১৯ সালের মধ্যে ১০০ এ নামিয়ে আনতে হবে।
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৪২ (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে) যা ২০১৯ সালের মধ্যে ২৫ এ নামিয়ে আনতে হবে।
- উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূর্ণ চাহিদা ১৩.৫ (BDHS-2011) শতাংশ যা ২০১৯ সালের মধ্যে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।
- উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১ঃ৯। পুরুষের অংশগ্রহণ উলেণ্টখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপ আউটের হার ৩৫.৭ শতাংশ যা ২০১৯ সালের মধ্যে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।
- ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর হওয়ার আগেই এবং এর এক-তৃতীয়াংশ ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগেই গর্ভবতী অথবা মা হয়ে যান। দেখা যায় ১৫-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে মাত্র ৪৫.৮ শতাংশ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। এই ব্যবহারকারীদের হার ২০১৯ সালের মধ্যে ৬৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

  জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতির বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে। উপজেলা পরিষদ রংপুর সদর এর ৫ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতির বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া পুষ্টিমান উন্নয়ন এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের লক্ষ্য গর্ভবতী পরিচর্যা, প্রসবকালীন পরিচর্যা ও প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক, অবহিতকরণ সভাসহ নানামূখী কর্মসুচির পরিকল্পনা করা হয়েছে যা সফলভাবে সম্পাদন করতে পারলে ২০১৯ সালের মধ্যে রংপুর সদর উপজেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার উলেণ্টখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।

উপজেলা কৃষি ও সেচ বিভাগ:

রংপুর সদর উপজেলার মোট বিস্তৃতি ১৪০৬২ হেক্টর। উপজেলাটি মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্ভূক্ত। বরেন্দ্র ভূমি ও তিস্তা পললভূমি নামক ২টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত। বর্তমানে ব্যাপক প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষকগণকে সুষম সার ব্যবহারের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ফলে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ফসল উৎপাদন আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শস্যের উৎপাদনশীলতা তরান্বিত করে উপজেলা এলাকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় ১২৪টি কৃষক দলের সদস্যদের জন্য ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চাষী পর্যায়ে আধুনিক বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে ৩০০ জন কৃষকের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহারের উদ্দেশ্য ৫০০ জন কৃষকের মাঝে ৫

লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনায় মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় ধৈঞ্চা চাষের জন্য ৫০০ কৃষকের মাঝে ৫ লক্ষ টাকার সহায়তা প্রদানের এবং অম্লত্ব দূরীকরণে ডলোচুনের ব্যবহারের জন্য ১৫০০ জন কৃষকের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্য ও অম্লত্ব পরিমাপের জন্য প্রতি বণ্ডকে PH মিটার প্রদানের লক্ষ্যে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

উপজেলা মৎস বিভাগ :

নবগঠিত রংপুর সদও উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের অধিকাংশ জলাশয়ের মাটি বেলে দোআশ প্রকৃতির। পুকুরগুলোর পানি ধারনক্ষমতা কম। বাৎসরিক পুকুরের চেয়ে মৌসুমি পুকুরের সংখ্যাই বেশী। বর্তমানে উপজেলায় চাষযেগ্যি জলাশয়ের আয়তর ৩৪৬ হেক্টর। মোট মাছের চাহিদা ২১৭২ মে.টন, মাছের উৎপাদন৯২৬.০৪ মে.টন এবং ঘাটতি ১৪৪৫.৯৬ মে.টন।মাছের এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আগামী ৫ বছরে ১৫০.০০ মে. টন মাছ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন কার হয়েছে। এই বাড়তি মাছ উৎপাদনের জন্য পুকুরের পানি ধারনক্ষমতা বৃদ্ধি, মাছচাষে উদ্বুদ্ধকরন ও দক্ষতাবৃদ্ধিও জন্য এলএফ এস গঠন, এল এফ এস নিবদ্ধন, মৎস্যচাষী , উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী পুকুর স্থাপন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন কার্যক্রম রাখা হয়েছে। মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন বৃদ্ধিও জন্য পোনা অবমুক্ত কার্যক্রম, বিল নার্সারী স্থাপন কার্যকম পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা , প্রাচুর্য্যতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিও লক্ষ্যে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা				
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
১	সরিষা চাষ সম্প্রসারণ	১৫০ হেঃ	১৭৫ হেঃ	২০০ হেঃ	২৫০ হেঃ	৩০০ হেঃ
২	গম চাষ সম্প্রসারণ	১৫০ হেঃ	১৭০ হেঃ	১৯৫ হেঃ	২২০ হেঃ	২৫০ হেঃ
৩	তিল চাষ সম্প্রসারণ	৫ হেঃ	১০ হেঃ	১৫ হেঃ	২০ হেঃ	২৫ হেঃ
৪	মুগ ডাল চাষ সম্প্রসারণ	১০ হেঃ	১৫ হেঃ	২৫ হেঃ	৩০ হেঃ	৪৫ হেঃ
৫	সবুজ সার উৎপাদন (ধৈঞ্চা)	৫০ হেঃ	৬৫ হেঃ	৭৫ হেঃ	৮৫ হেঃ	১০০ হেঃ
৬	জৈবিক বালাইনাশক ব্যবহারে সবজি ও ফল উৎপাদন	৩০ হেঃ	৫০ হেঃ	৭৫ হেঃ	১০০ হেঃ	১৫০ হেঃ
৭	ইউরিয়া সাশ্রয়ে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার	১৫০ হেঃ	৩০০ হেঃ	৫৫০ হেঃ	৭৫০ হেঃ	১০০০ হেঃ
৮	পলিথিন ঢাকা বোরো বীজতলা স্থাপন	৩০ হেঃ	৫০ হেঃ	৭৫ হেঃ	১০০ হেঃ	১৫০ হেঃ
৯	ভার্মি (কেচোঁ) কম্পোষ্ট তৈরী	২০০ টি	৩০০ টি	৪০০ টি	৫০০ টি	৬০০ টি
১০	গর্ত কম্পোষ্ট তৈরী	২০০ টি	৩০০ টি	৪০০ টি	৫০০ টি	৬০০ টি

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগঃ

রংপুর সদর উপজেলায় বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শতকরা ৯.১৭ ভাগ। শিশু জরিপ করে ২০১৮ সাল পর্যন্ড় প্রতি শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুদের জন্য নিবন্ধন নিশ্চিত করে তালিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মা/অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন, ছাত্র/ছাত্রীদের বাড়ী পরিদর্শন, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা, দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করে ঝরে পড়ার হার ২ ভাগে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। রংপুর সদর উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে ২০১৮ সালের মধ্যে নিম্নে উলেণ্লখিত কার্যক্রম শতভাগ বাস্ড়বায়ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১. পর্যাপ্ত শিক্ষা-উপকরণের সরবরাহ।
২. শতকরা ১০০ভাগ শিক্ষার্থীর ইউনিফর্ম নিশ্চিতকরণ।
৩. মাল্টিমিডিয়া ক্লাশর্ম স্থাপন।
৪. প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ।
৫. বিদ্যালয় সীমানা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করা।
৬. প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠাগার স্ড়াপন।
৭. কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
৮. দরিদ্র পরিবারের শিশুদের স্কুলমুখি করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি বিতরণ।
৯. শিশুদের বিনোদনের জন্য মিনি শিশু পার্ক স্থাপন, পর্যাপ্ত খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহসহ শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি।
১০. শিক্ষার উপযোগী পাঠদান পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নতুন স্কুল ভবন মির্মাণ, বর্তমানে অবস্থিত ভবনের চাহিদা ভিত্তিক মেরামত সম্পাদন।
১১. শিক্ষকদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সার্বক্ষনিক অবস্থানের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা স্থাপন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগঃ

রংপুর সদর উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) ৩৫টি। উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) ১৫টি, ২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৯৬.০৭%, এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৯৩.২০%, দাখিল পরীক্ষায় পাশের

হার ৮৯%। বর্তমানে পাশের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার ফলাফল ভিত্তিতে উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান, বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকদের ক্লাস্টার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিতি বৃদ্ধি ও ঝড়েপড়া রোধকল্পে প্রতিষ্ঠান গুলিতে মা/ অভিভাবক সমাবেশ, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সৃজনশীল মেধা অন্বেষন প্রতিযোগিতা, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া আসবাবপত্র মেরামত, স্যানিটেশন, স্কাউটিং ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালার জন্য প্রতি বছরে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। রংপুর সদর উপজেলা ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও ২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশর“মের ব্যবস্থা আছে। আইসিটি শিক্ষা বিস্তারে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও সকল শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

উপজেলা অবকাঠামো বিভাগ :

উপজেলার রাস্ড়ার মোট দৈর্ঘ্য ২১৭.৪৬ কি.মি.। তন্মধ্যে পাকা রাস্ড়া ১৩৮.২৮ কি.মি. এবং কাঁচা রাস্ড়া ৬৯.৯৮ কি.মি. রয়েছে। উপজেলা এলাকায় বর্তমানে ৩৫৩টি কালভার্ট/ব্রীজ রয়েছে। ৩১টি পাকা রাস্ড়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫৩.০ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৫৫টি ব্রীজ/কালভার্ট মেরামতের জন্য ১৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ৩৮টি রাস্ড়া উন্নয়নের জন্য আগামী ৫ বছরের ২০১৮ সালের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৮৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ :

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর,সদর, রংপুর-এর রূপকল্প (Vision) হচ্ছে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণ পূর্বক মেধাবী, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠন করা, দারিদ্র বিমোচন করা,নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।এছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হলো নারী পুরুয়ের সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন যা প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে রংপুর সদরে গবাদিপ্রাণির সংখ্যা ১,৪৫,০০০টি এবং হাঁস- মুরগির সংখ্যা ৮,৯৫,০০০ টি। নিবন্ধিত গাভীর খামার ১৩২ টি অনিবন্ধিত গাভীর খামার ২৪০ টি, হাঁস-মুরগির খামার ১৯৫ টি এবং অনিবন্ধিত খামারের সংখ্যা ২৬০ টি। বর্তমানে দুধ,মাংস ও ডিমের চাহিদা যথাক্রমে ৩৪ মেঃটন,১৬ মেঃটন এবং ৬৯৪২৭টি ।২০১৩-২০১৪ সালে উৎপাদন হয়েছিল যথাক্রমে ২৫ মেঃটন,১১ মেঃটন এবং ৫৯৪২৭টি ।

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রাণিসম্পদ বিভাগর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন এন এ টি পি,আই এ পি পি ,নির্বাচিত ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও হাঁস-মুরগির সহায়ক সেবাদান প্রকল্প, বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প,সমাজ ভিত্তিক দেশী ভেড়া উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী/ খামারীদের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ:

বর্তমানে রংপুর সদর উপজেলায় ২টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৫টি পরিবার-কল্যাণ কেন্দ্র, ১৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। বর্তমানে উপজেলায় মাতৃমৃত্যুর হার ২.১২ জন প্রতি হাজারে। নবজাতক মৃত্যুর হার রংপুর সদর উপজেলায় প্রতি হাজারে ২৫ জন এবং জাতীয়ভাবে ৩২ জন, ১ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ৩১ জন এবং জাতীয়ভাবে ৪৩ জন। ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ৩৬ জন এবং জাতীয়ভাবে ৫২ জন। টিকাদান কর্মসূচীর বর্তমান সাফল্যের হার ৯৭%।

উপজেলা স্বাস্থ্য-কর্মসূচীর আওতায় রোগীদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ঔষধপত্র ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় ১০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রোগীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধকরণ সভার জন্য ৬.৭৫ লক্ষ টাকা বাজেটের পরিকল্পনা করা হয়েছে ২২৫০ জন রোগীর জন্য। জেনারেটর স্থাপন ও নতুন এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৭৫ লক্ষ টাকা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক বিভাগ:

রংপুর সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক বিভাগের অধীনে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ড় ৫৬,২৯,৮০০/- টাকা ব্যয়ে ১৩৬৪ জন দরিদ্র মহিলাকে মাতৃকালীন ভাতা দেওয়া হয়েছে। ভিজিডি কর্মসুচির আওতায় ২০০৯ হতে ২০১৪ পর্যন্ড় ৮৬১৮ জন দুঃস্থ মহিলাকে ৩৩০০ মেঃটন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ড় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৩৬৪ জনকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১৭.৮৪ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিতে ১২৭৫ টি সচেতনতামুলক সভা/উঠান বৈঠক করা হয়েছে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক বিভাগ বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী সচেতনতার জন্য ৭২৫ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট প্রনয়ণ করেছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া ৮০০ জন মহিলার দক্ষতাবৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির আওতায় ১৭৪৬ জন দরিদ্র মহিলাকে মাতৃকালীন ভাতা প্রদান এবং ভিজিডি কর্মসুচির আওতায় ৩৭১০ জন দুঃস্থ মহিলাকে খাদ্যশস্য প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ:

রংপুর সদর উপজেলার বর্তমান খানার সংখ্যা ১০২৮৩০, হাট-বাজারের সংখ্যা ২৭, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (ক্লাব/সমিতি) সংখ্যা ৩৩, মসজিদের সংখ্যা ৬৯৮ এবং মন্দিরের সংখ্যা ৭৮। বর্তমানে রংপুর সদর এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে ৫৩৪৮১ খানায় (৫২%), ২৮২ মসজিদে (৪০.৪০%), মন্দির ০১ (১.১৮%)। নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী খানার সংখ্যা ৬৭৩১৮ (৬৬%), ৬৭২ মসজিদে (৯৬.২৭%), ৩০টি মন্দিরে (৩৮.৪৬%), ২৩টি হাট-বাজারে (৮৫.১৮%) এবং ৮ টি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে (২৪.২৪%)।

আগামী পাঁচ বছরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারীর বর্তমান খানার সংখ্যা ৫৩,৪৮১ (৫২%) থেকে বৃদ্ধি করে ৭৯,১৭৯ (৭৭%) করার লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণের সংখ্যা ৩৭৯০ তে বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে। নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী বর্তমান খানার সংখ্যা ৬৭,৩১৮ (৬৬%) থেকে বৃদ্ধি করে ৮২,২৬৪ (৮০%) করার লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিরাপদ পানির উৎসের বর্তমান সংখ্যা ৩৮৯০ তে বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে। নিরাপদ পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৫০০ পরিবারের মধ্যে ৩৩০ টি অগভীর নলকূপ এবং ১৯০০ পরিবারের মধ্যে ১৯০ তারা নলকূপ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বন ও পরিবেশ বিভাগ ঃ

বর্তমানে রংপুর সদর উপজেলায় সামাজিক বনায়নের আওতায় বন বিভাগ কর্তৃক অংশীদারিত্বমূলক চুক্তিনামা সম্পাদনের মাধ্যমে ১৫০.০ সিডলিং কিঃ মিঃ সংযোগ সড়কে, ২০.০ সিডলিং কিঃ মিঃ বাঁধের ধারে এবং ১৫.০ সিডলিং কিঃমিঃ রেল পথের ধারে স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে ৯২৫ জন এবং পরোক্ষভাবে ১৪,৮৮০ জন সর্বমোট=১৫,৮০৫ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছেন। ৯২৫ জন উপকারভোগী সদস্যকে গাছের চারা রোপণ, রক্ষণাবেক্ষন, পরিচর্য্যা এবং গাছ রক্ষার কলাকৌশলের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশের উন্নয়ন, এলাকাকে সবুজায়ন, বিষাক্ত কার্বন নিঃস্বরণ রোধ, বনজ সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কাঠ ও জ্বালানী কাঠের চাহিদা পূরণ, ঔষধের কাঁচামালের যোগান দেওয়া, স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ফলের পুষ্টিমান চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্য সাধন, সর্বপরি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মধ্যে রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৫০.০ সিডলিং কিঃ মিঃ সংযোগ সড়কের ধারে, ২৫.০ সিডলিং কিঃমিঃ বাঁধের ধারে, ২০.০ সিডলিং কিঃমিঃ সওজ সড়কের ধারে এবং ১০.০ সিডলিং কিঃ মিঃ রেল পথের উভয় ধারে স্ট্রিপ বাগান সৃজন তথা চারা গাছ রোপণের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও অত্র এলাকার স্থানীয় দরিদ্র এবং হত দরিদ্র পরিবারের বসত বাড়ীর ফাঁকা জায়গায় ৫,০০০টি উন্নত জাতের হাড়িভাঙ্গা আমের কলম রোপণ ও পরিচর্য্যা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনার ফাঁকা জায়গায় পরিকল্পিতভাবে ১০,০০০টি ফলজ গাছের চারা রোপণের সুযোগ রহিয়াছে। এতে আনুমানিক ব্যয় হবে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা।

উক্ত ব্যয় বরাদ্দ পাওয়া গেলে এবং আলোচ্য বনায়ন কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা হলে এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং স্থানীয় বনজ সম্পদের চাহিদা অনেকাংশেই পূরণ হবে। উলেস্নখ্য যে, রংপুর সদরের আওতাধীন আলমনগর, বালাটারী নামক স্থানে একটি সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

সফলতাঃ- সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বিভিন্ন সনের বাগানের গাছ বিধি মোতাবেক বিক্রয় করে ২৫,৩২,৪৪১/৮৮ টাকা সরকারী রাজস্ব জমাসহ সংশিস্নষ্ট পক্ষ সমূহের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বৃক্ষরোপণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৩ তে জাতীয় পর্যায়ে অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সেক্টর/কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে রংপুর সদর উপজেলার আওতায় রংপুর সেনানিবাস প্রথম এবং ৭ বর্ডার গার্ড, ব্যাটালিয়ন, রংপুর ২২ স্থান অর্জন করেছে। এ ছাড়াও রসুল নার্সারী জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে।

উপজেলা সমাজসেবা বিভাগ ঃ

রংপুর সদর উপজেলার সমাজসেবা বিভাগের আওতায় ৭৬৮৭ জনকে মাসিক মাথাপিছু ৩০০ টাকা হারে বয়স্কভাতা প্রদান করা হচ্ছে, ৭৫৮জনকে মাসিক মাথাপিছু ৩৫০ টাকা হারে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ৪১১ জনকে মাসিক মাথাপিছু ৩০০০ টাকা হারে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, ২৮১১ জনকে মাসিক মাথাপিছু ৩০০ টাকা হারে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ্য মহিলা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ৭০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, ২০৩৪ জনকে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচীর আওতায় এবং ৩০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদর পুর্নবাসন কর্মসূচীর আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায় ভূক্ত ১২ জন দরিদ্র ও দুস্থ লোকের মধ্যে মাথাপিছু ৫০০০/- হারে মোট ৬০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫টি বেসরকারি নিবন্ধীত এতিমখানার ৭৩ জন নিবাসির ভরন পোষনের জন্য ৮,৪০,০০০/- টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে। রংপুর সদর উপজেলায় সমাজসেবা বিভাগের আওতায় আত্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আগামী ৫ বছরে ২০০ জনকে পলস্নী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২০,০০,০০০/- লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৬০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূর্ণবাসন কার্যক্রমের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ৬০জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচির অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়াও সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জরিপের মাধ্যমে ডাটাবেইজের অন্তর্ভূক্ত করে তাদেরকে ডিজিটাল পরিচয় পত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমটি সম্পন্ন হলে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সেবার আওতায় অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। উলেস্নখিত কার্যক্রম গুলো ছাড়াও রংপুর সদর উপজেলায় সমাজসেবা বিভাগের আওতায় সেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম অব্যহত আছে। বর্তমানে রংপুর সদর উপজেলায় সক্রিয় সেচ্ছসেবী সংস্থার সংখ্যা ৪০ টি ও নিস্ক্রীয় সংস্থার সংখ্যা ২৩ টি।

উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগ ঃ

- "উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে । প্রশিক্ষন লক্ষ্যমাত্রা বছরে ২৫×৮=২০০ জন ।
- ৫ বছরে ২০০×৫ =১০০০ জন । সেখানে আত্মকর্মী হবে বছরে ২০০ জন এবং ৫ বছরে ১০০০ জন ।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে রাজস্ব প্রশিক্ষনের লক্ষ্যমাত্রা বছরে ৯০ জন । ৫ বছরে ৯০×৫= ৪৫০ জন ।
- আত্মকর্মীর সংখ্যা বছরে ৯৬ জন । ৫ বছরে ৫×৯৬ = ৪৮০ জন ।
- ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের ঋন প্রদান করা হয়েছে ৭১ জনকে ১৭,৭৫,০০০/- টাকা । আগামী ৫ বছরে ঋন প্রদান করা হবে ১০০০×২৫,০০০=২.৫০.০০০০০/- ।

- ❖ রাজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ঋন প্রদানের বর্তমান সর্বশেষ সিলিং ১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা । অপ্রাতিষ্ঠানিক সর্বশেষ সিলিং ৫০০০০/- (পঞ্চশ হাজার) টাকা ।
- ❖ রাজস্ব খাতে ঋন বিতরনের পরিমান ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার ১১০ /- টাকা । প্রতি বছরে ১ জন
- ❖ ক্রেডিট সুপারভাইজার এর জন্য ঋন বিতরনের টার্গেট ২.৪০.০০০/- টাকা । অত্র কার্যালয়ে ০৩ জন
- ❖ ক্রেডিট সুপারভাইজার এর বছরে ঋন বিতরনের টার্গেট ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্তির পাশাপাশি রেজিষ্টেশন করার জন্য অনুমতি পেয়েছে । ইতিমধ্যেই ৭৮ টি যুব সংগঠনকে তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে । আগামী ৫ বছরে ৫×৬= ৩০ টি সংগঠনকে তালিকা ভুক্ত করা হবে এবং সেই সাথে রেজিষ্টেশন ও করা হবে ।

- ❖ যুব সংগঠনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে ।
- ❖ অর্থ বছরে ০৩ টি যুব সংগঠন অনুদান পেয়েছে । যার মূল্য ২৫,০০০/- টাকা । আগামী ৫ বছরে ৫×৪ = ২০টি সংগঠনকে অনুদান দেওয়া হবে ।
- ❖ স্যানিটেশন , বাল্য বিবাহ ,যৌতুক , পরিবেশ সচেতনতা , ভুমিকম্প , বিস্ফোড়ক , HIV , এইডস, ইত্যাদি বিষয়ে বছরে ২০০ জনকে প্রশিক্ষন দেওয়া হয় । যা ৫ বছরে ৫×২০০=১০০০ জনকে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে ।
- ❖ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান অথবা পোষ্যদের প্রশিক্ষন প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে । যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সন্তানদের আরো আত্ব নির্ভরশীল করে তৈরী করা হবে ।

সামচী আরা জামান ১৯৯০ সারথেকে বিভিন্ন হ্যান্ডক্রাফটস ও জুট প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে আসছিলেন । এর পর ১৯৯৭ ইং সালে যুব উন্নয়নথেকে প্রশিক্ষননেন । ১৯৯৮ সালেবেগমরোকেয়া কুঠির শিল্পে প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেন । পাশাপাশি বাসায় প্রশিক্ষনকেন্দ্র ও নিজস্ব প্রজেক্ট তৈরী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন । তারমেধ্য আত্মপ্রত্যয় ছিলযে নিজের পায়ে দারাবেন এবং সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থান করবেন । তিনি তা করতেপেরেছেন ।

তিনি ২০০০ সালে যুব পুরুস্কার,২০০১ সালে যুবমেলা ,ঢাকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার,২০০৩ সালেসেরাটনথেকে নারী উদ্যোক্তা হিসাবে পুরুস্কার,২০০৯ সালে জুট ব্যাগ ও পন্যের জন্য জুট মন্ত্রনালয়থেকে পুরুস্কার এবং আরও বিভিন্ন পুরুস্কারপেয়েছেন । তিনি ১৯৯০ সালে মাত্র ১৩০ টাকা দিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু করেন । আজ ২০১৪ সালে তার নিজস্ব শো-রুমজেলা পরিষদ কমিউনিটিসেন্টার মার্কেটে তারদোকান নং-(৪৫)। বর্তমানে তার পুজি ২০,০০০০০/-(কুড়ি লক্ষ)টাকার উপরে । ব্যবসার পাশাপাশি যুব উন্নয়ন,বিসিক,BRDB বিভিন্ন NGOতে প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন । তার প্রশিক্ষনার্থীরা আজ বিভিন্ন যায়গায় সফল উদ্যোক্তা । সমাজে নারীদের এই সফলতাই তিনিচেয়েছিলেন এবং তা করতেপেরে তিনি গর্বিত । আজ তার প্রতিষ্টানে ৩০ জন নারী ও পুরুষ কর্মরত । তিনি সফল উদ্যোক্তা হিসাবে যুবশ্রেনীর কাছে একজন উল্লেখযোগ্য উদাহরন ।

উপজেলা ত্রাণ বিভাগ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্ড়বায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করে থাকে। এর মধ্যে উলেণ্ঢখ্য যোগ্য হলো ঃ

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি (কাবিখা/কাবিটা)

(খ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টি,আর)

(গ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)

(ঘ) গ্রামীণ রাস্ড়ার ছোট ছোট (১২মি. দৈর্ঘ্য পর্যন্ড়) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প এবং

(ঙ) মানবিক সহায়তা কর্মসূচি সমূহ :

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে রূপকল্প এর যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা বাস্ড়বায়নে বদ্ধ পরিকর। উপজেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামীণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ড় নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ করা। গ্রামীণ দারিদ্র জনগনের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে সহায়তা করা। গ্রামীণ এলাকায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। গ্রামীণ দারিদ্র জনগনের আয় বৃদ্ধি করা। দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহ ভারসাম্য আনায়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্ড়ার করা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি। এ কর্মসূচি কর্মক্ষম দৃঃস্থ পরিবার সমূহের জন্য স্বল্প মেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারের উলেণ্ঢখ্য যোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমানে এ উপজেলায় অতি দরিদ্রদের সংখ্যা-১৭৬৭ জন। যা আগামী পরিকল্পনায় দরিদ্রদের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা হবে। উপজেলায় উক্ত প্রকল্প গুলি বাস্ড়বায়নের ফলে উপকার ভোগীর সংখ্যা- ১০৬২৫০ জন। মোট গ্রামীণ কাঁচা রাস্ড়া ৬৯.৫০ কি:মি:। মাঠ সংস্কার- ১৪টি নির্মাণ/পুন:নির্মাণ করা হয়েছে। উপজেলায় ছোট ছোট ১২ মি: নিচে মোট- ১৫টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী ৫ বছরে ২০১৮ উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামীণ রাস্ড়ায় ২০টি সেতু/কালভার্ট, ২৫টি মাঠ, ৭৫ কি:মি রাস্ড়া নির্মাণ/পুন:নির্মাণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ঃ

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি (EGPP) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি। এ কর্মসূচি কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবার সমূহের জন্য স্বল্প মেয়াদী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে ও দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারের উলেণ্ডখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

ক) কেন এই কর্মসূচী ঃ

- কর্মহীন মৌসুমে স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান।
- স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মহীন দুঃস্থ পরিবারগুলোর সুরক্ষা।

খ) ইজিপিপি এর কাজের ধরণ ঃ

- পুকুর, খাল খনন/পুনঃ খনন।
- বাঁধ নির্মাণ/ পুণঃ নির্মাণ।
- রাস্তা/ বাঁধ নির্মাণ পুণঃ নির্মাণ।
- গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা, ব্রীজ এপ্রোচ)
- সেচ কাজের জন্য ও জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য খাল/নালাখনন/পুণঃ খনন।

গ) প্রকল্পের সুবিধাদি ঃ

- প্রতি কর্মদিবসের ২০০/- টাকা (প্রতি পর্যায়ের ৪০ দিন/বছরে ২টি পর্যায়) হারে মজুরী প্রদান। ২৫/- টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা থাকবে।
- জবকার্ড সরবরাহ, ১০/- টাকায় একটি ব্যাংক হিসাব খোলা, প্রতি বৃহস্পতিবার মজুরী উত্তোলন।
- পুরুষ/মহিলা সমান মজুরীর অধিকারী।
- কার্য ক্ষেত্রে মজুরীর হার প্রদর্শন করতে হয়।
- জবকার্ড মজুরী প্রদানের সকল তথ্য থাকতে হয়।

ঘ) কর্মসূচির সময়সূচীঃ

- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর(ইজিপিপি) আওতায় বছরে দু'পর্বে মোট ৮০ দিনের জন্য দরিদ্রদের কর্মসংস্থান করা হয়।
- প্রথম পর্ব অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ৪০ দিন।
- দ্বিতীয় পর্ব মার্চ থেকে এপ্রিল ৪০ দিন।
- উলেণ্ডখ্য প্রতিটি পর্বের জন্য সময় নির্ধারণ করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
- বৃহস্পতিবার মজুরী প্রদান দিবস।

প্রতি বছর "ইজিপিপি" দ্বারা গ্রামীণ রাস্তা, ব্রীজ এপ্রোচ রোড, পাকা রাস্তার দু'ধার সংস্কার প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাটসহ অন্যান্য মাটির কাজ সম্পাদন করা হয়। বিগত বছরে উপজেলায় অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল-১৭৬৭ জন, এ বছর তা কমে ৮২৪ জনে উপনিত হয়েছে। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ফলে উপজেলায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৫,০০০-৩০,০০০ জন। ইজিপিপির মাধ্যমে গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা-৩৬টি, দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০.০০ কিঃ মিঃ মাঠ সংস্কার/গর্ত ভরাট ১৫ টি আয়তন প্রায়-৩০,০০০ বর্গফুট কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপজেলা সমবায় বিভাগ

০১। টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সমবায় সমিতি সমূহে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমিতি সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

০২। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ২০১৯ সালের মধ্যে সফল সমিতি সমূহে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।

০৩। ২০১৯ সালের মধ্যে উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি সমূহের মাধ্যমে নিজস্ব বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

০৪। ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষনের মাধ্যমে গত অর্থ বছরে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে ১০০ * ৫ = ৫০০ জন বা অধিক জনকে প্রশিক্ষন প্রদান করা যেতে পারে।

০৫। বর্তমানে রংপুর সদর উপজেলায় ৫৮০ জন লোকের প্রত্যক্ষ ভাবে সমবায় সমিতির মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে আত্নকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৪৫০০ জন। ২০১৯ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান ৩৫০০ জনের মধ্যে উন্নতি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

০৬। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে এর মধ্যে ১৪,০০,০০০/- টাকা সমিতিতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং চার কোটি টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে অনুমোদন হয়েছে। উক্ত খাতে ২০ কোটি ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

০৭। রংপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের নিজস্ব জমিতে ১০ তলা ভবনের মাল্টি শপিং কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে একটি ব্যবসা প্রতিষ্টান গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

০৮। ২০১৯ সালের মধ্যে সমবায় বিভাগের ২৫% সমিতিতে নিজস্ব অফিসঘর স্থাপন ও ডিজিটালাইজড করা এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে কমপক্ষে ১টি সফল সমিতিতে ই-সেবা সেন্টার চালু করা।

উপজেলা আনসার ও ভিডিপি ঃ

সংগঠন ঃ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সদর উপজেলার প্রতিটি গ্রামে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট ১টি পুরুষ পণ্টাটুন ও ৩২ সদস্য বিশিষ্ট ১টি মহিলা পণ্টাটুন রয়েছে। এছাড়া উপজেলায় ১০০ সদস্য বিশিষ্ট প্রশিক্ষিত আনসারের সমন্বয়ে ১টি আনসার কোম্পানী রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ঃ চলতি অর্থ বছরে গ্রাম ভিত্তিক ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষনের আওতায় বিনোদ (সন্নাসের দিগী) ও আজিজুল্যাহ গ্রামে প্রতি গ্রামে ৩২ জন পুরুষ ও ৩২ জন মহিলা ভিডিপি সদস্য/সদস্যাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষনে পণ্টাটুন পুর্ণগঠন ও হালনাগাদ করন, আত্ম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় গণভিত্তিক প্রশিক্ষন পরিচালিত হবে। এছাড়া কারিগরি ও প্রকল্প প্রশিক্ষনের আওতায় অত্র উপজেলা হতে চলতি অর্থ বছরে অটো মেকানিক্স প্রশিক্ষনে ২ জন, রেফ্রিজারেটর এ্যান্ড এয়ার কন্ডিসনিং সার্ভিসিং প্রশিক্ষনে ৩ জন, ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং প্রশিক্ষনে ২ জন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষনে ২ জন, ইলেকট্রিশিয়ান প্রশিক্ষনে ৩ জন, সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষনে ৮ জন, মটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষনে ২ জন ও মোবাইল ফোন সেট মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ প্রশিক্ষনে ২৪ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রেরণ করা হয়েছে।

আইন শৃংখলা ঃ অত্র সদর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আইন শৃংখলা রক্ষায় ৩ শতাধিক আনসার অংগীভূত আছে। বিগত দুর্গাপূজায় অত্র উপজেলার সকল পূজামন্ডবে ১৩০০ আনসার ভিডিপি সদস্য/সদস্যা দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া রেল পথ রক্ষায় অত্র উপজেলার ৯টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ৭২ জন এবং মহাসড়কে নাশকতা রোধে অত্র উপজেলার ৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৯৬ জন সদস্য সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সবচেয়ে পুরনো বাহিনী হলেও সংঘটিত উপর্যুপরি বিবর্তনের কারণে এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে অত্র উপজেলায় আনসার ভিডিপি সংগঠনের কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

৫.১ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৫-২০১৯ :

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ ২০১৪-২০১৫

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	সেক্টর	প্রকল্প বাস্বায়নের স্থান	মেয়াদ		বাজেট (লক্ষ-টাকা)	অর্থের উৎস (যৌথ/ একক)	অর্থের পরিমান (যৌথর ক্ষেত্রে)	এম,ডি জি	বাস্বায়নকারী বিভাগ	সুবিধা ভোগী (নারী পুরুষ)	মন্ব্য
				শুরু	শেষ							
১	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ফুটবল সরবরাহ	শিক্ষা	সদর, রংপুর	১০.২.১৪	১৫.৪ .১৪	১.০০	এডিপি		২	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা	৪০০০	
২	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যারাম বোর্ড ও ভলিবল সরবরাহ করন।	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০			২		৪০০০	
৩	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জ্যামিতি বক্স ও স্কেল সরবরাহ।	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০			২		৪০০০	
৪	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭জন বীর শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বর্গের ছবি সরবরাহ করন।	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০			২		৪০০০	
৫	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলতে খেলতে শিক্ষা বই সরবরাহ করন।	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০			২		৪০০০	
৬	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ফ্যান সরবরাহ।	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০			২		৪০০০	
৭	রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ও চন্দনপাট ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্ড়ায় পাহারার নৈশ্য প্রহরীর জন্য শীতকালীন পোষাক সরবরাহ করন।	উপজেলা পরিষদ	,,	,,	,,	১.০০			৭		৫০০০	
৮	রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুস্করণী ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্ড়ায় পাহারার নৈশ্য প্রহরীর জন্য শীতকালীন পোষাক সরবরাহ করন।	উপজেলা পরিষদ	,,	,,	,,	১.০০			৭		৫০০০	
৯	মমিনপুর ইউনিয়নে দুঃস্থ্য জনগনের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের রিং স- াব সরবরাহ করণ।	জনস্বাস্থ্য	,,	,,	,,	১.০০			৭	জনস্বাস্থ্য	১০০০	
১০	হরিদেবপুর ইউনিয়নে দুঃস্থ্য জনগনের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের রিং স্লাব সরবরাহ করণ।	জনস্বাস্থ্য	,,	,,	,,	১.০০			৭		১০০০	
১১	চন্দনপাট ইউনিয়নে দুঃস্থ্য জনগনের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের রিং স্লাব সরবরাহ করণ।	জনস্বাস্থ্য	,,	,,	,,	১.০০				জনস্বাস্থ্য	১০০০	
১২	সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নে দুঃস্থ্য জনগনের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের রিং স্লাব সরবরাহ করণ।	জনস্বাস্থ্য	,,	,,	,,	১.০০					১০০০	
১৩	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করন।	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০				প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	২০০০	
১৪	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল সরবরাহ করন।	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০					২০০০	
১৫	রংপুর সদর উপজেলার পালিচড়া হাট থেকে খান চৌধুরী মাদ্রাসা যাওয়ার রাস্ড়া উন্নয়ন।	অব- কাঠামো	,,	৭.৫.১৪	১০.৬.১৪	১৮.০০				এলজিডি	১৫০০০	
১৬	রংপুর সদর উপজেলার বিশ্বরোড হতে হরকলি হাটের রাস্ড়া উন্নয়ন	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	৭.০০					১০০০০	
১৭	রংপুর সদর উপজেলার মোক্তারপাড়া বাসষ্ট্যান্ডের মোড় হতে মন্ডল পাড়া প্রাইমারী স্কুল যাওয়ার রাস্ড়া উন্নয়ন।	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	৮.০০					১০০০০	
১৮	রংপুর সদর উপজেলার বাবুর হাট থেকে চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ যাওয়ার রাস্ড়া উন্নয়ন।	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	৮.০০					১০০০	
১৯	ক) রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নের ফাজিল খাঁ দারুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানা মেরামত খ) সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া মরিয়ম নেছা ফোরকানিয়া মাদ্রানা মেরামত, গ) সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া দারুল উলুম (পুর্ব কেশবপুর) মাদ্রাসা মেরামত ও ঘ) সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নের অযোদ্ধাপুর দারুল উলুম নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা মেরামত।	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	২.১০					৩০০০	
২০	ক) রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের শাহবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত খ) চন্দনপাট ইউনিয়নের মাঠের হাট হাফিজিয়া মাদ্রাসা মেরামত গ) চন্দনপাট ইউনিয়নের শাহবাজপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও লিলণ্ডাহ বোডিং মেরামত ও ঘ) চন্দনপাট ইউনিয়নের পুটিমারী ফোরকানীয়া মাদ্রাসা মেরামত	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	১.৯০			১	এলজিডি	৩০০০	

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	সেক্টর	প্রকল্প বাস্তবায়নের স্থান	মেয়াদ		বাজেট (লক্ষ-টাকা)	অর্থের উৎস (যৌথ/ একক)	অর্থের পরিমান (যৌথর ক্ষেত্রে)	এম,ডি জি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ	সুবিধা ভোগী (নারী পুরুষ)	মন্তব্য
				শুরু	শেষ							
২১	ক) রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের চন্দনপাট বাবুপাড়া মন্দির ভিত্তিক পাঠশালা মেরামত খ) হরিদেবপুর ইউনিয়নের পুর্ব কিসামত খলেয়া দাখিল মাদ্রাসা মেরামত গ) হরিদেবপুর ইউনিয়নের পাগলাপীর ধনিপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা মেরামত ঘ) হরিদেবপুর ইউনিয়নের গংগাদাস হাফিজিয়া মাদ্রাসা মেরামত।	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	১.৯০			১		৩০০০	
২২	ক) রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নের কাটাবাড়ী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় মেরামত খ) সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নের কাটাবাড়ী এবতেদায়ী মাদ্রাসা মেরামত গ) সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নের জানকী ধাপের হাট উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত ও ঘ) সদ্যপুস্করনী ইউনিয়নের পালিচড়া এমএন উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	১.৬০			১		৩০০০	
২৩	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ফুটবল সরবরাহ	শিক্ষা	,,	২৫.২.১৪	১০.৬.১৪	১.০০			২	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০	
২৪	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রিকেট সেট সরবরাহ করন	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০			২		২০০০	
২৫	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পেন্সিল ও স্কেল সরবরাহ করন	শিক্ষা	,,	,,	,,	১.০০			২		২০০০	
২৬	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেঞ্চ সরবরাহ করন	শিক্ষা	,,	,,	,,	৬.০০			২		২০০০	
২৭	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের টিউবওয়েল স্থাপন।	জনস্বাস্থ্য	,,	,,	,,	৬.০০			৭	জনস্বাস্থ্য	২০০০	
২৮	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল সরবরাহকরন	শিক্ষা	,,	,,	,,	২.৫০			২	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০	
২৯	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফ্যান বিতরণ।	শিক্ষা	,,	,,	,,	০.৫০			২		২০০০	
৩০	রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে কাঠের সেতু নির্মাণ।	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	২.৫০			৭	এলজিডি	১০০০০	
৩১	রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্থ রাস্ড়ায় ব্যাটস ফিলিং।	অব- কাঠামো	,,	,,	,,	১.০০			৭		৫০০০	
৩২	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হাড়ি ভাঙা জাতের আম চারা গাছ বিতরণ	কৃষি	”	”	”	২.০০			১	কৃষি	২০০০	
৩৩	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ঔষধি গাছের চারা বিতরণ	কৃষি	”	”	”	২.০০			১	কৃষি	২০০০	

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিলের আয়-ব্যয়ের প্রক্ষেপন-২০১৪-২০১৫

ক্রঃনং	আয়			ব্যয়		
	খাতের নাম	বাজেট ২০১৩-১৪	প্রক্ষেপন ২০১৪-১৫	খাতের নাম	বাজেট ২০১৩-১৪	প্রক্ষেপন ২০১৪-১৫
১	উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ীর ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়	৩,৭৯,০৫৬/-	৩,৮২,০০০/-	সম্মানী ভাতা (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান)	৩,৬০,০০০/-	৩,৬০,০০০/-
২	হাট-বাজার হস্ড়ান্ড়র জলমহাল ও ফেরীঘাট হইতে ইজারালব্ধ আয় (৪১ভাগ)	৭,০১,০৫৪/-	৮,১০,৩৩৯/-	পরিষদ কর্মচারী	৪,৯৯,৮৫৪/-	৫,১০,০০০/-
৩	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার উপর ধার্যকৃত কর	–	–	যাতায়াত (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান)	১,০৫,২০০/-	১,৫০,০০০/-
৪	মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত কর	–	–	মনিহারী	–	–
৫	পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর কর	–	–	কম্পিউটার	–	–
৬	১% হারে ভূমি হস্ড়ান্ড়রের উপর প্রাপ্ত কর	২০,১৫,৯৭৬/-	২০,২০,০০০/-	চেয়ারম্যান বাড়ী ভাড়া	২১,৯৩৫/-	–
৭	ভূমি উন্নয়ন করে ২% অংশ	২১,৬৫০/-	২৫,০০০/-	যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/-
৮	বিগত বছরের জের	–	–	কর আদায় জন্য ব্যয়	–	–
৯	অন্যান্য	–	–	টেলিফোন	১২,০০০/-	১৭,০০০/-
১০	বেতন ভাতা বাবদ আয়	–	–	বিদ্যুৎবিল	৫,৮০,০০০/-	৪,৫২,০০০/-
১১	যানবাহনের জ্বালানী বাবদ আয়	–	–	অভ্যন্ড়রীন অডিট ব্যয়	৯০,০০০/-	৫,০০০/-
১২				আপ্যায়ন ব্যয়	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
১৩				অফিস ও আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	২৫,০০,০০০/-	২৫,০০,০০০/-
১৪				আসবাব মেরামত ও অফিস সরঞ্জাম	৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-
১৫				আনুষাঙ্গিক ব্যয়	২৪,০০০/-	২৪,০০০/-
১৬				বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২,৫০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
১৭				সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব আর্থিক অনুদান	৪,০০,০০০/-	৪,৫০,০০০/-
১৮				জাতীয় দিবসের ব্যয়	৩,৭৮,৪০০/-	৩,০০,০০০/-
১৯				মোটর সাইকেল ক্রয়	–	–
২০				খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি	৭,৪৫,০০০/-	১০,০০,০০০/-
২১				জরুরী ত্রাণ ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	–	–
২২				পানি ও পয়নিষ্কাশন	–	–
২৩				অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
২৪				আসবাব পত্র ক্রয়	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-

৫.২ উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৫-২০১৯ :

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ ২০১৪-১৯

অর্থ বৎসর	ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫		
			মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
২০১৪-২০১৫	০১	শিশুদের পুষ্টির উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত পুষ্টিহীন শিশুদের মাঝে পুষ্টি কনা সরবরাহ।	৩০০ প্যাকেট × ৬০০ জন × ৩ টাকা = ৫,৪০,০০০/- টাকা।	৬০০ জন	৩০০ প্যাকেট × ৬০০ জন = ১,৮০,০০০ প্যাকেট।
	০২	কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে গর্ভবতীমাদের সেবা দান ক্যাম্প	১৭ টি সিসি × ১২ মাস ×৩০০০ টাকা=৬,১২,০০০/- টাকা।	৩৩৪৭ জন গর্ভবতী	১৭ ×১২ মাস ২০৪ টি ক্যাম্প।

	০৩	যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগী সনাক্ত করণ ক্যাম্প	১,৫০,০০০ টাকা	৫০ ক্যাম্প × ৭০ জন =৩৫০০ জন।	৫০ টি ক্যাম্প।
২০১৫-২০১৬	০১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০১৬-২০১৭	(১+২+৩) + ৪	৯৬ টি অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র টিকাদান কাজের উন্নয়ন লক্ষ্যে চেয়ার টেবিল ক্রয়।	চেয়ার ৯৬,০০০/- টাকা টেবিল ২,৮৮,০০০/- টাকা	শিশু-৩১৩১ জন ১৫-৪৯ বছর মহিলা ১৪৮৩৯ জন গর্ভবতী-৩৩৪৭ জন	চেয়ার৯৬×২=১৯২ টি টেবিল-৯৬ টি।
২০১৭-২০১৮	(১+২+৩) + ৫	যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগীর পুষ্টি সহায়তা (মাল্টিভিটামিন, হাইপটেন্স দুধ, ডিম ইত্যাদি)	২০ টাকা প্রতিদিন হিসাবে ১ মাস ৯,০০,০০০/- টাকা	যক্ষা-১০০০ জন কুষ্ঠ-৫০ জন	৬০০/- টাকা প্রতি জন প্রতি মাসে মোট ১০৫০ জন
২০১৮-২০১৯		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ ২০১৪-২০১৯

গৃহীত কার্যক্রম	কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য	কে কাজটি করবে	অর্থের উৎস	কখন করা হবে	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
পরিবার পরিকল্পনা সেবা (অস্থায়ী পদ্ধতি- খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকটেবলস)	পরিকল্পিত পরিবার গঠন	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ/পিআইসি কমিটি	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	২০১৪-২০১৯	বিভাগীয় অর্থায়নে	উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য অর্থায়নে
ইমপণ্ড্যান্ট প্রয়োগ (দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি)	পরিকল্পিত পরিবার গঠন	,,	,,	,,	–	–
আই ইউ ডি (দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি)	পরিকল্পিত পরিবার গঠন	,,	,,	,,	–	–
স্থায়ী পদ্ধতি (পুর“ষ ও মহিলা)	পরিকল্পিত পরিবার গঠন	,,	,,	,,	–	–
গর্ভবতী পরিচর্যা	মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করণ	,,	,,	,,	–	–
গর্ভত্তোর পরিচর্যা	মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করণ	,,	,,	,,	–	–
ডেলিভারী	মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করণ	,,	,,	,,	–	–
শিশু পরিচর্যা	শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করণ	,,	,,	,,	–	–
মমিনপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিধান	”	”	২০১৪-২০১৫	১২০০০০০/-	-
গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করণ এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার বৃদ্ধি	,,	উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট/ উপজেলা পরিষদ	২০১৪-২০১৫	–	৪,৭৫,০০০/-
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ ও স্যানিটারী ন্যাপকিন সরবরাহ	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমন হ্রাস করণ	,,	,,	২০১৫-২০১৬	–	৪,৫০,০০০/-
পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে পুর“ষের অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	,,	,,	২০১৬-২০১৭	–	৩,৫০,০০০/-
মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	মাও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং পুষ্টি দুরী করণ	,,	,,	২০১৭-২০১৮	–	৩,৫০,০০০/-
পরিবার পরিকল্পনা স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির গ্রহীতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক সভা	পরিবার পরিকল্পনা স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির গ্রহীতা বৃদ্ধি	,,	,,	২০১৮-২০১৯	–	৪,৭৫,০০০/-

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সদর, রংপুরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমান	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমান	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমান	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমান	মোট (লক্ষ টাকা)	সুফল ভোগীদের সংখ্যা (জন)	পরিমান
		২০১৪-২০১৫			২০১৫-২০১৬			২০১৬-২০১৭			২০১৭-২০১৮			২০১৮-২০১৯		
১	পরিবার পরিকল্পনা সেবা (অস্থায়ী পদ্ধতি-খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকটেবলস)	–	৮৭০০০	–	১০৮০০০০/-	৮৮৫০০	–	–	৯০০০০	–	–	৯১৫০০	–	–	৯৩০০০	–
২	ইমপণ্ড্যান্ট প্রয়োগ (দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি)	১০২০০০০/-	১৭০০	–	৪৩৯৮৩৫/-	১৮০০	–	১১৪০০০০/-	১৯০০	–	১২০০০০০/-	২০০০	–	১২৬০০০০ /-	২১০০	–
৩	আই ইউ ডি (দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি)	৩৯৯৮৫০/-	৭২৭	–	১১৭০০০০০/-	৭৯৯	–	৪৮৩৮১৮/-	৮৭৯	–	৫৩২২০০/-	৯৬৭	–	৫৮৫৪২০/-	১০৬৪	–
৪	স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা)	১১৩৭৫০০০/-	৩৫০০	–	–	৩৬০০	–	১২০২৫০০০/-	৩৭০০	–	১২৩৫০০০০/-	৩৮০০	–	১২৬৭৫০০ ০/-	৩৯০০	–
৫	গর্ভবতী পরিচর্যা	–	৬১৫০	–	–	৬৩০০	–	–	৬৪৫০	–	–	৬৬০০	–	–	৬৭৫০	–
৬	গর্ভত্তোর পরিচর্যা	–	৫১০০	–	–	৫৩০০	–	–	৫৫০০	–	–	৫৭০০	–	–	৫৯০০	–
৭	ডেলিভারী	–	২১০০	–	–	২২০০	–	–	২৩০০	–	–	২৪০০	–	–	২৫০০	–
৮	শিশু পরিচর্যা	–	১২০০০	–	–	১৩০০০	–	–	১৪০০০	–	–	১৫০০০	–	–	১৬০০০	–

উপজেলা কৃষি অফিস, সদর, রংপুর এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা				
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
১	সরিষা চাষ সম্প্রসারণ	১৫০ হেঃ	১৭৫হেঃ	২০০হেঃ	২৫০হেঃ	৩০০হেঃ
২	গম চাষ সম্প্রসারণ	১৫০ হেঃ	১৭০ হেঃ	১৯৫ হেঃ	২২০ হেঃ	২৫০ হেঃ
৩	তিল চাষ সম্প্রসারণ	১০হেঃ	১২হেঃ	১৫হেঃ	২০হেঃ	২৫হেঃ
৪	মুগ ডাল চাষ সম্প্রসারণ	১০হেঃ	১৫হেঃ	২৫হেঃ	৩০হেঃ	৪৫হেঃ
৫	সবুজ সার উৎপাদন (ধৈঞ্চা)	৫০হেঃ	৬৫হেঃ	৭৫হেঃ	৮৫হেঃ	১০০হেঃ
৬	জৈবিক বালাইনাশক ব্যবহারে সবজি ও ফল উৎপাদন	৩০হেঃ	৫০হেঃ	৭৫হেঃ	১০০হেঃ	১৫০হেঃ
৭	ইউরিয়া সাশ্রয়ে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার	১৫০হেঃ	৩০০হেঃ	৫৫০হেঃ	৭৫০হেঃ	১০০০হেঃ
৮	পলিথিন ঢাকা বোরো বীজতলা স্থাপন	৩০হেঃ	৫০হেঃ	৭৫হেঃ	১০০হেঃ	১৫০হেঃ
৯	ভার্মি (কেচোঁ) কম্পোষ্ট তৈরী	২০০টি	৩০০টি	৪০০টি	৫০০টি	৬০০টি
১০	গর্ত কম্পোষ্ট তৈরী	২০০টি	৩০০টি	৪০০টি	৫০০টি	৬০০টি

উপজেলা মৎস্য অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা				
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
০১	মৎস্য সম্পদ জরীপ	√				
০২	এল এফ এস গঠন	১৮ টি	১৮ টি	৯ টি	১২ টি	১০ টি
০৩	কার্প মিশ্র চাষ প্রক্ষিণ	০২ টি	০৩ টি	০৩ টি	০৩ টি	০৪ টি
০৪	তেলাপিয়া ও কৈ চাষ প্রক্ষিণ	০৬ টি	০৯ টি	০৯ টি	০৯ টি	১০ টি

০৫	কার্প মিশ্রচাষ প্রদর্শনী স্থাপন	০৬ টি	০৯ টি	০৯ টি	০৯ টি	০৯ টি
০৬	মনোসেক্স তেলাপিয়া প্রদর্শনী স্থাপন	০৭ টি	১০ টি	১০ টি	১০ টি	১০ টি
০৭	নার্সারী প্রদর্শনী স্থাপন	০৭ টি	১০ টি	১০ টি	১০ টি	১০ টি
০৮	মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন	০৭ টি	০৭ টি	০৫ টি	০৫ টি	০৫ টি
০৯	বিল নার্সারী স্থাপন	০১ টি	০২ টি	০২ টি	০২ টি	০২ টি
১০	অভয়াশ্রম স্থাপন	০১ টি	০১ টি	০১ টি	০১ টি	০১ টি
১১	পোনা মাছ অবমুক্তকরন	৬৬০ কেজি	৭০০কেজি	৮০০কেজি	৮৫০ কজি	১০০০ কেজি
১২	মাছ উৎপাদন	৯২৬.০৪ মে.টন	৯৬০.০ মে.টন	৯৯৫.০০ মে.টন	১০৩৫.০০ মে.টন	১০৭৫.০০ মে.টন

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮ -২০১৯

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	অর্থ বছর									
		২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭		২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯	
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা
১	গবাদিপ্রাণির চিকিৎসা	১.৩০	৮৮৭০	১.৫০	১০৮৯০	১.৭০	১৩৯৮০	১.৯০	১৭৭৬০	২.৯০	১৯৯৮৭
২	হাঁস-মুরগির চিকিৎসা	১.৫০	৮৮৭০	১.৭	১০৮৯০	১.৭০	১৩৯৮০	১.৯০	১৭৭৬০	২.১১	১৯৯৮৭
৩	গবাদিপ্রাণির টিকা	২.৫০	৮৮৭০	২.৭	১০৮৯০	২.৮	১৩৯৮০	২.৯	১৭৭৬০	৩.০০	১৯৯৮৭
৪	হাঁস-মুরগির টিকা	২.০০	৮৮৭০	২.৩০	১০৮৯০	২.৫০	১৩৯৮০	২.৭০	১৭৭৬০	৩.০০	১৯৯৮৭
৫	কৃত্রিম প্রজনন	২.৪০	৮৮৭০	২.৫০	১০৮৯০	২.৯০	১৩৯৮০	৩.০০	১৭৭৬০	৩.৫০	১৯৯৮৭
৬	ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	০.৫০	১২০	০.৮০	১৫০	০.৯০	২৫০	১.০০	২৭০	১.২০	৩০০
৭	খামারী প্রশিক্ষণ	২.০০	৪০০০	২.২০	৭০০০	২.৫০	১১০০০	২.৯০	১৩০০০	৪.০০	১৫০০০
৮	প্রদর্শণী খামার স্থাপন	১.০০	১০০	১.৩০	১৫০	১.৪০	২০০	১.৭০	২৫০	২.০০	২৫০

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-২০১৫ থেকে ২০১৮-২০১৯

ক্র/নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫ অর্থবছর		২০১৫-২০১৬ অর্থবছর		২০১৬-২০১৭ অর্থবছর		২০১৭-২০১৮ অর্থবছর		২০১৮-২০১৯ অর্থবছর	
		লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ)	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ)	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ)	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ)	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ)
১	বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	৪ টি	২২০	৪ টি	২২০	৩ টি	১৫৬	৪ টি	২২০	৩ টি	১.৫৬
২	বিদ্যালয় ভবন মেরামত	৬ টি	১৫	৬ টি	১৫	৬ টি	১৫	৬ টি	১৫	৬ টি	১৫
৩	মাল্টিমিডিয়া, মডেম ও কম্পিউটার সরবরাহ করে ডিজিটাল ক্লাসরুম প্রস্তুত	৮ টি	১৬	৮ টি	১৬	৮ টি	১৬	৮ টি	১৬	৮ টি	১৬
৪	বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয়	৫ টি	১০	৫ টি	১০	৫ টি	১০	৫ টি	১০	৫ টি	১০
৫	বেঞ্চ ক্রয়	১২০ জোড়া	৬	১০০ জোড়া	৬	১২০ জোড়া	৬	১৫০ জোড়া	৭.৫	৮০০ জোড়া	৪০
৬	বাদ্যযন্ত্র ক্রয়	৫সেট	২	৫ সেট	২	৪ সেট	-	৫ সেট	১.৬	৪ সেট	১.৬
৭	অফিসের ফটোকপিয়ার ক্রয়	১টি	১.৫	-	-	-	-	-	--	-	-
৮	শিক্ষা অফিসের আসবাব পত্র ক্রয়	১টি	১	-	-	-	-	-	-	-	-
৯	সীমানা প্রচীর নির্মাণ	৪টি	২০	৫টি	২৫	৮টি	৪০	৫টি	২৫	৪টি	২০
১০	ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	৫টি	৩৫	১০টি	৭০	৮টি	৫৬	৮টি	৫৬	৮টি	২০
১১	শ্রেণি কক্ষ সম্প্রসারণ	৮টি	২৪	৯টি	২৭	১০টি	৩০	৭ টি	২১	৮টি	২৪
১২	বিদ্যুৎ সংযোগ	৩ টি	.৪৫	৮টি	১.২	৮টি	১.২	৮টি	১.২	৮টি	১.২
১৩	পাঠাগার স্থাপন	২০ টি	১০	২০ টি	১০	২০ টি	১০	২০ টি	১০	২০ টি	১০
১৪	শিক্ষা উপকরণ ক্রয়	২০ টি	১০	২০ টি	১০	২০ টি	১০	২০ টি	১০	২০ টি	১০
১৫	বই সংরক্ষণ গোডাউন নির্মাণ			১টি	৩০						
১৬	মিনি শিশুপার্ক স্থাপন	১০টি	১০	১০টি	১০	১০টি	১০	১০টি	১০	১০টি	১০

উপজেলা মাধ্যমিক অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-২০১৯

অর্থ বছর	ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ	মন্তব্য
২০১৪-২০১৫	০১	উপবৃত্তি কার্যক্রম	মাধ্যমিক	১,৮০,৯০,০০০/-	১০৬৩৬		সম্ভাব্য
			উচ্চ মাধ্যমিক	৪৭,৪৮,৭৬০/-	২৭৪৩		
			স্নাতক (পাস)	১,৮৯,৪৫,০২০/-	৩৩৭১		
২০১৫-২০১৬	০২	উপবৃত্তি কার্যক্রম	মাধ্যমিক	১,৮৯,৯৪,৫০০/-	১১১৬৭		সম্ভাব্য
			উচ্চ মাধ্যমিক	৪৯,৮৬,০০০/-	২৮৮০		
			স্নাতক (পাস)	১,৯৮,৯২,০০০/-	৩৫৩৯		
২০১৬-২০১৭	০৩	উপবৃত্তি কার্যক্রম	মাধ্যমিক	১,৯৯,৪৪,২০০/-	১১৭২৫		সম্ভাব্য
			উচ্চ মাধ্যমিক	৫২,৩৫,৩০০/-	৩০২৪		
			স্নাতক (পাস)	২,০৮,৮৬,০০০/-	৩৭১৫		
২০১৭-২০১৮	০৪	উপবৃত্তি কার্যক্রম	মাধ্যমিক	২,০৯,৪০,০০০/-	১২৩১১		সম্ভাব্য
			উচ্চ মাধ্যমিক	৫৪,৯৭,০০০/-	৩১৭৫		
			স্নাতক (পাস)	২,১৯,৩০,০০০/-	৩৯০০		

২০১৮-২০১৯	০৫	উপবৃত্তি কার্যক্রম	মাধ্যমিক	২,১৯,৮৭,০০০/-	১২৯২৬		সম্ভাব্য
			উচ্চ মাধ্যমিক	৫৭,৭১,০০০/-	৩৩৩৩		
			স্নাতক (পাস)	২,৩০,২৬,০০০/-	৪০৯৫		

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয, এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-২০১৯

ক্র ঃ নং	কর্মসুচির বিবরণ	২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭		২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯	
		মোট (লক্ষ) টাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট (লক্ষ) টাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট (লক্ষ) টাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট (লক্ষ) টাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট (লক্ষ) টাকা	উপকার ভোগীর সংখ্যা
১	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	৩৬.৯৮	৭৬৮৭জন	৩৬৮.৯৮	৭৬৮৭জন	৩৬৮.৯৮	৭৬৮৭জন	৩৬৮.৯৮	৭৬৮৭ জন	৩৬৮.৯৮	৭৬৮৭ জন
২	বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	১২৭.৭৩	২৬৬১জন	১২৭.৭৩	২৬৬১জন	১২৭.৭৩	২৬৬১জন	১২৭.৭৩	২৬৬১ জন	১২৭.৭৩	২৬৬১ জন
৩	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম	১৯৭.২৮	৪১১জন	১৯৭.২৮	৪১১জন	১৯৭.২৮	৪১১জন	১৯৭.২৮	৪১১ জন	১৯৭.২৮	৪১১ জন
৪	অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	৫৭.৭৮	৯৬৩জন	৫৭.৭৮	৯৬৩জন	৫৭.৭৮	৯৬৩জন	৫৭.৭৮	৯৬৩ জন	৫৭.৭৮	৯৬৩ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম	৯.৫০	১৭০জন	৯.৫০	১৭০জন	৯.৫০	১৭০জন	৯.৫০	১৭০ জন	৯.৫০	১৭০ জন
৬	পলণ্টী সমাজসেবা কার্যক্রম	৮.০০	৮০জন	৯.০০	৯০জন	৮.০০	৮০জন	৮.০০	৮০ জন	৮.০০	৮০ জন
৭	এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পূর্ণবাসন কার্যক্রম	.১৮	২জন	.৩০	৩জন	.৪০	৪জন	.৪৫	৩ জন	.৬০	৪ জন
৮	বেসরকারী এতিমখানার ক্যাপিচেশন গ্রান্ট প্রদান কার্যক্রম	৯.১২	৭৬জন	১০০	১২জন	১০০	১২জন	১৪.৪০	১২০ জন	১৫.৬০	১৩০ জন
৯	স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের এককালীন অনুদান প্রদান কার্যক্রম	১.১০	১১টি	১.২০	১২টি	১.৩০	১৩টি	১.৪০	১৪ টি	১.৫০	১৫টি
১০	নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদান কার্যক্রম	.৬০	১২জন	১.০০	১০জন	১.৩০	১৩জন	১.৪০	১৪ জন	২.০০	২০ জন
১১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরিপ কার্যক্রম	–	৪৭০০জন	–	৩০০জন	–	৩০০জন	–	৩০০ জন	–	৩০০ জন

উপজেলা প্রকৌশল বিভাগের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-২০১৯

অর্থ বৎসর	ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
২০১৪-২০১৫	০১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৫,৪২২,০০০.০০	৩০,০০০.০০(ত্রিশ হাজার)	–
২০১৫-২০১৬	০২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৬,০০০,০০০.০০	৩৫,০০০.০০(পয়ত্রিশ হাজার)	–
২০১৬-২০১৭	০৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৬,৮০০,০০০.০০	৪৫,০০০.০০(পঁয়চলি- শ হাজার)	–
২০১৭-২০১৮	০৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৮,০০০,০০০.০০	৫৫,০০০.০০(পঞ্চান্ন হাজার)	–
২০১৮-২০১৯	০৫	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৯,০০০,০০০.০০	৬৫,০০০.০০(পয়ষট্রি হাজার)	–

উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০১৮-২০১৯

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭		২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯	
		লক্ষ টাকায়	উপকারভোগী	লক্ষ টাকায়	উপকারভোগী	লক্ষ টাকায়	উপকারভোগী	লক্ষ টাকায়	উপকারভোগী
০১	প্রশিক্ষণ	৩০০০০/-	৯০ জন	৪০০০০/-	১০০ জন	৫০০০০/-	১২০ জন	৬০০০০/-	১৪০ জন
০২	যুবঋণ	৫.৭৯	২৬ জন	৫০	৪০ জন	৫০	৫০ জন	৫০	৬০
০৩	যৌতুক বিরোধী কর্মসূচী	-	২০ জন	-	৩০ জন	-	৫০ জন	-	৬০
০৪	বাল্য বিবাহ রোধ	-	১৫ জন	-	১৭ জন	-	২০ জন	-	২৫
০৫	স্যানিটেশন কর্মসূচি	-	১০ জন	-	১৫ জন	-	২৫ জন	-	৩০
০৬	বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি	-	১০০ জন	-	১৫০ জন	-	১৭৫ জন	-	২০০
০৭	কর্মশালার আয়োজন	৫০০০০/-	৩০ জন	৬০০০০/-	৩৫ জন	৭০০০০/-	৪৫ জন	৮০০০০/-	৫০

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-২০১৯

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
		২০১৪-২০১৫			২০১৫-২০১৬			২০১৬-২০১৭			২০১৭-২০১৮			২০১৮-২০১৯		
১	দরিদ্র মা'র মাতৃত্ব ভাতা	৫,৩৭,৬০০/-	২৫৬ জন	৫,৩৭,৬০০/-	১২.৯	২১৫	-	১৩.৫	২১৫	-	১৪.১	২৩৫	-	১৫	২৫০	-
২	ভিজিডি কর্মসুচি	-	১১০১ জন	৩৯৬,৩৬০ মেঃ টন	-	১১০১	৩৯৬ মেটন	-	১২১১	৪৩৫ মেটন	-	১৩৩২	৪৭৯ মেটন	-	১৪৬৫	৫২৭ মেটন
৩	মহিলা প্রশিক্ষন কেন্দ্র	২,৫৫,০০/-	২০০জন	১,৪৯,৭৮০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	যৌতুক বিরোধী সচেতনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করণ সভা	বরাদ্দ নাই	৩০০ জন	বরাদ্দ নাই	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম	বরাদ্দ নাই	২০০ জন	বরাদ্দ নাই	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬	বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন	বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই		বরাদ্দ নাই	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী	৪.৫	৫১		৬	৬০		৭	৭০		৮	৮০		৯	৯০	

উপজেলা প্রকল্প বাস্বায়ন অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪ -২০১৯

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫		
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
১	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)	–	৪,৫৪০	৭৫৬.২২৬৯ মেঃ টন
২	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)	–	–	–
৩	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি.আর)	–	৮,৪০০	১,৪৩২.৯৪০ মেঃ টন
৪	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থাপন কর্মসুচি (ইজিপিপি)	১,৪৮,০৮,৮৮	১৬৪৮	–
৫	সেতু / কালভার্ট প্রকল্প	৫৬,৪৯,১৩২	১৫,০০০	–
৬	ভিজিএফ কর্মসুচি	–	৫১,৫৪৪	৫১৫.৪৪০ মেঃ টন
৭	শীত বস্ত্র বিতরণ	–	২,০৫০ পিস	২,০৫০ পিস

৮	ঢেউটিন বিতরণ	–	৬২ টি পরিবার	৬২ বান্ডিল
২০১৫-২০১৬				
১	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)	–	৪,৫৪০	৭৫৬.২২৬ মেঃ টন
২	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)	–	–	–
৩	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি.আর)	–	৫,৮০০	১,১০৪.০০মেঃ টন
৪	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থাপন কর্মসুচি (ইজিপিপি)	১১৮.১০	২,০৬০	–
৫	সেতু / কালভার্ট প্রকল্প	৬০.০০	২৪,০০০	–
৬	ভিজিএফ কর্মসুচি	–	৫১,৫৪৪	৫১৫.৪৪০ মেঃ টন
৭	শীত বস্ত্র বিতরণ	–	১,৫১৮ পিস	১,৫১৮ পিস
৮	ঢেউটিন বিতরণ	–	৭০ টি পরিবার	৭০ বান্ডিল
২০১৬-২০১৭				
১	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)	–	৪,৬৪০	৭৭৫.০০০ মেঃ টন
২	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)	–	–	–
৩	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি.আর)	–	৬,০০০	১,০৪০.০০ মেঃ টন
৪	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থাপন কর্মসুচি (ইজিপিপি)	১৪৮.০৯০	১৬৫০	–
৫	সেতু / কালভার্ট প্রকল্প	৬৯.১১	২৫,০০০	–
৬	ভিজিএফ কর্মসুচি	–	৫০,০০০	৫০০.০০ মেঃ টন
৭	শীত বস্ত্র বিতরণ	–	২,০০০ পিস	২,০০০ পিস
৮	ঢেউটিন বিতরণ	–	৬০ টি পরিবার	৬০ বান্ডিল
২০১৭-২০১৮				
১	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)	–	৫,০০০	৭৮০.০০০ মেঃ টন
২	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)	১০০.৫০	৩,০০০	–
৩	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি.আর)	–	৬,৫০০	১,১০৪.০০ মেঃ টন
৪	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থাপন কর্মসুচি (ইজিপিপি)	১২০.০০	১,৫০০	–
৫	সেতু / কালভার্ট প্রকল্প	৭০.০০	২৮,০০০	–
৬	ভিজিএফ কর্মসুচি	–	৪৫,০০০	৪৫০.০০০ মেঃ টন
৭	শীত বস্ত্র বিতরণ	–	১,৮০০ পিস	১,৮০০ পিস
৮	ঢেউটিন বিতরণ	–	৬৫ টি পরিবার	৬৫ বান্ডিল
২০১৮-২০১৯				
১	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)	–	৫,০০০	৭৮০.০০০ মেঃ টন
২	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)	১০০.০০	৩,৫০০	–
৩	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি.আর)	–	৬,০০০	১,০৫০.০০ মেঃ টন

৪	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থাপন কর্মসুচি (ইজিপিপি)	১২২.০০	১,৪০০	–
৫	সেতু / কালভার্ট প্রকল্প	৬৯.১১	২৫,০০০	–
৬	ভিজিএফ কর্মসুচি	–	৪০,০০০	৪০০.০০০ মেঃ টন
৭	শীত বস্ত্র বিতরণ	–	১,৫১৮ পিস	১,৫১৮ পিস
৮	ঢেউটিন বিতরণ	–	৬০ টি পরিবার	৬০ বান্ডিল

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-২০১৯

অর্থ বৎসর	ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
২০১৪-১৫	১	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় পানির উৎস স্থাপন	৩.৫০	৮৫০ জন	১৬ টি
	২	PEDP-3 প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Wash Block স্থাপন।	৯৬.০০	৫০০০ জন	২৪ টি
	৩	হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামুল্যে রিং-স্- াব বিতরণ।	৫.০০	২৫০০ জন	৫০০ সেট
	৪	অগভীর নলকুপ (আর্সেনিক মুক্ত)	১.০০	৬০	৬ সেট
২০১৫-১৬	১	পানির উৎস স্থাপন।	৪.০০	১০০০ জন	২০ টি
	২	PEDP-3 প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Wash Block স্থাপন।	১০০.০০	৬০০০ জন	২৫ টি
	৩	হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামুল্যে রিং-স্- াব বিতরণ।	৫.০০	২৫০০ জন	৫০০
২০১৬-১৭	১	পানির উৎস স্থাপন।	৬.০০	২৫০০ জন	৫০ টি
	২	PEDP-3 প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন।	৮.০০	৫০০০ জন	২৫ টি
	৩	PEDP-3 প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Wash Block স্থাপন।	১১০.০০	৭০০০ জন	২৫ টি
	৪	হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামুল্যে রিং-স্- াব বিতরণ।	৭.৫০	২৫০০ জন	৫০০ সেট
২০১৭-১৮	১	পানির উৎস স্থাপন।	৩০.০০	৫০০০ জন	১০০ টি
	২	PEDP-3 প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Wash Block স্থাপন।	১২৫.০০	৭০০০ জন	২৫ টি
২০১৮-১৯	১	পানির উৎস স্থাপন।	১৫.০০	২৫০০ জন	৫০ টি
	২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Toilet & Wash Point স্থাপন।	৮০.০০	৪০০০ জন	২০ টি

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-২০১৯

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫		
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
১	সমিতি/ দল গঠন	–	২৫০	১০টি
২	পুজি গঠন (শেয়ার, সঞ্চয়)	২.৫০	–	–
৩	প্রশিক্ষণ	১.১৫	৪৫০	–
৪	অডিট, এজিএম, নির্বাচন	–	–	২২৩
৫	অকার্যকর সমিতি/ দল	–	–	৫০
৬	ঋণ বিতরণ	৩৫০.০০	১৭৫০	–
৭	ঋণ আদায়	২৮০.০০	১৪০০	–
২০১৫-২০১৬				
১	সমিতি/ দল গঠন	–	২০০	০৮টি
২	পুজি গঠন (শেয়ার, সঞ্চয়)	৩.০০	–	–
৩	প্রশিক্ষণ	১.১৬	৪৫৫	–
৪	অডিট, এজিএম, নির্বাচন	–	–	২২৫
৫	অকার্যকর সমিতি/ দল	–	–	৪৫
৬	ঋণ বিতরণ	৩৭৫.০০	১৮৭৫	–
৭	ঋণ আদায়	৩০০.০০	১৫০০	–
২০১৬-২০১৭				
১	সমিতি/ দল গঠন	–	১৭৫	০৭টি
২	পুজি গঠন (শেয়ার, সঞ্চয়)	৩.২৫	–	–
৩	প্রশিক্ষণ	১.১৭	৪৬০	–
৪	অডিট, এজিএম, নির্বাচন	–	–	২২৭
৫	অকার্যকর সমিতি/ দল	–	–	৪০
৬	ঋণ বিতরণ	৪০০.০০	২০০০	–
৭	ঋণ আদায়	৩২০.০০	১৬০০	–
২০১৭-২০১৮				
১	সমিতি/ দল গঠন	–	১৫০	০৬টি
২	পুজি গঠন (শেয়ার, সঞ্চয়)	৩.৫০	–	–
৩	প্রশিক্ষণ	১.১৮	৪৬৫	–
৪	অডিট, এজিএম, নির্বাচন	–	–	২২৭
৫	অকার্যকর সমিতি/ দল	–	–	৩৫
৬	ঋণ বিতরণ	৪২৫.০০	২১২৫	–
৭	ঋণ আদায়	৩৪০.০০	১৭০০	–
২০১৮-২০১৯				
১	সমিতি/ দল গঠন	–	১২৫	০৫টি
২	পুজি গঠন (শেয়ার, সঞ্চয়)	৪.০০	–	–

৩	প্রশিক্ষণ	১.২০	৪৭০	–
৪	অডিট, এজিএম, নির্বাচন	–	–	২৩০
৫	অকার্যকর সমিতি/ দল	–	–	৩৫
৬	ঋণ বিতরণ	৪৫০.০০	২২৫০	–
৭	ঋণ আদায়	৩৬০.০০	১৮০০	–

উপজেলা সমবায় অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-১৯

অর্থ বৎসর	ক্র/নং	কাজের বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
২০১৪-২০১৫	০১	টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের নিমিত্তে সদস্যদেরসমবায় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান	১,০০,০০০/-	৫০০ জন	
২০১৫-২০১৬	০২	টেকসই সমবায় সমিতি গঠনের নিমিত্তে সদস্যদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণ / কম্পিউটার /সেলাই আশ্রয়ন প্রকল্প / মৎস্যচাষ/ কৃষি প্রশিক্ষণ প্রদান	২,০০,০০০/-	১০০০ জন	
২০১৬-২০১৭	০৩	২০% সমিতিতে নিজস্ব অফিসঘর স্থাপন ও ডিজিটালাইজড করা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান	৫,০০,০০০/-	২০০০ জন	৬০ টি সমিতি
২০১৭-২০১৮	০৪	২৫% সমিতিতে নিজস্ব অফিসঘর স্থাপন ও ডিজিটালাইজড করা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ১ টি করে সমবায় বাজার স্থাপন। কেন্দ্রীয় সমিতির মাধ্যমে তহবিল গঠন।	১০,০০,০০০/-	৩০০০ জন	৪ টি সমবায় বাজার
২০১৮-২০১৯	০৫	উৎপাদনমুখী প্রতিটি সমিতির নিজস্ব বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা থাকবে। ৩০ ভাগ সমিতির নিজস্ব অফিসঘর থাকবে ও ডিজিটালাইজড। প্রতি ইউনিয়নে ১টি সফল সমিতিতে ই-সেবা সেন্টার চালু করা।	১২,০০,০০০/-	৫০০০ জন	৪ টি সমবায় বাজার ৪টি ই-সেবা সেন্টার ১০০ টি সমিতি

উপজেলা বন ও পরিবেশ অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৫-২০১৯

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫			মন্ড়ব্য
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	সংযোগ সড়কে/বাঁধের ধারে/সওজ সড়কের ধারে স্ট্রিপ বাগান সৃজন, শূন্যস্থান পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্য্যা ও দুই বছর পাহাড়া প্রদান	৭,০০,০০০/-	প্রত্যক্ষ-৫০ জন পরোক্ষ-২০০জন	১০.০ সিডলিং কিঃ মিঃ	
০২।	প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় চারা রোপণ	১৭,০০০/-	২০টি প্রতিষ্ঠান	১,০০০টি চারা	
০৩।	বিক্রয়-বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন	৭৫,০০০/-	স্থানীয় জনসাধারণ	১৫,০০০টি	
০৪।	প্রশিক্ষণ প্রদান (৩ দিনের জন্য ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়)	৬০,০০০/-	৫০ জন	–	

২০১৫-২০১৬ আর্থিক সাল

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫			মন্ড়ব্য
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	সংযোগ সড়কে/বাঁধের ধারে/সওজ সড়কের ধারে স্ট্রিপ বাগান সৃজন, শূন্যস্থান পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্য্যা ও দুই বছর পাহাড়া প্রদান	১৭,৫০,০০০/-	প্রত্যক্ষ-১২৫ জন পরোক্ষ-৫০০জন	২৫.০ সিডলিং কিঃ মিঃ	
০২।	প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় চারা রোপণ	৩৪,০০০/-	৪০টি প্রতিষ্ঠান	২,০০০টি চারা	
০৩।	বিক্রয়-বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন	১,২৫,০০০/-	স্থানীয় জনসাধারণ	২৫,০০০টি	
০৪।	পুকুর খনন ও পুকুরপাড় বনায়ন	৭,৮০,৫০০/-	স্থানীয় জনসাধারণ	১টি	
০৫।	প্রশিক্ষণ প্রদান (৩ দিনের জন্য ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়)	১,৫০,০০০/-	১২৫ জন	–	

২০১৬-২০১৭ আর্থিক সাল

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫	মন্ড়ব্য

নং		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	সংযোগ সড়কে/বাঁধের ধারে/সওজ সড়কের ধারে স্ট্রিপ বাগান সৃজন, শূন্যস্থান পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্য্যা ও দুই বছর পাহাড়া প্রদান	১৪,০০,০০০/-	প্রত্যক্ষ-১০০ জন পরোক্ষ-৪০০জন	২০.০ সিডলিং কিঃ মিঃ	
০২।	প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় চারা রোপণ	৩৪,০০০/-	৪০টি প্রতিষ্ঠান	২,০০০টি চারা	
০৩।	বিক্রয়-বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন	১,২৫,০০০/-	স্থানীয় জনসাধারণ	২৫,০০০টি	
০৪।	প্রশিক্ষণ প্রদান (৩ দিনের জন্য ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়)	১,২০,০০০/-	১০০ জন	–	

২০১৭-২০১৮ আর্থিক সাল

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫			মন্তব্য
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	সংযোগ সড়কে/বাঁধের ধারে/সওজ সড়কের ধারে স্ট্রিপ বাগান সৃজন, শূন্যস্থান পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্য্যা ও দুই বছর পাহাড়া প্রদান	১৭,৫০,০০০/-	প্রত্যক্ষ-১২৫ জন পরোক্ষ-৫০০জন	২৫.০ সিডলিং কিঃ মিঃ	
০২।	প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় চারা রোপণ	৫১,০০০/-	৬০টি প্রতিষ্ঠান	৩,০০০টি চারা	
০৩।	বিক্রয়-বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন	১,২৫,০০০/-	স্থানীয় জনসাধারণ	২৫,০০০টি	
০৪।	প্রশিক্ষণ প্রদান (৩ দিনের জন্য ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়)	১,২০,০০০/-	১০০ জন	–	

২০১৮-২০১৯ আর্থিক সাল

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫			মন্তব্য
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	সংযোগ সড়কে/বাঁধের ধারে/সওজ সড়কের ধারে স্ট্রিপ বাগান সৃজন, শূন্যস্থান পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্য্যা ও দুই বছর পাহাড়া প্রদান	২১,০০,০০০/-	প্রত্যক্ষ-১৫০ জন পরোক্ষ-৬০০জন	৩০.০ সিডলিং কিঃ মিঃ	
০২।	প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় চারা রোপণ	৫১,০০০/-	৬০টি প্রতিষ্ঠান	৩,০০০টি চারা	
০৩।	বিক্রয়-বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন	১,২৫,০০০/-	স্থানীয় জনসাধারণ	২৫,০০০টি	
০৪।	প্রশিক্ষণ প্রদান (৩ দিনের জন্য ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়)	১,৮০,০০০/-	১০০ জন	–	

৫.৩ উপজেলা পরিষদের অহস্তান্তরিত বিভাগের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৫-২০১৯

উপজেলা বরেন্দ্র উন্নয়ন অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৫-২০১৯

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-১৫		
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
১	গভীর নলকূপ স্থাপন	৭৩.৮৭	১৯৪৪	৩২ টি
২	সেচনালা নির্মাণ	৫৬.৮৪	৮১৬	২১ কিঃ মিঃ
৩	বিদ্যুৎ লাইন নির্মান	৮.৩১	২৬৭৬	২২ কিঃ মিঃ
৪	কৃষক প্রশিক্ষণ	০.৬	১২০	১২০
		২০১৫-২০১৬		
১	গভীর নলকূপ স্থাপন	৮৮.৬৪	২৩৩৩	৪০ টি
২	সেচনালা নির্মাণ	৬৮.২	৯৭৯	২৫ কিঃ মিঃ
৩	বিদ্যুৎ লাইন নির্মান	৯.৯৭	৩২১১	২৬ কিঃ মিঃ
৪	কৃষক প্রশিক্ষণ	০.৭২	১৫০	১৪৪
		২০১৬-২০১৭		
১	গভীর নলকূপ স্থাপন	১০৬.৩৬	২৭৯৮	৪৫ টি
২	সেচনালা নির্মাণ	৮১.৮৪	১১৭৫	২১ কিঃ মিঃ
৩	বিদ্যুৎ লাইন নির্মান	১১.৯৬	৩৮৫৩	২২ কিঃ মিঃ
৪	কৃষক প্রশিক্ষণ	০.৮৬	২০০	১২০
		২০১৭-২০১৮		
১	গভীর নলকূপ স্থাপন	১২৭.৬৩	৩৩৫৮	৫৪ টি
২	সেচনালা নির্মাণ	৯৮.২	১৪১০	৩৬ কিঃ মিঃ
৩	বিদ্যুৎ লাইন নির্মান	১৪.৩৫	৪৬২৪	৩৭ কিঃ মিঃ
৪	কৃষক প্রশিক্ষণ	১.০০	২২৫	২০৮
		২০১৮-২০১৯		
১	গভীর নলকূপ স্থাপন	১৫৩.১৫	৩৪৩০	৬৫ টি
২	সেচনালা নির্মাণ	১১৭.৮	১৬৯২	৪৩ কিঃ মিঃ
৩	বিদ্যুৎ লাইন নির্মান	১৭.২২	৫৫৪৯	৪৪ কিঃ মিঃ
৪	কৃষক প্রশিক্ষণ	১.২	২৫০	২৫০

উপজেলা ভূমি অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-১৫

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫		
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
১	খাস জমি বন্দোবস্ত	–	২৫	৩.৫৮ একর
২	জমা খরিজসহ হালনাগাদকৃত রেকর্ড প্রদান	–	–	–
৩	ভূমি ব্যবস্থাপনা পরামর্শ প্রদান	–	–	–

উপজেলা নির্বাচন কমিশন অফিস-এর পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা : ২০১৪-১৫

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	২০১৪-২০১৫		
		মোট (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ
১	ভোটার তারিকা	০০	৪৭৪২৩১	৪৭৪২৩১
২	আইডি কার্ড প্রস্ত্তুত	০০	৪৭৩৭৩৬	৪৭৩৭৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপজেলা পরিষদের বাজেট

৬.১ উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া :

রংপুর সদর উপজেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (২০০৯ এবং ২০১১ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট তৈরীর প্রক্রিয়া শুর করে। এই বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় রংপুর সদর উপজেলা পরিষদ নিম্নোক্ত ধাপ অনুসরণ করেছে।

প্রথমত : উপজেলা পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের খসড়া বাজেট তৈরির জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা নিয়ে একটি পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : উপজেলা পরিষদ হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার বিষয়ে একটি কর্মশালার মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত : উপজেলা পরিষদ স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং বিশেণ্টষণ করা হয়েছে। অতঃপর স্থায়ী কমিটিসমূহ জনগণের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাজেট প্রস্তাব তৈরি করে পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটিকে প্রদান করেছে।

চতুর্থত : পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি প্রস্তাবিত খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাজেট পর্যালোচনা করে উপজেলা পরিষদের খসড়া উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাজেট তৈরি করেছে।

পঞ্চমত : উপজেলা পরিষদ আইনের ৩৮ ধারা অনুযায়ী অর্থ বছর শুর হওয়ার ষাট দিন পূর্বে রংপুর সদর উপজেলা পরিষদ খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাজেটের অনুলিপি উপজেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে জনসাধারণের অবগতি, মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য প্রদর্শন করেছে।

ষষ্ঠত : রংপর সদর উপজেলা পরিষদ প্রস্তাবিত খসড়া বাজেটের ওপর মন্তব্য ও পরামর্শের গ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদের একটি বিশেষ সভা আহবান করে এবং উক্ত বিশেষ সভায় উপজেলার হস্তান্তরিত, অহস্তান্তরিত অন্যান্য বিভাগসমূহ এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিসহ উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের খসড়া বাজেটের উপর বাস্তবসম্মত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে।

সপ্তমত : মতামত ও পরামর্শের আলোকে খসড়া বাজেটটি সমন্বয় করে উপজেলা পরিষদের সভায় বাজেটটি অনুমোদন করা হয় এবং অনুমোদিত বাজেটের অনুলিপি স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশিণ্টষ্ট জাতীয় সংসদ, জেলা প্রশাসক, রংপুর এবং বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর-এর নিকট দাখিল করা হয়।

৬.২ রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট :

ফরম -ক
(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর

বাজেট সার-সংক্ষেপ

অর্থ বৎসর : ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৫-২০১৬
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি	–	–	
	রাজস্ব	৭৪,০২,২৯৭/৯৭	৯৪,১৩,৭০২/-	১,০০,৩২,১০০/-
	অনুদান	–	–	–
	মোট প্রাপ্তি	৭৪,০২,২৯৭/৯৭	৯৪,১৩,৭০২/-	১,০০,৩২,১০০/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৬৯,৭৩,৭৫৭/-	৯৩,৯৩,০২৬/-	৯৯,১০,০২৬/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৪,২৮,৫৪০/৯৭	২০৬৭৬/-	১,২২,০৭৪/-
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব	–	–	–
	উন্নয়ন অনুদান (এডিপি)	৬৪,৫৩,০০০/-	৯০,০০,০০০/-	১,১০,০০,০০০/-
	অনুদান (এলজিইডি)	–	–	–
	অনুদান (বাসাবাড়ি ও অফিস মেরামত খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ)	–	–	–
	মোট (খ)	৬৪,৫৩,০০০/-	৯০,০০,০০০/-	১,১০,০০,০০০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৬৮,৮১,৫৪০/৯৭	৯০,২০৬৭৬/-	১,১১,২২,০৭৪/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	৬৪,৫৩,০০০/-	৯০,০০,০০০/-	১,১০,০০,০০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত	৪,২৮,৫৪০/৯৭	২০৬৭৬/-	১,২২,০৭৪/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)			
	সমাপ্তি জের			

ফরম-খ
(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)
রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের বাজেট
অর্থ বৎসর-২০১৪-২০১৫

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্ত আয়

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৫-২০১৬
১	২	৩	৪
১। উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী ও অফিসের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়	৮,২৭,৫২৬/-	১০,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-
২। হাট-বাজার হতে ইজারালব্ধ আয় (৪১ %)	৮,১০,৩৩৯/-	৮,০৩,৬০২/-	৮,১০,০০০/-
৩। হাট-বাজার হতে ইজারালব্ধ আয় (১৫%)	২,৯৬,৪৬৫/-	২,৯৪,০০০/-	৩,০০,০০০/-
৪। হাট-বাজার হতে ইজারালব্ধ আয় (১০%)	১,৯৭,৬৪৩/-	১,৯৬,০০০/-	২,০০,০০০/-
৫। হাট-বাজার হতে ইজারলব্ধ (৫%)	৯৮,৮২১/-	৯৮,০০০/-	১,০০,০০০/-
৬। সরকার হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ	–	২০,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-
(ক)কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৪,১৪,৩৪০/-	৬,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-
(খ)যানবাহন, জ্বালানী ও মেরামত	৩,১৯,৫০০/-	৪,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
৭। রেজিস্ট্রেশন ফিসের ০১%	-	-	–
৮। ১% হারে ভূমি হস্তান্তরের উপর প্রাপ্ত কর	৪৪,১৫,৬২৬/৯৭	৪০,০০,০০০/-	৪২,০০,০০০/-
৯। ভূমি উন্নয়ন করের ২%	২২,০৪৬/-	২২,১০০/-	২২,১০০/-
১০। অন্যান্য	–	–	–
মোট =	**৭৪,০২,২৯৭/৯৭**	**৯৪,১৩,৭০২/-**	**১,০০,৩২,১০০/-**

ফরম-খ

অংশ ১ - রাজস্ব হিসাব ব্যয়

অর্থ বৎসর : ২০১৪-২০১৫

ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১৩-২০১৪)	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৫-২০১৬)
১	২	৩	৪
১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক	–	–	–
ক. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী /ভাতা	৩,৫৪,০০০/- (দায়িতভাতাসহ)	৫,৯৪,০০০/-	৫,৯৪,০০০/-
খ) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বাড়ী ভাড়া	-	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
গ. পরিষদ কর্মচারীদের বেতন ভাতা-	৫,০৪,৮০০/-	৯,০০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-
ঘ. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যয়	–	–	–
১)যাতায়াত (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানসহ)	২০৩,৯৭৯/-	৩,৫০,০০০/-	৪,০০,০০০/-
২) কম্পিউটার মেরামত	১২,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-
ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	১,১০,০০০/-	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-
ঙ) ইউপি কর্মচারীদের ইউপি অংশের বেতন	৮,১৮,০০০/-	৮,৭০,০০০/-	৮,৭৫,০০০/-
২। অন্যান্য ব্যয়	–	–	–
ক. টেলিফোন	১২,০০০/-	১৫,০০০/-	১৭,০০০/-
খ. বিদ্যুৎ বিল	৪,৫২,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
গ. অভ্যন্ড়রীন অডিট ব্যয়	–	১৫,০০০/-	২০,০০০/-
ঘ. আপ্যায়ন ব্যয়	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
ঙ. রক্ষাণাবেক্ষণ ও সার্ভিসের জন্য ব্যয়	১,৯৩,৯৮৭/-	২,২৫,০০০/-	২,৫০,০০০/-
চ. অফিস/ আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	১২,২৩,৯৬৫/-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
ছ. আসবাবপত্র সংগ্রহ/ মেরামত সংরক্ষণ	২০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
জ. অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	১,৬৭,৯৫০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
ঝ. আসবাব পত্র ক্রয়	২৫,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,২৫,০০০/-
:. অপ্রত্যাশিত ব্যয়	১,২৫,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
৩। আনুষাঙ্গিক ব্যয়	২৪,০০০/-	২৪,০০০/-	২৪,০০০/-
৪। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ/ মৎস্য চাষ	২,৯০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৫,৫০,০০০/-
৫। উপজেলার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান	২,৬৯,৫০০/-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
৬। সেবা ও কল্যাণ	৪,৬১,৫০০/-	১০,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-
৭। বিভিন্ন দিবস উদ্যাপন	৩,৩৮,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৫,৫০,০০০/-
৮। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি	৬,৫৫,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-
৯। পরিষদ সংক্রান্ড় মামলা জনিত ব্যয়	১,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
১০। পানির পাম্প ক্রয় ও মেরামত	৩৩,৭৬০/-	১,৫০,০০০/-	২,০০,০০০/-
১১। পৌরকর	৩৫,৬৩৯/-	৩৫,৬৩৯/-	৩৫,৬৩৯/-
১২। ভূমি উন্নয়ন কর	৯,৩৮৭/-	৯,৩৮৭/-	৯,৩৮৭/-
১৩। বিবিধ	৪,২৪,২৯০/-	৫,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-
১৪। সমাপ্তি জের (কর্মচারীদের এক মাসের বেতনের সমপরিমান)	৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০৫,০০০/-
মোট =	৬৯,৭৩,৭৫৭/-	৯৩,৯৩,০২৬/-	৯৯১০০২৬/-

ফরম-খ

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব প্রাপ্তি

অর্থ বৎসর : ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক নং	প্রাপ্তি বিবরণ	পুর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫	পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬
১।	অনুদান (উন্নয়ন) ক) সরকার (এডিপি) খ) এলজিইডি ইউজেডজিপি হতে প্রাপ্ত অনুদান গ) অন্যান্য উৎস (যদি থাকে)	৬৪,৫৩,০০০/- – –	৯০,০০,০০০/- – –	১,১০,০০,০০০/- – –
২।	স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা	–	–	–
৩।	রাজস্ব উদ্বৃত	-	-	–
	মোট	৬৪,৫৩,০০০/-	৯০,০০,০০০/-	১,১০,০০,০০০/-

ফরম-খ

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব ব্যয়

অর্থ বৎসর : ২০১৪-২০১৫

ক্র: নং	ব্যয় বিবরণ	পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫	পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬
০১	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্ড়া ঘাট কালভাট ইত্যাদি)	৩৩,৫০,০০০/-	৩৫,৫০,০০০/-	৪০,০০,০০০/-
০২	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ	৩,০০,০০০/-	৩,৫০,০০০/-	৪,০০,০০০/-
০৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৭,৫৩,০০০/-	৮,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
০৪	মাধ্যমিক শিক্ষা	৭,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
০৫	স্বাস্থ্য ও প:প:	১,৫০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
০৬	সমাজ কল্যাণ (মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক কল্যাণসহ)	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
০৭	সাংস্কৃতিক বিষয় ও ক্রীড়া	৪,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-
০৮	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
০৯	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ	১,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	২,০০,০০০/-
১০	পলণ্টী উন্নয়ন ও সমবায়	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
১১	জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন	৪,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/-
১২	ত্রাণ ও পুনর্বাসন ও বিবিধ	১,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
	মোট=	৬৪,৫৩,০০০/-	৭১,৫০,০০০/-	৮৫,০০,০০০/-

ফরম - গ (বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদের নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বৎসর : ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক নং	বিভাগ/শাখা	পদের নাম	পদের সংখ্যা	সম্মানী/ বেতনক্রম	মহার্ঘ্য ভাতা	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমান	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	পরিষদ সদস্য	চেয়ারম্যান	১	সম্মানী- ২০,৫০০/- বাড়ী ভাড়া-৫০০০/-	–	–	–	২৫,৫০০/-	৩,০৬,০০০/-
০২		ভাইস চেয়ারম্যান	১	সম্মানী ১৪,৫০০/-	–	–	–	১৪,৫০০/-	১,৭৪,০০০/-
০৩		মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১	সম্মানী ১৪,৫০০/-	–	–	–	১৪,৫০০/-	১,৭৪,০০০/-
০৪	পরিষদ কর্মচারী	কম্পিউটার অপারেটর	১	৫২০০-১১২৩৫/-	১,৫০০/-	মাসিক ১,০০০/-	উৎসব ভাতা ১১৬৮০/-	১০৮১৮/-	১,৪১,৪৯৬/-
০৫		গাড়ী চালক	১	৪৭০০-৯৭৪৫/-	১,৫০০/-	মাসিক ১,০০০/-	১০,৪৬০/-	১০,০৮০+৫২৩০/ অতি:খাটুনিসহ	১,৯৪,১৮০/-
০৬		এমএলএসএস ও মালী	৩	১৮০/- দৈনিক	১,৫০০/-	–	৫৪০০ X ৩	১৮০ X ৩৬৫ X ৩	২,৬৭,৩০০/-

ফরম-ঘ

(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্বায়নের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থ বছর : ২০১৪-২০১৫

"ক"

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি
০১	পশ্চিম কিশামত আনিসুল মাস্টারের বাড়ীর নিকট ক্যানেলের উপর ৩৩-০০ সেতু নির্মাণ	২২,৫০,০০০/-	২২,৫০,০০০/-	-
০২	পালিচড়া কুড়ার পাড় ওয়ারেসের বাড়ীর নিকট খালের উপর ৩৯-০০ সেতু নির্মাণ	২৯,৬৮,৮৩৯/-	২৯,৬৮,৮৩৯/-	-
০৩	নেকিরহাট থেকে ক্যানেল যাওয়া রাস্তায় রাজুর বাড়ীর নিকট ২২-০০ সেতু নির্মাণ	১৬,৯২,৫১৬/-	১৬,৯২,৫১৬/-	–
	মোট=	৬৯,১১,৩৫৫/-	৬৯,১১,৩৫৫/-	–

"খ"

০১	সামাজিক নিরাপত্তা জনিত কর্মসুচি মূলক অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি আওতায় প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	৩,১৪,২৬,৯৫৪/-	ওয়েজ (শ্রম মজুরী) ব্যয় ২,৮২,৫৬০০০/- ৪০ টি নন ওয়েজ প্রকল্পের ব্যয় ৩১,৭০,৯৫৪/-	–	

"গ"

০১	৯ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	১,২৬,৫০,০০০/-	১,২৬,৫০,০০০/-	–	

"ঘ"

০১	৫ টি ইউপিতে এলজিএসপি-২ এর মোট বরাদ্দ (পিবিজি ও বিবিজি)	১,০৩,৫২,২২২/-	১,০৩,৫২,২২২/-	–	

উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের ব্যয় ও বাজেট বিবরণী :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ব্যয়ের খাত	পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৫-২০১৬
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জন প্রশাসন	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৩৮,০১,৪৫৮/-	৬০,০০,০০০/-	৭০,০০,০০০/-
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১,৫৭,১৮,৪৪৩/-	৩,১৪,৩৬,৮৮৬/-	৩,৫০,৪০,৯৯০/-
৩	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১,৭০,০০,০০০/-	৩,৪০,০০,০০০/-	৩,৬০,০০,০০০/-
৪	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৯৭৮৯০০০/-	১,৯৫,৭৮,০০০/-	২,১৫,৮০,০০০/-
৫	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৯,৩৬,৮৫২/-	১৮,৭৩,৭০৪/-	২০,৬০৮৫০/-
৬	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১৭,৬২,৪০৮/-	৩৫,২০,৫০৬/-	৪০,৩০,৬৪০/-
৭	উপজেলা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৮,৩৯,৬২৭/-	১৬,২৫,৭২৫/-	১৮,৩০,৪৮০/-
৮	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৩৩,৬০,৭৭৪/-	৬৪,২০,৮৪৫/-/-	৬৫,১০,৬৩০/-
৯	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৮৫,০০,০০০/-	১,৭০,০০,০০০/-	১,৮০,০০,০০০/-
১০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	জেলা কার্যালয় হতে বেতনভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয় মিটানো হয়।		
১১	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১১,৪০,০৬৮/-	২২,৪০,৬৬৮/-	২৩,৫০,৬৬০/-
১২	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৪৮,০০,০০০/-	৯৬,০০,০০০/-	৯৭,০০,০০০/-
১৩	উপজেলা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	২৫,৯০,০০০/-	৫০,৮০,০০০/-	৫৫,৮০,০০০/-
১৪	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১০,৮১,০২০/-	২১,৬২,০৩০/-	২৩,৭০,২৩০/-
১৫	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১২,৪২,১১২/-	২৪,৮৪,৪২৪/-	২৫,৯০,৫৩০/-
১৬	উপজেলা পলণ্টী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১৪,৮৫,০০০/-	২৯৯০,০০০/-	৩০,০০,০০০/-
১৭	উপজেলা বন ও পরিবেশ কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৫৮,১০,৮১০/-	১,১৬,২১,৬২০/-	১,৩০,৪০,৪৮০/-

৬.৩ রংপুর সদর উপজেলা পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট :

ফরম-ক (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর

বাজেট সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১২-২০১৩	চলতি বৎসরের বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি	৬৪,৭৪,০০০/-	৪৫,০০,০০০/-	৪৭,০০,০০০/-
	রাজস্ব	৩৭,৫৫,৭৩৬/-	৩৮,৯৭৩,৩৯/-	৩৯,৩১,০০০/-
	অনুদান	–	–	–
	মোট প্রাপ্তি	১,০৭,৪২,৭০১/-	৮৯,৯০,২৬৮/-	৯২,৩১,০০০/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৯৬,৪১,৭৫১/-	৮৯,২৮,০০০/-	৭০,৬১,৯৯০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	১১,০০,৯৫০/-	৬৬২২৬৮/-	২১,৬৯,০১০/-
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব	–	–	–
	উন্নয়ন অনুদান (এডিপি)	৮২,৮৮,০০০/-	১,০০,০০,০০০/-	১,১৩,০০,০০০/-
	অনুদান (এলজিইডি)	-	–	–
	অনুদান (বাসাবাড়ি ও অফিস মেরামত খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ)	২০,০০,০০০/-	২৩,০০,০০০/-	২৪,৮০,০০০০/-
	মোট (খ)	১,০২,৮৮,০০০/-	১,২৩,০০,০০০/-	১,৩৭,৮০,০০০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	১,১৩,৮৮,৯৫০/-	১,২৩,৬২,২৬৮/-	১,৫৯,৪৯,০১০/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,০২,৮৮,০০০/-	১,২৩,০০,০০০/-	১,৩৭,৮০,০০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত	১১,০০,৯৫০/-	৬২২৬৮/-	২১,৬৯,০১০/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	–	–	–
	সমাপ্তি জের			

ফরম-খ

(বিবিধ-৩ আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর

২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের বাজেট রাজস্ব হিসাব

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব আয়

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১২-২০১৩	চলতি বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫
১	২	৩	৪
১। উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী ও অফিসের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়	৩,৭৯,০৫৬/-	৩,৮২,০০০/-	৩,৮৪,০০০/-
২। হাট-বাজার হতে ইজারালব্ধ আয় (৪১ %)	৭,০১,০৫৪/-	৮,১০,৩৩৯/-	৮,১৫,০০০/-
৩। যানবাহন, জ্বালানী ও মেরামত	২,৮০,০০০/-	২,৯০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
৪। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্যকৃত ফি	–	–	–
৫। ভূমি উন্নয়ন করের ২ শতাংশ	২১,৬৫০/-	২৫,০০০/-	২৭,০০০/-
৬। অন্যান্য	–	–	–
মোট =	**১,০৭,৪২,৭০১/-**	**৮৯,৯০,২৬৮/-**	**৯২,৩১,০০০/-**

ফরম-খ
(বিবিধ-৩ আইনের চতুর্থ তফশিল দ্রষ্টব্য)
উপজেলা পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট রাজস্ব হিসাব

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব ব্যয়

ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
১	২	৩	৪
১। সাধারন/সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক			
ক. চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ভাতা	৩,৬০,০০০/-	৩,৬০,০০০/-	৩,৬০,০০০/-
খ. পরিষদ কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৪,৯৯,৮৫৪/-	৫,১০,০০০/-	৫,২০,০০০/-
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	–	–	–
১) যাতায়াত (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানসহ)	১,০৫,২০০/-	১,৫০,০০০/-	২,০০,০০০/-
২) কম্পিউটার মেরামত	৫,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-
ঘ) যান বাহন মেরামত ও জ্বালানী	৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/-	২,০০,০০০/-
ঙ) উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়ী ভাড়া	২১,৯৩৫/-	–	–
চ) ইউপি কর্মচারীদের ইউপি অংশের বেতন	৬,৭২,০০০/-	৬,৮০,০০০/-	৬,৯০,০০০/-
২। অন্যান্য ব্যয়	–	–	–
ক. টেলিফোন	১২,০০০/-	১৭,০০০/-	২০,০০০/-
খ. বিদ্যুৎ বিল	৫,৮০,০০০/-	৪,৫২,০০০/-	৩,০০,০০০/-
গ. অভ্যন্ড়রীন অডিট ব্যয়	৯০,০০০/-	৫,০০০/-	৫,০০০/-
ঘ. আপ্যায়ন ব্যয়	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	৭২,০০০/-
ঙ. রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসের জন্য ব্যয়	১,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১৫,০০০/-
চ. অফিস/ আবাসিক ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	২৫,০০,০০০/-	২৫,০০,০০০/-	২৫,০০,০০০/-
ছ. আসবাবপত্র সংগ্রহ/ মেরামত সংরক্ষণ	৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,২৫,০০০/-
জ. অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
ঝ. আসবাব পত্র ক্রয়	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,২৫,০০০/-
ঞ. অপ্রত্যাশিত ব্যয়	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
৩। আনুষাঙ্গিক ব্যয়	২৪,০০০/-	২৪,০০০/-	৩০,০০০/-
৪। বৃক্ষ রোপন ও সংরক্ষণ/ মৎস্য চাষ	২,৫০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
৫। উপজেলার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান	৪,০০,০০০/-	৪,৫০,০০০/-	৬০,০০০/-

ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
৬। সেবা ও কল্যাণ	১,৬০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	১,২৫,০০০/-
৭। বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন	৩,৭৮,৪০০/-	৩,০০,০০০/-	৭৫,০০০/-
৮। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি	৭,৪৫,০০০/-	১০,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
৯। পরিষদ সংক্রোন্ড় মামলা জনিত ব্যয়	৭,৩৭,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
১০। পানির পাম্প ক্রয় ও মেরামত	২,৫৩,২০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
১১। পৌরকর	৫,৬২,৭৭০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
১২। ভূমি উন্নয়ন কর	৯,৩৮৭/-	১০,০০০/-	১০,০০০/-
১৩। বিবিধ	৪,৮৭,৮০৫/-	৪,২৫,০০০/-	৪,৭০,০০০/-
১৪। সমাপ্তি জের (কর্মচারীদের এক মাসের বেতনের সমপরিমান)	৪৮,২০০/-	৫০,০০০/-	৫৫,০০০/-
মোট =	৯৬,৪১,৭৫১/-	৮৯,২৮,০০০/-	৭০,৬১,৯৯০/-

উপজেলা পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।

উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের ব্যয় ও বাজেট বিবরণী :

ক্র/নং	বিভাগের নাম	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ব্যয় ২০১২-২০১৩	সংশোধিত সম্ভাব্য ২০১৩-২০১৪	বাজেট ২০১৪-২০১৫
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জন প্রশাসন	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	২৭,০৩,৭৯৫/-	৩০,০০,০০০/-	৩৫,০০,০০০/-
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১,৪৬,০৭,৮২০/-	১,৫৭,১৮,৪৪৩/-	১,৬৮,৩৬,৯০০/-
৩	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১,৫১,৪২,৮৯৩/-	১,৭০,০০,০০০/-	১,৯০,০০,০০০/-
৪	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৯৯৭০০০০/-	৯৭৮৯০০০/-	১০৪৮৭০০০/-
৫	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	২৪৮২৭৬৬/-	৯৩৬৮৫২/-	১৩৯৯৩৫০/-
৬	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১৬৫৯৯০৪/-	১৭৬২৪০৮/-	২০৮২১৮০/-
৭	উপজেলা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৭৬১৯০৭/-	৮৩৯৬২৭/-	৯৪২৭০৯/-
৮	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	২৯৪৩৬৮৬/-	৩৩৬০৭৭৪/-	৩৫০০০০/-
৯	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৭৯৭৩১০২/-	৮৫০০০০০/-	৯০০০০০০/-
১০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	জেলা কার্যালয় হতে বেতনভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয় মিটানো হয়।		
১১	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১১৩৫৬৫৩/-	১১৪০০৬৮/-	১৫৯০৩৯০/-
১২	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৪৩৮২৮৩৬/-	৪৮০০০০০/-	৫৫০০০০০/-
১৩	উপজেলা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	২১৪৮০০০/-	২৫৯০০০০/-	৩১০৫০০০/-
১৪	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৯০৩০০০/-	১০৮১০২০/-	১২২৭৮০০/-
১৫	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১২৮০১৮১/-	১২৪২১১২/-	১৩৬১১০০/-
১৬	উপজেলা পলণ্টী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	১৪৭২০০০/-	১৪৮৫০০০/-	১৪৯৫০০০/-
১৭	উপজেলা বন ও পরিবেশ কর্মকর্তার কার্যালয়	বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়	৪৮৬৫৮০১/-	৫৮১০৮১০/-	৬২৪৮৫০০/-

নোট : সকল দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্ড়ুতকৃত।

উপজেলা পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব প্রাপ্তি

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
১	২	৩	৪
১। উন্নয়ন অনুদান			
ক) সরকার (এডিপি)	৮২,৮৮,০০০/-	১,০০,০০,০০০/-	১,১৩,০০,০০০/-
খ) এলজিইডি ইউজেডজিপি হতে প্রাপ্ত অনুদান	-	-	-
গ) অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উলেণ্টখ করতে হবে।	-	-	-
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা	-	-	-
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	-	-	-
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) =	৮২,৮৮,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,১৩,০০,০০০/-
৪। উপজেলা পরিষদের আবাসিক ভবন মেরামত ও সংস্কার	২০,০০,০০০/-	২৩,০০,০০০/-	২৪,৮০,০০০/-

ফরম-গ (বিধি-৫ দ্রষ্টব্য) উপজেলা পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।

উপজেলা পরিষদের নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বৎসর : ২০১৩-২০১৪

ক্র/নং	বিভাগ/ শাখা	পদের নাম	পদের সংখ্যা	সম্মানী/ বেতনক্রম	মহার্ঘ্য ভাতা	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমান	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	পরিষদ সদস্য	চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)	১	১৪,৫০০/- দাঃ ভাতা ১,০০০/-	-	-	-	১৫,৫০০/-	১,৮৬,০০০/-	
০২		ভাইস চেয়ারম্যান	১	১৪,৫০০/-	-	-	-	১৪,৫০০/-	১৭৪০০০/-	
০৩		মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১	-	-	-	-	বর্তমানে চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত।		
০৪	পরিষদ কর্মচারী	কম্পিউটার অপারেটর	১	৫২০০-১১২৩৫/-	-	-	১১০৪০/-	৮,৮৭০/-	১,১৭,৪৮০/-	
০৫		গাড়ী চালক	১	৪৭০০-৯৭৪৫/-	-	-	৯,৯৩০/-	৮,২৯৭+৪৯৬৫/- অতিঃ খাটুনিসহ	১,৬৯,০৭৪/-	
০৬		এমএলএসএস ও মালী	৩	১৮০/- দৈনিক	-	-	-	১৮০ X ৩৬৫ X ৩ উৎসব ৫৪০০ X ৩	২,১৩,৩০০/-	

বিবিধ-৩ আইনের ৪র্থ তফশিল দ্রষ্টব্য

উপজেলা পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।

অংশ ২

উন্নয়ন হিসাব ব্যয়

খাতের বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ১৭.৬০%	১৪,৫৮,৯৬৮/-	১৬,০০,০০০/-	১৮,০০,০০০/-

২। শিল্প ও কুটিরশিল্প	–	২,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
৩। ভৌত অবকাঠামো ২৬.২১%	৩১,৬৩,০৩২/-	২৭,০০,০০০/-	২৯,০০,০০০/-
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ৪.৮০%	৪,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ১.২০%	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইর্‌প ব্যয় উলেন্ঢখ করিতে হইবে।	–	–	–
৭। সেবা ০.৬৬%	৫৪,৫৬০/-	১,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
৮। শিক্ষা ১৪.৩৬%	১৪,৩৬,০০০/-	১৯,০০,০০০/-	২১,০০,০০০/-
৯। স্বাস্থ্য ১৪.৮৯%	১৪,০০,০০০/-	১৬,০০,০০০/-	১৮,০০,০০০/-
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ১.২০%	–	–	–
১১। পলন্টী উন্নয়ন ও সমবায়	–	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
১২। মহিলা যুব ও শিশু উন্নয়ন ২.১০%	১,৭৫,৪৪০/-	৩,০০,০০০/-	৩,৫০,০০০/-
১৩। দূর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ		২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
১৪। সমাপ্তি জের	–	–	–
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) =	**৮২,৮৮,০০০/-**	**১,০০,০০,০০০/-**	**১,১৩,০০,০০০/-**
উপজেলা পরিষদ ভবন মেরামত ও সংস্কার	**২০,০০,০০০/-**	**২৩,০০,০০০/-**	**২৪,৮০,০০০/-**

ফরম-ঘ (বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্বায়নের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থের বৎসর -২০১৩-২০১৪

'ক'

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	হরিদেবপুর ইউনিয়নের হরিদেবপুর মৌজার বড়বাড়ীর পশ্চিমে কুর্শা দোলা যাওয়ার রাস্তায় সরকারী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ	২৮,৩৪,৯৮৬/-	২৮,৩৪,৯৮৬/-	-	
০২	মমিনপুর ইউনিয়নের জানপুর আজিজুল ডাক্তারের বাড়ির সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।	২৫,৫০,৫৩২/-	২৫,৫০,৫৩২/-	-	
০৩	সদ্যপুস্করণী ইউনিয়নের জানকি গড় হতে ধাপের হাট যাওয়া রাস্তার ভাংগায় ব্রীজ নির্মাণ।	১১,৭৯,৩৩০/-	১১,৭৯,৩৩০/-	-	
০৪	পরশুরাম ইউনিয়নের অধীন বুড়াইল হাট মোজাম্মেলের মিলের নিকট ক্যানেলের উপর সেতু নির্মাণ	২১,৭০,৭৬৪/-	২১,৭০,৭৬৪/-	-	
	মোট	৮৭,৩৫,৬১২/-	৮৭,৩৫,৬১২/-		

খ'

০১	সামাজিক নিরাপত্তা জনিত কর্মসূচীমূলক অতিঃ দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় প্রাপ্ত অর্থের পরিমান	২,৪৪,৯৪৬৬৭/-	ওয়েজ (শ্রম ও মজুরী) ব্যয় ২,২১,৬৮,০৪২/- ৩৭টি নন ওয়েজ প্রকল্পে ব্যয় ২৩,২৬,৬২৫/-		

'গ'

০১	১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	৪,০০,০০,০০০/-	৪,০০,০০,০০০/-		

'ঘ'

০১	০৪টি ইউপিতে এলজিএসপি-২ এর মোট বরাদ্দ	৫৩,৪৬,৭৩৫/-	৫৩,৪৬,৭৩৫/-		